Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

সপ্তম খণ্ড

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

সপ্তম খণ্ড

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
প্রধান কার্য্যালয় – কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯৪০৮

প্রথম প্রকাশ :

শুভ রাধাষ্টমী, সেপ্টেম্বর, ২০০৫
সর্ব্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত
ISBN-81-89558-01-3

মুল্য : ৫০/- টাকা

লেজার কম্পোজিং :

অনুপ প্রিন্টার্স
২৩ মৌলবী বাগ,
বারাণসী - ২২১ ০১০

মুদ্রক :
বর্দ্ধমান মুদ্রনালয়
১৯, জওহর নগর কলোনী,
বারাণসী - ২২১০১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত শ্রীমতী রোসার পুণ্য স্মৃতিতে
এই গ্রন্থটি মাতৃ–চরণে অর্পিত হইল।

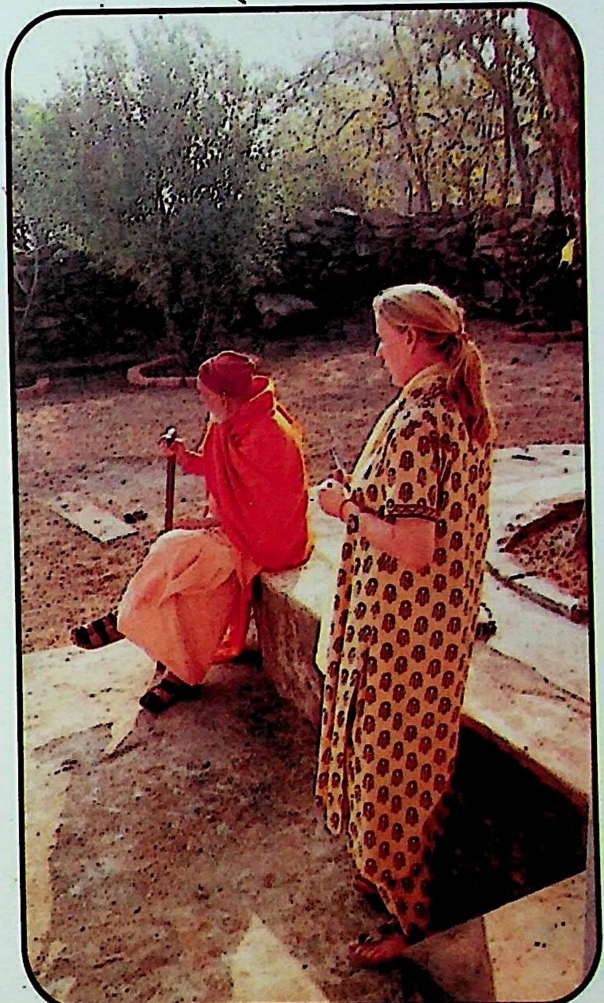

জন্ম-২২শে এপ্রিল, ১৯৫৪ মৃত্যু-১লা অক্টোবর, ২০০৩

শ্রীমতী রোসার অতিপ্রিয় বিন্ধ্যাচল আশ্রমে
স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের সঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলস্বরূপ শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব জীবন কথা "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের" সপ্তম খণ্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত করা সম্ভব হইল ইহা পরম আনন্দের বিষয়।

১৯৫০ সনের ৯ই আগস্ট হইতে ১৯৫১ সনের ৯ই মার্চ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের মাত্র সাত মাসের ঘটনাবলী এবং শ্রীমুখ নি:সৃত অমূল্য সব কথা এই সপ্তম খণ্ডের মূল বিষয়।

বারাণসী ধামে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বিশিষ্টজনদের নানা আধ্যাত্মিক আলোচনা, কন্যাপীঠের ঝুলন উৎসব ও জন্মাষ্টমীর ইতিহাস, বহরমপুর কাশীমবাজার রাজবাড়ীতে বিরাট দূর্গোৎসব, কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণার নূতন মন্দির স্থাপনা, অন্নপূর্ণা মায়ের নিত্য ভোগের প্রসঙ্গ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের বিশিষ্ট উপস্থিতি, মা আনন্দময়ী করুণা (দাতব্য চিকিৎসালয়ের) উদ্‌ঘাটন, মোরভী হইতে ফিরিবার পথে মোটর দুর্ঘটনা ও সতীর জীবনরক্ষা, ফরাসী ডাক্তার উইন্ট্রবের (বিজয়ানন্দজীর) কাশী আশ্রমে প্রথম মাতৃদর্শন ও বার্ত্তালাপ এবং ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে বিরাট ভাবে শিবরাত্রি উৎসবের বর্ণনায় এই খণ্ডের সমাপ্তি।

পণ্ডিচেরী নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত শ্রী ভবানী লাহোরীর স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিতে এই গ্রন্থটিও মাতৃচরণে সমর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় এই অদ্বিতীয় গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডও আশা করা যায় অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

–*বিনীত*

প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১. কাশীধামে মাতৃসঙ্গ

কন্যাপীঠে ঝুলন ও জন্মাষ্টমী উৎসব	...	৩৪
বহরমপুরে দুর্গাপূজা	...	১২৮
মা অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা.	...	১৩৬
গীতা জয়ন্তী উৎসব	...	১৪৩
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে মা	...	১৪৮

২. বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া শ্রীশ্রী মা কাশীতে

মা আনন্দময়ী করুণার উদ্‌ঘাটন	...	১৫১
মোরভী হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মোটর দুর্ঘটনা	...	১৫৩
স্বামী বিজয়ানন্দজী (ফরাসী ডাক্তারের) প্রথম মাতৃ দর্শন	...	১৬২
কাশী আশ্রমে বিশেষ শিবরাত্রি উৎসব	...	২০৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(সপ্তম খণ্ড)

[এক]

কাশীধামে মাতৃসঙ্গ

২৪শে শ্রাবণ, বুধবার সন ১৩৫৭ (ইং ৯/৮/৫০)

আজ সকাল বেলা মায়ের হলঘরে আসিতে ১১টা বাজিয়া গেল। পাঠ অনেকক্ষণ হয় শেষ হইয়াছে। আমরা মায়ের অপেক্ষায় ঐখানে বসিয়া আছি। সুরেন সান্ন্যাল মহাশয় বেলা হইয়াছে দেখিয়া মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "বাবা চলিলে নাকি? একটু বসই না।" মা'র তটস্থ ভাব আজ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

সাধনপথে অনুভূতি

সুরেনবাবু উপবেশন করিয়া মাকে বলিলেন, "আমি ত আপনাকে দেখিতে এবং আপনার কথা শুনিতে আসি। আপনি আমাদিগকে কিছু বলুন না?"

মা। কি বলিব?

সুরেনবাবু। আপনার অনুভূতির কথাই বলুন।

মা এই অনুভূতির কথা লইয়া বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী এবং মুক্তিবাবার সহিত কিছুক্ষণ হাসি তামাসা করিলেন। সুরেনবাবুর প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে না দিয়া শুধু বলিলেন, "অনুভূতি তাদেরই হয় যাহারা পথে আছে। যেমন রাস্তায় চলিতে চলিতে কত কিছু দেখা যায়। সেইরূপ ভগবানের দিকে চলিতে চলিতেও অনেক কিছু অনুভব করা যায় যতক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণই অনুভব। প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ? না, যেখানে পর পর ভাব আছে। যখন অপ্রাকৃত জগতে যাওয়া যায় তখন আর পর পর ভাব নাই। উহা লীলার অবস্থা। সেইজন্যই কৃষ্ণের লীলাকে অপ্রাকৃত বলা হয়। সেখানে তিনি যে তাঁহাকে নিয়াই খেলা করিতেছেন সেখানে দুই নাই। এখন কথা হইতে পারে যে লীলার অনুভূতি হইতে পারে কিনা। যেমন বলা হয় যে ব্রহ্মের অনুভূতি হয় কিনা। ইহার এক উত্তর হইল এই যে, যেখানে দ্বৈত ভাব নাই সেখানে কে কাহাকে অনুভব করিবে ? সেখানে ত মাত্র এক রস। আবার একথাও বলা চলে যে, ক্রমোন্নতির পথে চলিতে চলিতে প্রকৃতির রাজ্যে থাকিয়াও অপ্রাকৃতের আভাস পাওয়া যায়। সেই অবস্থায় লীলা এবং ব্রহ্মের অনুভূতি হইতে পারে।"

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। বেলা ১২টা বাজিয়াছে দেখিয়া মা উঠিলেন।

যোগসৃষ্টি এবং বিভূতির প্রকাশ

সন্ধ্যার পর আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে মায়ের ঘরে অনেক কথাবার্তা হইয়াছে। ডাঃ গোপাল দাশ গুপ্ত এবং নারায়ণ স্বামী বাবা বিশুদ্ধানন্দের যোগবিভূতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি ঐ সময় উপস্থিত ছিলাম না বলিয়া মনে একটু দুঃখ হইল। ভাবিলাম আজ যদি সুযোগ হয় তবে মাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিব। মা তখন চত্বরের উপর দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন। এই সময় মৌনের ঘন্টা পড়িল।

মৌন শেষ হইলে আমি মাকে প্রশ্ন করিলাম, "মা, যোগবলে যে সব জিনিষ সৃষ্টি করা যায় তাহা কিভাবে হয় ?"

মা। বাবা (অর্থাৎ বাবা বিশুদ্ধানন্দ) কিভাবে জিনিষ সৃষ্টি করিতেন ইহাই যদি তুমি জানিতে চাহিয়া থাক তবে সে সম্বন্ধে এ শরীর কিছু বলিবে না। সাধারণ ভাবে বলিতে পারি যে যোগশক্তি দ্বারা জিনিষ সৃষ্টি করা যায়। তবে নারায়ণ স্বামী বলিতেছিল যে, সকল রকম সৃষ্টিই যোগসৃষ্টি নয়। বিজ্ঞান দ্বারাও সৃষ্টি হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি। হাঁ, এ কথা আমিও শুনিয়াছি। তবে যোগ বলে সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির মধ্যে এই ভাবে পার্থক্য করা হয় যে, যেখানে বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি করা হয় সেখানে উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু যোগবলে যখন সৃষ্টি হইয়া থাকে তখন উহা উপাদানের অপেক্ষা রাখে না। যোগীর ইচ্ছা মাত্রই উহা হইয়া থাকে।

মা। হাঁ, যোগী ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি করিতে পারেন। তবে কোনটা যোগবলে সৃষ্টি হইতেছে এবং কোনটা বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে তাহা কিন্তু সৃষ্টি করার রকম দেখিয়াই বুঝা যায়। অবশ্য সাধারণের পক্ষে উহা ধরা খুব শক্ত।

আমি। কেহ যদি বলেন যে অমুক জিনিষের পরমাণুর স্পর্শ আমি পাইতেছি এবং ইহা বলিয়াই যদি তিনি সেই জিনিষটা দেখাইয়া দেন, তবে ইহাকে কোন জাতীয় সৃষ্টি বলিব? ইহা কি যোগশক্তির খেলা নয়?

মা। ইহা শক্তির খেলা বই আর কি? মনে কর একটা আমের আঁঠি হইতে গাছ হইয়া ফল ধরিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। এখানে যে শক্তি বলে আঁঠি হইতে গাছ এবং ফুল ফল হয় উহা একটা নির্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ কয়েক বৎসরের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এখন কেহ যদি ঐ শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া মুহূর্তের মধ্যে আনিতে পারে তবে সে মুহূর্তের মধ্যেই একটি আমের আঁঠি হইতে গাছ ও আম দেখাইয়া দিতে পারে। কাজেই এগুলিকে শক্তির খেলা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

আমি। এই যে শক্তির খেলা দেখান বা বিভূতি প্রকাশ হয়, ইহা কি জন্য করা হয়?

মা। বিভূতির প্রকাশ অনেক কারণেই হইতে পারে। কেহ হয়ত সাধন করিতে করিতে একটা শক্তি লাভ করিয়া উহা অন্যকে দেখাইতে পারে, যদিও ঐ শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। আবার যে শক্তিলাভ হইল উহার স্বরূপ জানিয়াও উহা অন্যকে দেখান যাইতে পারে। আবার একরূপ বিভূতির প্রকাশ আছে যাহা আপনিই হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। উহা কে দেখিল বা দেখিল না সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই, যখন জঙ্গলে গাছ হইল, উহাতে ফল ধরিল, আবার ঐ ফল পাকিয়া একটি একটি করিয়া ঝড়িয়া পড়িল, এখানে কে দেখিল কি না দেখিল সে প্রশ্ন নাই। কোন বিভূতি হঠাৎ লব্ধ হইয়াছে এবং কোন বিভূতির স্বরূপ জ্ঞান হইয়াছে এবং কোন বিভূতিটি আপনা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে—ইহাও বিভূতির প্রকাশ হইতে বুঝা যায়। তবে সাধারণ লোক অবশ্য ইহার কিছুই ধরিতে পারে না।

আমি। আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত লোকের নাস্তিকতা দূর করিবার জন্য কি বিভূতির প্রকাশ করা হয়?

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। তবে এখানেও দেখিবার বিষয় এই যে নাস্তিকতা ত জগৎভরাই আছে, সেইজন্য সকলকেই ত বিভূতি দেখান হয় না। যে দুই একজনের নাস্তিকতা ভাঙ্গিবার জন্য বিভূতি দেখান হয় তাহারও বিশেষ অর্থ থাকিতে পারে।

আমি। যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভূতি দেখান হয় তবে সে বিভূতি কি স্থায়ী হয়?

মা। যেমন সাধন করিতে করিতে অহং জ্ঞান চলিয়া যায়, সেইরূপ কাহারও বিভূতি দেখানোর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব থাকিলেও সে যদি সাধন পথে চলিতে থাকে তবে ঐ অহং জ্ঞানের মত তাহার প্রতিষ্ঠার ভাবও চলিয়া যায়। এই অবস্থায় সাধকের পতনের কোন প্রশ্ন নাই, কিন্তু বিভূতি প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্যই যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় তবে উহাতে পতন হয় এবং বিভূতিও চলিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে বিভূতি প্রকাশের রকম দেখিয়াই বুঝা যায় যে উহা কোন জাতীয় প্রকাশ।

আমি। শুনিয়াছি যোগবলে যাহা সৃষ্টি করা হয় তাহা ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়াই করিতে হয়। এই সময় যদি দর্শকের উপর মায়ার একটা আবরণ দেওয়া না হয় তবে তাহারা নাকি তখনই অভিভূত হইয়া পড়ে। সেইজন্য যোগীরা দর্শকের যে মায়ার আবরণ আছে তাহার উপর নাকি আরও একটি আবরণ দিয়া ঐ সৃষ্টির খেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখান।

মা। মায়া ভিন্ন কিছুই সৃষ্টি করা যায় না, এই সৃষ্টি দেখাইতে দর্শকের যে মায়ার আবরণ আছে উহার উপর আর একটি আবরণ চাপাইতে হয়। আবার অনেক সময় মায়ার আবরণ না দিয়াও নূতন কিছু সৃষ্টি করিয়া দেখান যায়। এবেলা অবশ্য যে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করা হইতেছে উহা দর্শকের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

সদ্গুরুর আশ্রিতের মৃত্যুর সময় গুরুদর্শন হয় কিনা

আমি। আরও একটা কথা শুনিয়াছি তাহাও তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চয় করিয়া লইতেছি। আমি শুনিয়াছি যাঁহারা সদ্গুরু হইতে দীক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারা নাকি মৃত্যু সময় সদ্গুরুর দর্শন পাইতে বাধ্য।

মা। সদ্গুরু যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন মৃত্যুর সময় তাহাকে যে দেখা দিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

আমি। তবে কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। কোন এক মহাপুরুষের এক শিষ্যার মুমুর্ষু অবস্থা উপস্থিত হইলে সে তখন তাহার আত্মীয়গণকে বলিয়া উঠিল, "তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না গুরুদেব আসিয়াছেন? তাঁহাকে আসন দাও। আর আমাকে একখানা পরিষ্কার কাপড় দাও, আমি উহা পরিয়া জপ করিব।" যাহাদিগকে এই কথা বলা হইল তাহারা মনে করিল যে রোগী এখন বিকারগ্রস্ত কিন্তু তবুও তাহার কথামত কাজ করা হইলে সে ঐ কাপড় পরিয়া জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিল। অথচ জীবিতাবস্থায় তাহাকে সাধন ভজন করিতে বিশেষ দেখা যায় নাই। সে সাধারণ গৃহীর মতই জীবন যাপন করিয়াছে। এই গল্প যখন আমি গোপীবাবুর নিকট বলি তিনি উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে যাহারা সদ্গুরুর আশ্রিত তাহারা মৃত্যুর সময় গুরুর দর্শন পাইবেই পাইবে। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে গুরু দীক্ষা দিয়া যে শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করেন ঐ শক্তি তাহার জীবিতাবস্থায় তাহার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিন্নভাবে থাকে, যেমন লোকের লিঙ্গ দেহ তাহার স্থূল দেহের সহিত অভিন্ন অবস্থায় থাকে। মৃত্যুর সময় লিঙ্গ দেহ যেমন স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ গুরুদত্ত শক্তিও ঘনীভূত হইয়া মূর্তি গ্রহণ করে। ঐ ঘনীভূত মূর্তিই তখন শিষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই কথাগুলি কি যথার্থ?

মা। হাঁ, এ কথাগুলি সত্যই।

আমি। গুরু শিষ্যের নিকট কোন্ মূর্তিতে দেখা দেন? যে মূর্তিতে তিনি কৃপা করিয়াছিলেন সেই মূর্তিতে? না দীক্ষার সময় যে কায়া তিনি শিষ্যকে দিয়াছিলেন সেই কায়াতে? আরও একটা কথা, দীক্ষা লাভ করিয়া শিষ্য যদি সাধন ভজন না ক'রে তবুও কি সে গুরুর দর্শন পাইবে?

মা। গুরু শিষ্যকে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে তিনি দেখা দেন। শিষ্য যদি সাধন ভজন করিয়া কিছু উন্নতি লাভ করিয়া থাকে তবে তাহার যে স্থিতি হইয়াছে তাহা দেখাইয়াও গুরু তাহাকে দর্শন দিতে পারেন। আর সে যদি সাধন ভজন না করিয়াও থাকে তবে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে দেখা দেন। তিনি তাহার সমস্ত ভার নিয়াছেন কিনা তাই তাহাকে দেখা দেন এবং যে রূপে দেখা দিলে শিষ্য তাঁহাকে চিনিতে পারিবে তিনি সেইরূপেই তাহাকে দেখা দেন।

মার এই কথাগুলি শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। এইরূপ স্পষ্টভাবে মা যে কথাগুলি বলিবেন তাহা আমি আশা করি নাই। এই সকল কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। মাকে আহার করাইতে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। আমরা চত্বরের উপরই বসিয়া রহিলাম। মায়ের আহারান্তে আমরা প্রসাদ পাইলাম। যদিও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আশ্রমে ছিলাম কিন্তু মার সঙ্গে আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না।

২৫শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, (ইং ১০।৮।৫০)

আজ বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম আজ বেলা ৯।।টার সময়েই মা হল ঘরে আসিয়াছেন। গীতা পাঠ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইবার কীর্তন আরম্ভ হইল। শ্রীমান্ বিভু (ব্রহ্মচারী) কীর্তন আরম্ভ করিতে না করিতেই মা নিজেই গাহিতে লাগিলেন—

"অচ্যুতং কেশবং রাম নারায়ণম্"

এই একটি কলিই মা নানাভাবে গাহিলেন। হল ঘরে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় পনর মিনিট চলিল। শেষে মা নীরব হইলে শ্রীমান্ বিভু আরও পনর মিনিট গান করিয়া কীর্তন শেষ করিল।

দ্বৈত ও অদ্বৈত সাধনা

কীর্তনের পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় বলিলেন, "মা, আমি পন্ডিতজীকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই।"

মা। বেশ ত, তোমরা আলোচনা কর, তোমরাও শুন, আমিও শুনি।

সান্যাল মহাশয়। পন্ডিতজী, আপনি পাঠের সময় বলিয়াছিলেন যে ভগবান লাভ করিতে কেবল "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিলেই চলিবে না, আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে রাম রাম বলিলে চলিবে কি?

মা পন্ডিতজীকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন, কিন্তু পন্ডিতজী কিছু বলিতেছে না দেখিয়া মা মুক্তিবাবাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। মুক্তিবাবাও রসিকতার সহিত উত্তর এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিলে মা নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন, "বাবা (অর্থাৎ সান্যাল মহাশয়) উকিল কিনা তাই ঘুরাইয়া বলিতেছে যে রাম রাম বলিয়া কিংবা অহং ব্রহ্মাস্মি বলিয়া ধ্যান করিলেই ভগবানকে লাভ করা যাইতে পারে। কারণ সে যদি নিশ্চয় জানিত যে উহা করিলে হয় না তবে এ প্রশ্নই সে করিত না। (সকলের হাস্য)

"তবে কথাটা কি জান? যাহারা নাম রূপ লইয়া আছে তাহারা বলিবে যে শুধু নাম লইলেই সব হয়, কারণ নাম আর নামী এক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার যাহারা জ্ঞানের পথ লইয়া আছে, তাহারাও বলিতেছে যে শুধু মুখে অহং ব্রহ্মাস্মি বলিলেই চলিবে না, উহা ভালভাবে ধারণা করা চাই। এগুলি ভগবান লাভ করিবার বিভিন্ন পথ। কাজেই এখানে বিরোধ নাই। কেহ হয়ত বলিতেছেন একমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছু নাই। আবার কেহ বলিতেছেন যে সর্বরূপে সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। আমরা দ্বৈতভাবের মধ্যে আছি বলিয়া ভগবানের নাম ভাগ ভাগ করিয়া দেখি। আমরা বলি যে এই এই নামে ভগবানকে পাওয়া যাইবে, আর এই এই নামে পাওয়া যাইবে না। আবার ইহাও বলা হয় যে, লক্ষ্য যদি ভগবান হয় তবে যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকিলেই পাওয়া যাইবে। কারণ সকল নামই যে তাঁহার নাম। তিনি নাই কোথায়? সেইজন্য প্রহ্লাদ বলিয়াছিল যে তাহার কৃষ্ণ স্ফটিকের স্তম্ভের মধ্যে আছেন এবং দেখা গেল যে ভগবান স্তম্ভের ভিতর হইতেই নিজকে প্রকট করিলেন। জলে স্থলে সর্বত্রই ত তিনি। সেইজন্য প্রহ্লাদকে জলে ফেলিয়া, পাহাড় হইতে মাটিতে ফেলিয়া মারিতে পারা গেল না, কারণ যেখানেই তাহাকে নিক্ষেপ করা হউক না কেন সে ত ভগবানের কোলেই পড়িয়াছিল। কাজেই তাহাকে নাশ করিবে কে? সেইজন্য আমরা বলি যে মাটি কিনা মা-টিই অর্থাৎ মা বা ভগবান ভিন্ন কেহ নয়। একভাবে বলা হয় যে স্তম্ভে ভগবান আছেন, শিলাতে নারায়ণ আছেন। আবার অন্যভাবে হইতে বলা যায় স্তম্ভে ভগবান কোথায়? স্তম্ভই ত ভগবান; শিলাতে নারায়ণ কোথায়? শিলা কোথায়? এত নারায়ণই। তাই বলা হয়েছে যে ভগবান যদি লক্ষ্য হয়, নাম, জপ, ক্রিয়া, ধ্যান, ধারণা যাহাই করা হউক না কেন তাহাতেই ভগবান লাভ হয়। এগুলির উদ্দেশ্য হইল নিজের মধ্যে ভগবানকে ফুটাইয়া তোলা। এইজন্য বলা হয় "রামজীর জয়," "জয় মা"। আরে, রামজী বা মার কি পরাজয় আছে যে তাহাদের জয় হোক, জয় হোক বলিতে হইবে। তাঁহারা ত নিত্যই জয়যুক্ত। তবে ঐসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান যে নিত্য জয়যুক্ত আছেন তাহা যেন আমি অনুভব করিতে পারি। সেইজন্য 'জয় মা', 'জয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি', 'জয় শিব' বলা হয়"। এইভাবে মা অনেকক্ষণ বলিয়া সান্ন্যাল মহাশয়কে বলিলেন, "কি বাবা, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইলে ত"? সান্ন্যাল মহাশয় সহাস্য বদনে বলিলেন, "হাঁ, মা পেয়েছি।"

বিকালবেলা আশ্রমে গিয়া মাকে পাইলাম না। তিনি নারায়ণস্বামীর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পর আবার আশ্রমে গেলাম। তখন সন্ধ্যাকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। চত্বরের উপর একটি খাটিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর মা শুইয়া আছেন। আজ দুইদিন যাবৎ মা ঐ খাটিয়ার উপরই শুইয়া বসিয়া সন্ধ্যা-কীর্তনাদি শুনিতেছেন।

অখণ্ড মহাযোগের ধারণা কিভাবে হইতে পারে

কীর্তন শেষ হইলে মা আমাকে বলিলেন, "কাল নাকি গোপীবাবা কলিকাতা যাইবে?"

আমি। আমি ত একথা শুনি নাই।

মা। আজ অরবিন্দ এবং শোভা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই বলিল যে গোপীবাবা কাল কলিকাতা যাইবে।

ইহার পর ছোট মা এবং গোপীবাবু সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। আমি মাকে বলিলাম, "ভূপতিবাবু প্রভৃতি যখন কলিকাতায় ছোটমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল তখন ছোটমা* ভূপতিবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "গোপী এখনও মরে নাই।"

মা। (হাসিয়া) ও, সেই চিঠির কথা বুঝি?

আমি। হাঁ।

মা। যাহাতে না মরে সেইজন্যই ত ঐ চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাহাতে ছোটমা বলে যে গোপীবাবা মরে নাই, বুঝিলে ত?

আমি। হাঁ, মা।

তারপর মা আমাকে একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু উহা আমি বুঝিতে

---

*যোগিরাজধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলাম না। এমন সময় মৌনের ঘন্টা পড়িল। পনর মিনিট পর আমি মাকে ঐ প্রশ্নটির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

মা। এই যে বলা হয় যে, এরূপ (অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ) কখনও হয় নাই, ইহা কিভাব হইতে বলা হয়?

আমি। কোন পুঁথি পুস্তকে এযাবৎ ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই বলিয়াই বলা হয় যে ইহা কখনও হয় নাই।

মা। আবার যে বলা হয় যে ইহা হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা হয়?

আমি। ইহা কল্পনা হইতে বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে ইহা বিচার দ্বারাও বলা যাইতে পারে।

মা। হাঁ, বিচার হইতে এইসব কথা বলা যাইতে পারে। মনে কর শাস্ত্রে কতকগুলি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, উহা হইতে বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তও করা যায় যে এই এই অবস্থা ভবিষ্যতে হইতে পারে। আচ্ছা, কল্পনার কথা কে বলিয়াছে?

আমি। কল্পনার কথা আমি বলিতেছি। শুধু আমি কেন? তুমিও একদিন বলিয়াছিলে যে যদি পূর্ণত্বে পৌঁছান যায় তবে দেখা যায় যে এযাবৎ যতকিছু কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সমস্তই সত্য।

মা। এই যে কল্পনার কথা বলিলে না? কতকগুলি কল্পনা আছে যাহা বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। আবার দেখ, তুমি ঘোড়া দেখিয়াছ এবং পাখীর ডানাও দেখিয়াছ, এখন কল্পনাতে ঐ ডানা ঘোড়াতে যোগ করিয়া ঘোড়াকে উড়িতে দেখিতে পার। বাস্তবে কিন্তু ঘোড়াকে উড়িতে দেখা যায় না। এখানে এই কল্পনাকে মিথ্যাই বলিতে হয়।

আমি। ঘোড়ার সহিত পাখীর ডানা যুক্ত করে কে?

মা। আমি সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। এক হয় যে, যে বস্তু আছে তাহার কল্পনা করা হইল এবং উহা যে সত্যে পরিণত হইল তাহাও দেখা গেল। আর এক হয় যে, দুইটি সত্য বস্তু আছে, যেমন ঘোড়া এবং পাখীর ডানা, এখানে কল্পনাতে দুইটি সত্য বস্তুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ করিয়া দেওয়া হইল; এমন অবস্থা আছে যেখান হইতে দেখা যাইতেছে যে দুইটি বস্তুর যোগ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ হইতেছে যে ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে না। আবার একটি অবস্থা আছে যেখানে ঐ দুইটি বস্তুর যোগ হইতেছে এই মাত্র দেখা যায়, কিন্তু ইহা যে বাস্তবে হইবে কি হইবে না সে সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা নাই। এইসব স্থলে থাকে শুধু অনুমান, বিশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ। কাজেই এই স্থানে দাঁড়াইয়া যে কল্পনার সাহায্যে বলে যে ইহা সত্য, তাহার পক্ষে কিন্তু উহা সত্যই। পরে অন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া যখন দেখা যায় যে, শুধু কল্পনা বলে দুইটি সত্য বস্তু যোগ হইতেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জ্ঞান হয় যে উহা বাস্তবে কখনও প্রকাশ হইবে না। সেইজন্য বলা হয় যে, যে অবস্থায় থাকিয়া যাহা বলে উহা তাহার পক্ষেই সত্য। এখন বুঝিলে ত?

আমি। হাঁ; মা। তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে কেহ যদি দুর্জয় শক্তির আবর্তে পড়ে তবে ঐখান হইতে তাহার বাহির হইয়া আসা শক্ত। যদিও তুমি ইহা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বল নাই, কিন্তু ঐ কথা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি বোধ হয় গোপীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিতেছ।

মা। মা ঐ কথা সকলের বেলায়ই খাটে।

আমি। এই দুর্জয় শক্তির আবর্তে লোকে পড়ে কেন?

মা। তাহার কর্মের এমন কোন গতি থাকিতে পারে যাহার জন্য এরূপ হয়। তবে যে বলা হইয়াছে যে, ঐ আবর্ত হইতে সে বাহির হইয়া আসিতে পারে না, ইহার অর্থ এই যে, সে নিজের চেষ্টায় বাহির হইয়া আসিতে পারে না। গুরু অবশ্য যে কোন মুহূর্তে তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন।

আমি। যাঁহারা সদ্‌জীবন যাপন করিয়া এইরূপ বিপদে পড়েন তাঁহাদের বেলায় কি মনে করিতে হইবে যে ইহা তাঁহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মফল?

মা। যাহারা পূর্ব জন্ম মানে তাহারা এইরূপ বলিতে পারে। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা এমন কথাও ত বল যে আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি আমার আবার নূতন কর্ম কি? যে সব কর্ম পূর্বে করিয়া আসিয়াছি শুধু তাহারই ফল কিছু কিছু ভোগ হইবে। কিন্তু এমনও হইতে পারে, যেমন গাছের একটি গুঁড়িমাত্র পড়িয়া আছে, তুমি যদি তাহাকে জল ইত্যাদি দ্বারা যত্ন করিতে থাক, তবে উহা হইতেও কিন্তু ডাল পালা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এইভাবে কেহ কেহ নিজ কর্ম দ্বারাই নিজকে জড়াইয়া ফেলিতে পারে। তবে গুরু যে কোন মুহূর্তে তাহাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

এইবার মাকে আহার করাইবার জন্য উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু মায়ের আহারের পর আর কোন কথাবার্তা হইল না। আমি রাত্র ১১।টা পর্য্যন্ত আশ্রমে বসিয়া থাকিয়া শেষে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২৬ শে শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ১১।৮।৫০)

আজ ১০।টার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন মা হলঘরে বসিয়াছিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। মা আজ দিল্লী চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বোধ হয় এত লোক দেখা করিতে আসিয়াছে। গীতা পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও কোন আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। সান্ন্যাল মহাশয় আজ আসেন নাই। অন্য এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন, "মা, কত যে অপকর্ম করিয়াছি তাহা এখন মনে করিয়া অনুতাপ ভোগ করিতেছি। আজ গীতা পাঠের সময় পন্ডিতজী সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু যে সব অপকর্ম করিয়াছি তাহা ভগবানে সমর্পণ করি কেমন করিয়া? উহার ফল যে আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমি আপনার কাছে জানিতে চাই যে খারাপ কর্মও কি ভগবানে অর্পণ করা যায়?" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মা স্বামী শঙ্করানন্দকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। ফল সচরাচর যাহা হয় আজও তাহা হইল। স্বামীজী শাস্ত্র মন্থন করিয়া এক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন যাহাতে প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই তলাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। প্রশ্নকর্তা অনুনয়ের সুরে মাকে বলিলেন, "মা, আমি আপনার কথা শুনিতে চাই।"

মা। বাবা, তোমাকে একটা গল্প বলি,—এ শরীরটা একজনকে বলিয়াছিল যে, সে যখন যাহা খাইবে তাহা যেন ভগবানকে নিবেদন করিয়া খায়। এমন কি এক গ্লাস জল খাইবার সময়ও সে যেন উহা ভগবানের সম্মুখে তুলিয়া ধরে, অথবা মনে মনে ভগবানের চরণ ঐ জলে স্পর্শ করাইয়া পান করে। যাহাকে এ কথা বলা হইয়াছিল তাহার মুরগীর ডিম, মাংস, ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস ছিল। একদিন সকালবেলা তাহার বাড়ী গিয়াছি, সে হাফ্‌বয়েল মুরগীর ডিম খাইতে বসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "মা, দেখ আমি কি খাই। ইহা কি ভগবানকে দেওয়া যায়?" আমি বলিলাম, "হাঁ, ইহাও নিবেদন করা যায়।" তবে এই বলিয়া নিবেদন করিবে, "ভগবান, আমি তোমার, তুমি আমাকে যে প্রবৃত্তি দিয়াছ উহার জন্যই এসব জিনিষ আমি তোমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এমন করিয়া দাও যেন আমি শুদ্ধ বস্তু দ্বারা তোমার সেবা করিতে পারি।" আমার কথামত সে তাহাই করিতে লাগিল। কিছুদিন পর তাহার এমন অসুখ হইল যাহার জন্য ডাক্তারের উপদেশ মত তাহাকে পিয়াজ, ডিম, মাংস সবই ছাড়িয়া দিতে হইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অপকর্মের ফল কি ভোগ করিতে হয় না? আমার বিশ্বাস উহা ভোগ করিতে হয়।

মা। তুমি কি চাও যে, যে সব ভাল কাজ তুমি করিয়াছ উহার ভাল ফল তোমাতে না আসুক? সরকারী কাজ করিলে পেনসন্‌ কি আসে না? পেনসন্‌ না আসিলেও অন্ততঃ প্রভিডেন্ট ফণ্ডে যে টাকা জমা হইয়াছে তাহা ত পাওয়া যায়। তুমি কি বল?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাঁ, বুঝিলাম যে অপকর্মের ফলভোগ করিতেই হয়। (সকলের হাস্য)

মা। তাই বলিতেছিলাম যে যখন যে কাজ করিতে যাইবে উহাই ভগবানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে। কাজ ভালই হউক আর মন্দই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক উহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সকল কর্মেই যদি ভগবানকে স্মরণ করা যায় তবে দেখা যায় যে লোকের যে সব খারাপ অভ্যাস আছে তাহা ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। তাঁহার স্বভাবই হইল জিনিষকে বিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা। যদি অশুদ্ধ লইয়া তাঁহার কাছে যাওয়া যায় তবে ধীরে ধীরে ঐ মন বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ

ফল ভোগের কথা বলিলে না? কর্ম যেখানে ফল ভোগ সেখানে। আবার এক জাতীয় কর্ম আছে যাহা সুইচ বন্ধ করিলে পাখা চলার মত। উহারও ফলভোগ আছে। যেমন বলা হয় জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে। এ ভোগ কিন্তু বদ্ধজীবের ভোগের মত নয়। তবুও শাস্ত্র ইহাকে প্রারব্ধ ভোগ বলিতেছে। প্রারব্ধ কি? না, যাহা পরে লাভ করা হইয়াছে। যাহা পূর্বে করা হইয়াছিল উহার ফল এখন আসিতেছে। আবার এমন অবস্থাও আছে যেখানে প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই। ভগবান্ সকল কর্ম জ্বালাইয়া দিতে পারেন শুধু কি প্রারব্ধটুকু পারেন না?

আমি। ভোগ বলিতে আমরা সুখ দুঃখের অনুভব বুঝি। জীবন্মুক্তের সুখ দুঃখ বোধ বা দ্বৈত বোধ থাকে না। তবে তাহাদের বেলায় ভোগ শব্দটি প্রয়োগ হয় কেমন করিয়া?

মা। যেখানে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয় সেখানে অবশ্য ভোগ ইত্যাদি শব্দ টিকে না। আবার তোমরাই বল যে জ্ঞান হইলেও কর্মের কিছু আঁশ বা রেশ থাকিয়া যায়। সেইজন্যই ঐ ভোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে এইমাত্র বলিলাম যে উহা অজ্ঞানীর ভোগের মত নয়।

আমি। আমার নিজের অসুখ হইলে আমি যেরূপ ব্যথা বেদনা অনুভব করি, অন্যের অসুখ দেখিলে কিন্তু ঠিক সেইরূপ হয় না। তবে কতকটা দুঃখ হয় বৈকি। পরের দুঃখ দেখিয়া যে নিজের দুঃখ বোধ হয়, জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ ঐ জাতীয় কি?

মা। তাহাও বলিতে পার। তবে জ্ঞানীদের প্রারব্ধ ভোগে যে কি পরিমাণ দুঃখ বোধ থাকে তাহার কোন পরিমাপ নাই। সেইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। তবে কিছুটা যে থাকে তাহা সত্য।

মুক্তিবাবা। যাঁহাকে জ্ঞানী বলা হয় তাঁহার ত মন নাশ হইয়া গিয়াছে। মন দ্বারাই সুখ দুঃখ ভোগ হয়। যেখানে মন নাই সেখানে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে কে?

মা। অবশ্য যেখানে জ্ঞানস্বরূপ হওয়ার কথা বলা হয় সেখানে ভোগ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তোমরা বিশুদ্ধ মনের কথাও ত বল। সেই বিশুদ্ধ মন দ্বারাও ভোগ হইতে পারে। যদিও ঐ ভোগ সাধারণ লোকের ভোগ হইতে অনেক ভিন্ন। তাহা ছাড়া জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ হয় বলিয়া শাস্ত্রেও ত বলা হইয়াছে।

আমি। জ্ঞানীর রোগ যন্ত্রণা ভোগ হয় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছিলে—এক হইল এমন অবস্থা যেখানে সুখ দুঃখের কোন প্রশ্নই নাই। দ্বিতীয় হইল সেই অবস্থা যেখানে রোগের যন্ত্রণাটাকেও আনন্দময়ের এক রূপ বলিয়া মনে হইতেছে এবং উহাও আনন্দ বই আর কিছু নয়। আর এক অবস্থা হইল এমন যে জ্ঞানী অজ্ঞানীর মতই 'আহা' 'উহু' করিতেছে, কিন্তু ভিতরে তাঁহার সমভাব। এখন কথা হইল যে ভিতরে যদি সমভাবই থাকে তবে উহার প্রকাশটা 'আহা' 'উহু' ভাবে হয় কেন?

মা মুক্তিবাবাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন।

মুক্তিবাবা। অজ্ঞানীই উহা দুঃখ বলিয়া মনে করে, জ্ঞানীর নিকট উহা দুঃখ নয়। এক মাতাল এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সেই রাস্তায় একজন পরম বৈষ্ণব ভগবৎভাবে মত্ত হইয়া ধূলাতে গড়াগড়ি দিতেছিল। মাতাল বৈষ্ণবের ঐ অবস্থা দেখিয়া ভাবিল, "আমার চেয়ে এর অবস্থা খারাপ; কারণ আমি ত এখনও দাঁড়াইয়া আছি। এ নেশায় গড়াগড়ি দিতেছে।" (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) বাবা যে কোথা হইতে এই সকল গল্প যোগাড় করিয়া আনে! (আমাকে) তুমি যে বলিলে 'উঃ' 'আঃ'র প্রকাশটা হয় কেন, উহা প্রকাশ না হওয়ার যেমন একটা দিক আছে আবার উহা প্রকাশ হওয়ারও একটা দিক আছে। কিন্তু এই উভয় অবস্থাতেই ভাবটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক। দুই অবস্থাতেই সমভাব। এগুলি কথা দিয়া বুঝান যায় না। আমি ত সর্বদাই বলি যে বুঝা হইল বোঝা। উহা ভার স্বরূপ। জিনিষের এক পুটুলি নামাইয়া মাথার উপর অন্য এক পুটুলি তুলিয়া লওয়া। জ্ঞানের কাজ হইল পুটুলি সরাইয়া দেওয়া। সেইজন্য বলা হয় যে জ্ঞান কোন দেহে নিবদ্ধ নয়। আর কথা দিয়া এসব বুঝান যায় না। কথা কি? না, 'থাক' 'থাক' অর্থাৎ যেখানে আছ সেইখানেই থাক। বুদ্ধি দিয়া এ সব বিচারের যথার্থ ধারণা করা যায় না। তবে বলিতে পার এ সব আলোচনা কি বৃথা? না, বৃথা নয়। জ্ঞানস্বরূপ তিনি ত সর্বদাই স্বপ্রকাশ আছেন; শুধু আমাদের আবরণের জন্য তাঁহার উপলব্ধি নাই। আমাদের কিছু বলিবার বা করিবার নাই যাহা দ্বারা স্বপ্রকাশ জ্ঞানকে ধরা ছোঁয়া যাইতে পারে। তবে সদালোচনা করিতে করিতে আবরণ কতকটা কাটিয়া যায়। সেইজন্য বলা হয় যে সর্বদা সৎসঙ্গ, সদালোচনা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি লইয়া থাকিতে হয়। তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহাকে লইয়াই সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আবরণ কাটিয়া গিয়া তাঁহার প্রকাশ হইয়া পড়ে।

শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ

ইহার পর কিছুক্ষণ অন্যান্য কথা হইল। পরে মা নিজ হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন, "কাল শক্তির কথা হইতেছিল না? শক্তির প্রকাশও অনন্ত, উহার রূপও অনন্ত এবং দুর্বল প্রবল হিসাবে উহাদের ভেদও অনন্ত। আবার শক্তিগুলিও সব অনুকূল শক্তি নয়। প্রতিকূল শক্তিও আছে। মনে কর কেহ ভগবানের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় তাহাকে বিরুদ্ধ শক্তি পাইয়া বসে, যাহার জন্য তাহার নানা ভোগ হয়। অনেক সময় সে ইহার কারণ বুঝিতে পারে না; ভোগটাকে শুধু ভোগ বলিয়াই মনে করে। আবার অনেক সময় মনে করে যে তাহার কৃতকর্মের জন্যই এইসব ভোগ আসিতেছে। এইসব যে চড় চাপড় আসে উহা কিন্তু তাহার জ্ঞান প্রকাশেরই সহায়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। আবার বড় বড় লোকের যেমন শরীর রক্ষক থাকে সেইরূপ কাহারও কাহারও চারিদিকে রক্ষক হিসাবে শক্তিগুলি থাকে। উহারা বিরুদ্ধ শক্তিকে আসিতে দেয় না। তাহারা সাধককে রক্ষা করিতে করিতে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়।

আবার দেখ, পথের যাত্রীরা যেমন একে অন্যকে সাহায্য করে, আবার করেও না; সেইরূপ যে সব শক্তি জগতে ছড়াইয়া আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধককে সহায়তা করে, আবার কেহ কেহ কিছু করেও না। তাহা ছাড়া শক্তিগুলি মণ্ডলী হিসাবেও আবার ভাগ ভাগ করা আছে। এই মণ্ডলীগুলির মধ্যে যোগসূত্র থাকিলেও বাহিরের দিক হইতে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেখায়। কোন মণ্ডলীর সহিত যদি সাধকের ভাবের যোগ থাকে, তবে ঐ মণ্ডলীর শক্তিগুলি আসিয়া তাহাকে নিজ নিজ মণ্ডলীর মধ্যে লইয়া যায় এবং সাধক তখন তাহাদেরই একজন হইয়া পড়ে। এই সব অবস্থায়ই সাধক বলিয়া থাকে যে তাহার পথটাই সবচেয়ে ভাল, তাহার উপাস্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার সাধক এক মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়াও অন্য মণ্ডলীর ভাবও কিছু কিছু গ্রহণ করিতে পারে। সে তখন মনে করে যে তাহার ইষ্টই এই সব নানারূপে আছেন। এখানে তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমণ্ডলীর জ্ঞান রহিল আবার উহারা যে তাহার ইষ্টের রূপ সে জ্ঞানও রহিল। আবার এমনও হইতে পারে যে প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে সে একমাত্র তাহার ইষ্টকেই দেখিতেছে; আর কিছু দেখিতেছে না। গতকাল দুর্জয় শক্তির কথা হইয়াছিল না? এই কথাগুলি ঐ সম্পর্কে আসিয়া পড়িল। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া যে দুর্জয় শক্তির কথা বলিয়াছিলাম তাহা নহে। সেইজন্য আজ ঐ কথাটাই একটু বিস্তার করিয়া বলিলাম।

বেলা ৪।।টার সময় মা মোটরে এলাহাবাদে রওনা হইয়া গেলেন। সেখান হইতে রাত্রি ১০টার সময় গাড়ী ধরিয়া আজই দিল্লী যাইবেন। আগামী রবিবার সেখানে নামযজ্ঞ হইবে। তাহাছাড়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লীতে নূতন বাড়ী করিয়াছেন, উহার গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে মাকে ঐ বাড়ীতে তিনদিন রাখিবেন। এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে মায়ের দিল্লীতে যাওয়া। সেখানে পাঁচ সাতদিন থাকিয়া আবার কাশী ফিরিবার কথা। যদিও অল্প সময়ের জন্য মা কাশী ছাড়িতেছেন তবুও সকলের মুখেই একটা বিষাদ ভাব। কেহ কেহ বা অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মায়ের এমনি আকর্ষণী শক্তি!

শ্রীশ্রীমায়ের কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

৩রা ভাদ্র, রবিবার (ইং ২০।৮।৫০)

আজ দুন এক্সপ্রেসে মা কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দিল্লী হইতে মাত্র একদিনের জন্য দেরাদুনে যান। সেখান হইতে বরাবর কাশী আসিয়াছেন। মার চেহারার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না। রাস্তার ক্লেশ সত্ত্বেও চেহারা দেখিয়া ভালোই মনে হইল। মাকে দেখিতে অনেকেই আজ আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে মা দুই একটি কথা বলিতেছেন। পূর্বে দেখিয়াছি যে মা অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া কত কথাই বলিতে থাকেন, এবারে কিন্তু সেরূপ দেখিলাম না। তিনি আপন মনে চত্বরের উপর বেড়াইতে লাগিলেন।

রাত্রিতে মৌনের পর মা চত্বরে আসিয়া বসিলেন, তখন মায়ের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা হইল। মা আমাকে গোপীবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুক্ষণ পর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন, "দিল্লীর ছেলেরা বেশ কীর্তন করে। আর ডাক্তার বাবু (অর্থাৎ ডাঃ জে. কে. সেন) এবং তাহার স্ত্রী সংসারী হইলেও বেশ ভাল লোক। তাহাদের এত বড় ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল, কিন্তু সেজন্য বিশেষ দুঃখ নাই। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমাকে বলিয়াছিল, "মা, ছেলের মৃত্যুতে আমার এতটুকুও দুঃখ হইতেছে না। সে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল, এজন্য আবার দুঃখ কি?" ডাক্তার বাবুর অবস্থাও ঐরূপ। সেও ছেলের জন্য চোখের জল ফেলে নাই।"

ইহার পর কেশবানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি নূতন সন্ন্যাসীদের কথা উঠিল। তাঁহারা কে কেমন আছেন তাহা মুক্তিবাবাই মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "মৃন্ময়ানন্দের চেহারা এখন একটু ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। প্রকাশানন্দও পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল। রক্তামাশয় হইয়া তাহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং কেদার বদরি করিতে তাহাদের বেশ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদের নিয়মও কঠোর ছিল। সাত বাড়ীর বেশী ভিক্ষা করিতে পারিবে না, টাকা পয়সা স্পর্শ করিতে পারিবে না—এই সব। অনেকদিন তাহাদের এমন গিয়াছে যে ভিক্ষার কোনই সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সঙ্গে পয়সাও নাই যে কিছু কিনিয়া খাইবে। যখন প্রায় অচল অবস্থা হইয়া আসিয়াছে তখন তাহারা দেখিতে পাইয়াছে যে কোন না কোন রকমে কিছু জুটিয়া গিয়াছে। কেশবানন্দের অবস্থা ত আরও কঠোর। ইহারা তবুও ভিক্ষা করিতে পারিয়াছে, কিন্তু কেশবানন্দ তাহাও করে নাই। কেহ যদি কিছু তাহাকে নিজ হইতে দিয়াছে তবেই সে খাইয়াছে, তাহা না হইলে উপবাস। এইভাবে সে কৈলাশ দর্শন করিয়া আসিল। রাস্তায় তাহারও অসুখ হইয়াছিল। এখন আলমোড়ায় আছে। তাহাকে কিছুদিন ঐখানে থাকিতে বলা হইয়াছে। আর প্রকাশানন্দদিগকেও চারমাস দেরাদুনে থাকিতে বলিয়া আসিয়াছি।"

এইসব কথা বলিয়া মা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে নিজেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এই যে তিতিক্ষা অভ্যাস করা হয় ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল অভাব বোধ কমান। যখন কঠোরতা করিতে করিতে দেখে যে একভাবে না একভাবে চলিয়াই যাইতেছে তখন নানা বিষয়ের অভাববোধ অনেকটা কমিয়া যায়। তবে স্বভাবে স্থিত না হইলে অভাববোধ একেবারে যায় না।"

আজ আর বিশেষ কোন কথা হইল না। রাত্রি ১০টা বাজিলে খুকুনীদিদি মাকে বিশ্রাম করিবার জন্য ডাকিলেন, আমি আরও আধঘন্টা আশ্রমে থাকিয়া চলিয়া আসিলাম।

৪ঠা ভাদ্র, সোমবার (ইং ২১।৮।৫০)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা হলঘরে বসিয়া তত্ত্বালোচনা করিতেছেন, মৈথিল্যানন্দ মহারাজ এবং দেবশঙ্কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবুকে উপস্থিত দেখিলাম। হয়ত দেবশঙ্কর বাবু কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরই মা দিতেছিলেন। প্রশ্ন কি ছিল তাহা না জানায় মার উত্তরও ধরিতে পারিতেছিলাম না। মাকে বলিতে শুনিলাম—"জানা, অনুভব করা থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটিই থাকিয়া যায়—যে জানে, যাহাকে জানে এবং জানা এইরূপ। এখন তোমরা ইহাকে দুই বল কি তিন বল, যাহা বল।

দেবশঙ্কর বাবু। আপনি যাহা বলিলেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে যে স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ হয় কেমন করিয়া? স্বরূপ সম্বন্ধে যদি উপদেশ না হয় তবে জ্ঞানই বা হয় কেমন করিয়া?

মা। স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ? উপদেশ দিবে কে? কাহাকে দিবে? উপদেশ যখন বলিতেছ তখন এখানেও তিন রহিয়া গেল—যিনি উপদেশ দেন, যাহাকে উপদেশ দেন এবং উপদেশ স্বরূপে ত এক ভিন্ন দুই নাই, কাজেই সেখানে উপদেশ হইবে কেমন করিয়া? তারপর তোমরাই বল যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বাক্য মনের অগোচর। কাজেই পরমাত্মা বা স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ হয় কেমন করিয়া?

দেবশঙ্কর বাবু। কিন্তু শাস্ত্রে ত এই উপদেশের কথা আছে।

মৈথিল্যানন্দ। মা, গীতাও বলিয়াছেন, "তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে হইলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা জানিতে হইবে।

মা। (হাসিয়া) তোমাদের মুখ হইতে ঐ কথা বাহির করিবার জন্যই এত কথা বলা। তাহাছাড়া বাবা (অর্থাৎ দেবশঙ্কর বাবু) প্রত্যেকবার আসিয়াই একথা বলে যে তাঁহার সম্বন্ধে কথা হয় কেমন করিয়া। কারণ কথা বলিতে গেলেই ত একটা সীমার মধ্যে আসিতে হয়। কেবল এইবারই সে ঐ কথা বলে নাই। এইজন্যই আমি এতক্ষণ ঐরূপ বলিতেছিলাম।

তবে স্বরূপ সম্বন্ধে যে উপদেশের কথা বলিলে, জানিও যে উপদেশেরও একটা অবস্থা আছে। যেখানে দেহজ্ঞান অর্থাৎ 'দেও' 'দেও' এই ভাবটি আছে অর্থাৎ যেখানে অভাব বোধ আছে সেইখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশের কথা হইতে পারে। ঐ অবস্থায়ই উপদেশ লাভ করা যায় এবং উহা পাইয়া তৃপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যিনি স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন তাঁহার দিক হইতে বলিতে গেলে ইহা উপদেশ দেওয়া নয়; কারণ তাঁহার কাছে ত দুই নাই যে কাহাকেও কিছু দিবেন? অথবা বলিতে পার যে তিনিই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তোমরা বল যে সবই ব্রহ্ম। সবই যদি ব্রহ্ম হইল, তবে উহা শব ব্রহ্ম অর্থাৎ মৃত ব্রহ্ম। সব থাকিবে আবার ব্রহ্মও থাকিবে তাহা হইতে পারে না। কারণ যেখানে সব আছে, বহু আছে, সেইখানেই পরিবর্তন আছে। পরিবর্তনই হইল মৃত্যু। কাজেই সবই ব্রহ্ম একথা বলা চলে না। একমাত্র তিনিই আছেন। আছেনও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে স্থান রহিল। আবার তিনি নাইও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে নাইরূপে থাকা বুঝাইল। সেইজন্য বলা হয় যে তাঁহাকে বাক্য মন দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যা' আছে তা'ই আছে।

দেবতা দর্শন ও বর লাভ

দেবশঙ্করবাবু। আচ্ছা, একজন ঠাকুর পূজা ইত্যাদি করিতে লাগিল অর্থাৎ দ্বৈতভাবে সাধন করিতে লাগিল। এইভাবে পূজা করিতে করিতে সে ঠাকুরের দর্শন পাইল এবং তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করিল। ইহা হয় কেমন করিয়া?

মা। এই যে বলিলে যে, কেহ ঠাকুরের পূজা করিল এবং এইরূপ পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের দর্শন এবং বর লাভ করিল, এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দর্শনাদি যাহা হয় ইহা কিন্তু মন দিয়াই হয়। আমরা জগতে যাহা কিছু দেখি উহা হইল একজাতীয় দর্শন; উহা সাধারণ বা অশুদ্ধ মনের দর্শন। সাধন পথে চলিতে চলিতে যে সব দর্শনাদি হয় তাহা সাধারণ দর্শন হইতে আলাদা। এই সব দর্শন হয় বিশুদ্ধ মন দিয়া। এ দর্শনও নানা রকমের হইতে পারে। তোমরা যাহা কল্পনা করিলে তাহারও দর্শন হইতে পারে। আবার তোমাদের দর্শন তোমাদের কল্পনা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। এইরূপ নানাভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন হয় কিন্তু এগুলি সাধারণ দর্শন হইতে আলাদা হইলেও এখানে কিন্তু দ্বৈত বুদ্ধি থাকে। তুমি নিজকে আলাদা রাখিয়াই কিন্তু দর্শন করিতেছ। প্রকৃত দর্শন হইল তাহাই যেখানে তুমিই তোমাকে দেখিবে অর্থাৎ যে দেখে এবং যাহা দেখে তাহা অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন ঐরূপ হয় তখন আর উহাকে দর্শন বলা যায় না। কারণ যে দেখে এবং যাহা দেখে উহা ত একই। এখানে যে তিনি তাঁহাকে দেখেন, তিনিই তাঁহাকে লইয়া খেলা করেন। যেমন জল আর বরফ। জল হইল নিরাকার আর বরফ হইল সাকার, কিন্তু দুইই জল। সেইরূপ যখন তাঁহাকে নিরাকার রূপে ধরা হয় তখন তাঁহার কোন বর্ণনাই চলে না। এই অবস্থায় দৃশ্য, দ্রষ্টা সবই একাকার। আবার যখন তাঁহাকে সাকার রূপে ধরা হয় তখনই তাঁহার লীলার দিকটা আসিয়া পড়ে। লীলাটাই হইল তাঁহার শক্তির প্রকাশ। যেখানে শক্তি, সেইখানেই ক্রিয়া এবং সেইখানেই রূপ। এই শক্তি এক আবার অনন্ত। যেমন এক বীজে অনন্ত গাছ, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি। একের মধ্যেই অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যে এক। এই শক্তি অনন্ত বলিয়া তাহার রূপ এবং লীলাও অনন্ত। তাই বলা হয় যে তিনি নিজকে লইয়া অনন্তভাবে খেলা করিতেছেন।

এই লীলার মধ্যে বর দানও আছে। তিনি সত্যসঙ্কল্প কিনা তাই তিনি যাহা বলিবেন তাহা সত্য হইতে বাধ্য। এই বর দানেরও একটা অবস্থা আছে। যেমন মাটির মধ্যে জল পড়িলে মাটি স্বভাবতঃই গলিয়া যায়। যেমন উঁচু জায়গা হইতে নীচু জায়গায় জল স্বভাবতঃই গড়াইয়া যায়। সেইরূপ সাধনের এমন অবস্থা আছে যেখানে স্বভাবতঃই বর দানও হইয়া যায়। তখন যাহাকে যাহা বলা হয় তাহা সত্য হয়। এগুলি ঐ অনন্ত শক্তিরই খণ্ড খণ্ড প্রকাশ। সেইজন্য বলা হয় যে কিছু চাহিলে, কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে অভাব বোধ যায় না। সেইজন্য কিছু চাহিতে নাই।

দেবশঙ্করবাবু। এই বর কে দেয়?

মা। কেন, কৃষ্ণ বল, কালী বল, মা বল, তিনিই বর দেন। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তরূপ কিনা তাই তিনি যে কোন রূপে বর দিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে এগুলি লীলাই। তিনি নিজকে বর দিয়া নিজকে লইয়া খেলিতেছেন। যখন তাঁহাকে শক্তির দিক হইতে দেখা যায় তখন তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত রূপ, অনন্ত লীলা, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি; আবার তিনি অখণ্ড, অরূপ; বাক্য মনের অগোচর।

সমাধি এবং ব্যুত্থান

মৈথিল্যানন্দ। আচ্ছা, মা, সমাধি অবস্থায় ত জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভ হইলে আবার ব্যুত্থান হয় কেমন করিয়া?

মা। জ্ঞান লাভ করিলে আর ব্যুত্থান হয় না।

মৈথিল্যানন্দ। ব্যুত্থান ত হয়। ধরুন আপনি এখন যেমন সাধারণভাবে আছেন, সমাধিতে ত এই সাধারণ ভাব থাকে না। আপনার এই অবস্থাকে যদি ব্যুত্থান বলি, তাহা ছাড়া শাস্ত্রেও সমাধি এবং ব্যুত্থানের কথা আছে।

মা। (হাসিয়া) হ্যাঁ, সমাধি এবং ব্যুত্থানেরও একটা অবস্থা আছে, সমাধি ত কত রকমেরই হইতে পারে। যেমন ভাব সমাধি, জড় সমাধি, সবিকল্প সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি, আবার চৈতন্য সমাধি। চৈতন্য সমাধি কাহাকে বলে?

মৈথিল্যানন্দ। যে সমাধিতে চৈতন্যে স্থিতি লাভ হয়।

মা। হ্যাঁ, তাই দেখ নানাপ্রকার সমাধির কথা বলা হয়। এগুলি অবস্থা মাত্র। যতক্ষণ দেহ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ এই সব সমাধি এবং ব্যুত্থান অর্থাৎ উঠা নামা থাকে। সেইজন্যই বলা হয় যে জ্ঞান কোন দেহে নিবদ্ধ নয়। একবার জ্ঞান হইলে সেখানে উঠা নামা কোথায়? চৈতন্য সমাধি ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে। যেখানেই উঠা আছে, সেইখানেই নামা আছে এবং সেইখানেই দেহজ্ঞান আছে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান স্বরূপ হইয়া যাওয়া যায় সেখানে দেহও নাই, উঠা নামার প্রশ্নও নাই।

দেবশঙ্করবাবু। আপনি বলিলেন যে জ্ঞান স্বরূপ বা ব্রহ্ম স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া গেলে দেহ থাকে না। তবে ব্রহ্মজ্ঞ যে সব লোক দেখা যায় তাঁহাদের কি দেহ নাই ?

মা। (হাসিয়া) আমি বলিব যে তাঁহাদের দেহ নাই।

দেবশঙ্করবাবু। বিদেহ হইয়া যে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয় তাহারই বা প্রমাণ কি ?

মা। এ প্রমাণ কে দিবে ? কাহাকে দিবে ?

দেবশঙ্করবাবু। কেন, যাহারা অজ্ঞানী তাহাদিগকে প্রমাণ দিবে।

মা। অজ্ঞানীকে প্রমাণ দিবে ? (সকলের হাস্য) আমি বলি যে তোমার প্রশ্নই অচল। একবার বলিতেছ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গেল, আবার বলিতেছ যে ঐ ব্রহ্মস্বরূপের প্রমাণ দিবে। তাহা কি কখনও হইতে পারে ? ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গেলে কি দ্বিতীয় কিছু থাকে যে তাহার সহিত ব্যবহার চলিতে পারে ? যে প্রমাণ করিবে, যাহা প্রমাণ করিবে এবং যাহার নিকট প্রমাণ করিবে সবই যে একে একে তলাইয়া যায়। তবে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া তুমি ঐ কথা বলিতেছ তোমার পক্ষে অবশ্য উহা সত্য। যে, যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাহা বলে উহা তাহার পক্ষে সবই সত্য।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে জগতের সত্যতা সম্বন্ধে মৈথিল্যানন্দ এবং দেবশঙ্করবাবুর মধ্যে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলিল। যাহা হউক শেষে মৈথিল্যানন্দ বলিলেন, "মা, শুধু কথায় পেট ভরে না, আপনি আমাকে কৃপা করুন।" এই কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। ইহার পর মৈথিল্যানন্দ মহারাজ এবং দেবশঙ্করবাবু উভয়ই বিদায় নিলে, মাও উঠিয়া পড়িলেন। তখন বেলা ১।।টা।

ভাইজী সম্বন্ধে আলোচনা

৮ই ভাদ্র, শুক্রবার (ইং ২৫।৮।৫০)

আজ সারাদিন মায়ের কাছে যাইতে পারি নাই, কারণ আমার ছোট মেয়ের বিষম জ্বর হইয়াছে। ১০৫° জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও বকিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একবার আশ্রমে গেলাম। মা চত্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর বেড়াইতে ছিলেন। উদাস (ব্রহ্মচারিণী) মার হাতে কতকগুলি মালতী ফুল দিলে মা একটি একটি করিয়া ঐ ফুল সকলকে দিলেন। আমিও একটি আশীর্ব্বাদ ফুল পাইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর যখন আর একবার আশ্রমে গেলাম তখন শুনিতে পাইলাম মা মনোমোহনের এবং আমার খোঁজ করিয়াছেন। যাহা হউক চত্বরে মার কাছে গিয়া বসিতেই মুক্তিবাবা আমাকে ভাইজী সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। গতকল্য ভাইজীর তিরোভাব উৎসব হইয়া গিয়াছে। আমি রাত্রিতে আশ্রমে যাওয়ার পূর্বে ভাইজী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শুনিলাম কমল (ব্রহ্মচারী) দাদাও নাকি ভাইজী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। আমি মুক্তিবাবাকে বলিলাম, "আমি ভাইজী সম্বন্ধে কি জানি যে বলিব?" কিন্তু তবুও তিনি এবং আরও কয়েকজন আমাকে কিছু বলিবার জন্য তাগাদা দিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম যদি মাকেই ভাইজী সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করি তবে ভাইজী সম্বন্ধে সকলে কিছু শুনিতে পাইবেন এবং আমাকেও কিছু বলিতে হইবে না। এই মনে করিয়া মাকে বলিলাম, "মা, ভাইজীর যখন দেহত্যাগ হয় তখন কি কারণে তোমার গভীর সমাধি হইয়াছিল? এই সমাধি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু অনুমান করিয়াছিলেন। তুমি নাকি গোপীবাবুকে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলে? আমরাও উহা শুনিতে চাই।"

মা। গোপীবাবাকে কি বলিয়াছিলাম তাহা ত খেয়ালে আসিতেছে না। তাহাকে যদি কিছু বলিয়া থকি তবে উহা খুকুনীও বোধ হয় জানে, তাহাকে ডাক।

খুকুনীদিদিকে ডাকা হইলে মা দিদিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। দিদিও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। মা বলিলেন, "তোমরা ঐ সমাধিটাকে একটা বিশেষ কিছু মনে কর কেন? ঐরূপ সমাধি ত আরও হইয়াছে। ভাইজীর দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে বলিয়াই যে উহা একটা বিশেষ কিছু হইতে হইবে তাহা ত নয়। আর তোমাদের দৃষ্টিতেই এ শরীরের ঐ অবস্থাকে আলাদা মনে কর, কিন্তু এখানে ত আলাদা বলিয়া কিছু নাই—সর্বদা এক অবস্থা।" খুকুনীদিদিও একথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থন করিতে লাগিলেন।

আমি। দিদি, আপনি ভুল করিতেছেন। অন্যান্যবার মা যখন সমাধিস্থ হইয়াছেন তখন কি আপনারা কান্নাকাটি করিয়াছেন? কিন্তু ঐবার মায়ের অবস্থা দেখিয়া আপনারা সকলেই ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। আর এই সমাধি অনেকদিন স্থায়ীও হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া গোপীবাবু অনুমান করিয়া ছিলেন যে ভাইজীকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিবার জন্যই মায়ের এই অবস্থা, কিন্তু ইহা আমার মনে লাগে নাই। আবার আমরা মায়ের মুখের কোন কথা শুনিয়া অনুমান করিয়াছিলাম যে ভাইজীর মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া মা যাহাতে মরিয়া যান বা চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া থাকেন এইরূপ প্রার্থনা ভগবানের কাছে করিয়াছিলেন, সেইজন্য মায়ের দেহের ঐরূপ হইয়াছিল, কারণ শত্রুভাবে সাধন করিলে তাহার তীব্রতা বেশী হয় বলিয়াই তাহার বাসনা অনুযায়ী মায়ের শরীরে ঐরূপ প্রকাশটা হইয়াছিল।

মা। (হাসিয়া) ঐরূপ ত আরও কতই আছে। আজকালও যে ঐরূপ ইচ্ছা কেহ কেহ না করে তাহা মনে করিও না। একটি কার্য্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে। এ দেহের ঐরূপ অবস্থা হওয়া সম্বন্ধে হয়ত গোপীবাবাকে কিছু বলা হইয়াছিল।

আমি। ভাইজীর দেহান্তে যখন তিনি তোমার সহিত মিশিতে আসিয়াছিলেন তখন তুমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিলে, "যতদিন এ দেহ আছে ততদিন আলাদাভাবে ব্যবহার হইবে।" পরে তিনি তোমার সঙ্গে মিশিবেন। তাহা হইলে ভাইজী এখন কি ভাবে আছেন?

মা। হ্যাঁ, ইহা কিরূপ হয় জান? মনে কর খুকুনী কন্যাপীঠের এক ঘরে বসিয়া আছে, আবার ঐভাবে বসিয়া থাকিয়াই এখানে উপস্থিত থাকিতে পারে, যদিও সে জানে না যে সে এখানে আসিয়াছে। এই হইল একভাবের। আবার সে ঐখানে থাকিয়াও এখানে যে সে হাজির আছে তাহাও জানিতে পারে বুঝিলে?

আমি। হ্যাঁ, তুমি বলিয়াছিলে তোমার শরীর যতদিন আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততদিন ভাইজী আলাদা থাকিবে। তোমার শরীর ত অনন্তকাল থাকিবে। কৃষ্ণ, রাম যাঁহাদেরই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাদের দেহ ত রহিয়াই গিয়াছে এবং চিরকালই থাকিবে। তাহার প্রমাণ যে ভক্তগণ এখনও তাঁহাদের দেখা পান। পরম সত্তার যখন কোন প্রকাশ হয় তাহা ত চিরদিনের জন্যই থাকিয়া যায়। তাহা হইলে ভাইজীর তোমার সঙ্গে মিশিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

মা। রাম, কৃষ্ণের দেহ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ উহা ত তোমার দেহ সম্বন্ধেও খাটে। তোমার ছোটবেলায় যে চেহারা ছিল এখন ত তাহা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি উহার বিনাশ হইয়াছে? কিছুরই ত বিনাশ হয় না। ইহা ত বুঝ ?

আমি। হ্যাঁ।

মা। সেইরূপ সব কিছু আছে আবার নাইও। এই অর্থে মিশিয়া গিয়াও আলাদা থাকিতে পারে।

আমি। এ সব কথা শুনিয়া কিছুই ধরা যায় না।

মা। (হাসিয়া) ধরিয়া রাখিবে কোথায় ? রাখিবার স্থান যে নাই। তোমরা মন দিয়া ধর কি না, তাই উহা থাকে না। কারণ মন ত একভাবে স্থির থাকে না। উহা অনবরতই বদলাইতেছে। কাজেই মন দিয়া যাহা ধরা যায় উহা আবার মনের সঙ্গে সঙ্গেই বদলাইয়া যায়। এইজন্য কোন কথা শুনিয়া তোমরা উহা বুঝিলে বলিয়া মনে কর আবার কিছুক্ষণ বা কিছুদিন পরেই ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। তবে জানিও যাহা কিছু শুনা যায় উহার একটা ছাপ মনের উপর থাকিয়া যায়। সৎ কথা যেমন ছাপ রাখিয়া যায়, আবার অসৎ কথাও সেইরূপ ছাপ রাখিয়া যায় এবং সময়ান্তরে উহাই আবার ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য সৎবিষয়ের যত ছাপ মনের উপর রাখা যায় ততই ভাল।

নারায়ণস্বামী। ভাইজী যে অবস্থা লাভ করিয়াছে উহা কি তোমার নিকট হইতে বিশেষ কৃপা পাইয়া হয় নাই ?

মা। বিশেষ আর কি ? সাধারণে যেরূপ পাইতেছে উহা সেইরূপ। এ দেহের কাছে ত বিশেষ বলিয়া কিছু নাই। তোমরা অন্যান্য অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী কাছে থাক বলিয়া যে তোমাদের প্রতি একটা বিশেষ ভাব হইবে তাহা নয়। এ শরীরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যাহাদের কোনই পরিচয় নাই তাহাদের বেলায়ও যেমন তোমাদের বেলায়ও তেমন। এরূপ হয় একজন যেমন কাজ করে তাহার ফলও সেইরূপ পায়। আবার কেহ কেহ যেরূপ কাজ করে ঐ কাজের তুলনায় ফল পায় অনেক বেশী।

আমি। মা, ভাইজীর দেহত্যাগের পর তোমার যে অবস্থা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ত কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না। তুমি এক অবস্থায় আছ বলিয়া আমাদের সমস্ত প্রশ্নই উড়াইয়া দিলে। কিন্তু অনেকদিন পূর্বের একটা কথা বলিতেছি।

মা। বেশ; বল।

আমি। একবার তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে তুমি সমাধি অবস্থায় আমাদিগকে জানিতে পার কিনা, অর্থাৎ তুমি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া আছ, তোমার সমাধি ভাঙ্গিতেছে না দেখিয়া আমরা কাঁদিতে লাগিলাম, তুমি কি সমাধি অবস্থায় জানিতে পার যে আমরা কাঁদিতেছি? ইহার উত্তরে তুমি বলিয়াছিলে, "তখন ত দুই থাকে না সবই একাকার হইয়া যায়।" তবে দেখা যাইতেছে তোমার এমন অবস্থা হয় যখন আমরা আর আলাদা থাকি না, আবার কখন কখন আলাদাও থাকি। তাহা হইলে তোমার যে এক অবস্থা তাহা হয় কেমন করিয়া?

মা। (হাসিয়া) কাঁদিতেছে কে? যাহারা কাঁদিতেছে এবং যাহার জন্য কাঁদিতেছে তাহারা যে একই। তবে হ্যাঁ, সমাধির কথা বলিতেছিলে না? সমাধি একটা অবস্থা কিনা উহাতে উঠা নামা আছে। ঐ অবস্থায় কখনও একাকার দেখা যায় এবং কখনও আলাদা দেখা যায়। উহা অবস্থা বলিয়াই নিত্য নয়। যাহা নিত্য তাহাতে উঠা নামা নয় এবং তাহা বুঝাইতে শুধু এইমাত্র বলা যায় যে যা' আছে তা'ই আছে।

এইবার মা উঠিলেন। আমরা চত্বরের উপর বসিয়া রহিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পর খুকুনীদিদি আমাদিগকে কন্যাপীঠের দোতলায় যাইতে বলিলেন। ঐখানে গতকল্য হইতেই মাকে কিছুক্ষণের জন্য দোলায় বসাইয়া ঝুলন উৎসব করা হইতেছে। দিদির আহ্বানে আমরা উপরে গিয়া দেখি মা দোলায় বসিয়া আছেন। গঙ্গাদিদি মাকে আরতি করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতির গানও গাওয়া হইতেছে। আরতি শেষ হইলে ব্রহ্মচারিণীগণ ধীরে ধীরে দোলনা দোলাইয়া গান ধরিলেন—

"শ্রাবণ রাতে, রাধিকার সাথে
ফুল ঝুলনাতে দোলে, শ্যাম রায়"

আমি রাত্রি প্রায় ১১।টা পর্য্যন্ত ঐখানে থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সমাধি কি?

৯ই ভাদ্র, শনিবার (ইং ২৬/৮/৫০)

গতরাত্রিতে আমার ছোট মেয়ের অসুখের জন্য সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ ইত্যাদি নানা উপসর্গ ছিল। আজ সকালে জ্বরটা কিছু কম দেখিয়া বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গেলাম। হলঘরেই মাকে পাইলাম। তখন ঐখানে পাঠ চলিতেছিল। পাঠ শেষ হইলে সুরেন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন, "সমাধি কি? কি করিলে সমাধি হয়? সমাধি হইলে কি হয়?"

মা। (হাসিয়া) সমাধি কিছু নয়। কিছু করিলে সমাধি হয় না।

মায়ের উত্তর শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। সান্ন্যাল মহাশয়ও অবাক হইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মা। আমার কথা বুঝি বুঝিতে পারিলে না? সমাধি কিছু নয় যে বলিলাম তাহার অর্থ এই যে, কিছু বলিলে একটা অবস্থা বুঝায় যাহা নিত্য নয়। সমাধি হইল তা'ই যাহা নিত্য। উহাকে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য সমাধি বলিতে অবস্থাও বুঝায়, যেমন জড় সমাধি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব সমাধি, সবিকল্প সমাধি ইত্যাদি। এগুলি অবস্থা মাত্র এবং এগুলি বদলাইয়া যায় বলিয়া নিত্য নয়।

আমি। চৈতন্য সমাধিও কি একটি অবস্থা?

মা। ভাষায় চৈতন্য সমাধি বলা হয় সত্য কিন্তু উহার অর্থ হইল চৈতন্য স্থিতি লাভ। এক চৈতন্যময় সত্তাই ত আছেন। তাঁহাকে বুঝাইতেই ত যা' তা' বলা হয়। (সান্ন্যাল মহাশয়কে) তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে কি করিলে সমাধি হয়? কিছু করিলে সমাধি হয় না। কারণ যাহা হয়, তাহা থাকে না। যেমন জন্ম হইলে মৃত্যু হয়। সমাধি ত নিত্যই আছে। ইহা আবার হইবে কি? ভাব, কর্ম সব কিছুর সমাধানকেই সমাধি বলে। এখানে দ্বন্দ্ব নাই, দুই বলিয়া কিছু নাই, ইহা এক নিত্য বস্তু। তবে আমাদের শরীরের জন্য, আবরণের জন্য, ইহার উপলব্ধি হয় না। আবরণ কাটিয়া গেলে যা' আছে তা'ই আছে।

সান্ন্যাল মহাশয়। তাহা হইলে, মৃত্যু হইলেই কি সমাধি লাভ হয়?

মা। (হাসিয়া) শরীরের মৃত্যু হইলেই যে উহা লাভ হয় তাহা নহে। মৃত্যুর যখন মৃত্যু হয় তখনই উহা লাভ হয়। ভয়ের যখন ভয় তখন যেমন লোকে অভয় হয়, সেইরূপ মৃত্যুর যখন মৃত্যু হয় তখনই সব কিছুর সমাধান হইয়া যায় অর্থাৎ সমাধি লাভ হয়।

সান্ন্যাল মহাশয়। তবে সমাধি লাভ করিতে আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে না।

মা। কিছু করিয়া যে নিত্য বস্তু লাভ করা যায় তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে ত ভগবান্ কর্মের অধীন হইয়া পড়েন, কিন্তু তাই বলিয়া যে কর্মের প্রয়োজন নাই তাহা নহে। এইমাত্র বলিলাম যে নিত্যবস্তু সর্বদাই আছে, শুধু আবরণের জন্য আমাদের উহা অনুভূতিতে নাই। এই আবরণ নষ্ট করিবার জন্যই আমাদের কর্মের প্রয়োজন। যেমন একটি মাটির হাঁড়ির ভিতর আলো জ্বালান আছে, কিন্তু ঐ হাঁড়ির জন্য আলোর প্রকাশ নাই। যেই হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল অমনি আলোর প্রকাশ হইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার জন্যই যে আলোটা হইল তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়, কারণ আলো ত পূর্বেও ছিল, হাঁড়িটা ভাঙ্গিল বলিয়া উহার প্রকাশ হইল। সেইরূপ চৈতন্যময় সত্তা ত নিত্যই আছে। তাহার অভাব ত কোন দিনই নাই। আমাদের আবরণের জন্যই উহার অভাব বোধ হইতেছে। এই আবরণ ভাঙ্গিবার জন্যই আমাদের কর্মের প্রয়োজন এবং আবরণ দূর হইলেই স্বয়ং প্রকাশ নিত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার হয়।

আশীর্ব্বাদ মালার প্রভাবে রোগমুক্ত

এই সব আলোচনার মধ্যে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া মাকে একটি মালা পরাইয়া দিলেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম। মাও ঐ মালাগুলির প্রশংসা করেন। বিশ্বেশ্বরী নাম্নী এক মহিলা এই মালাগুলি প্রত্যহ গাঁথিয়া দেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে বলিলেন, "তোমার বিশ্বেশ্বরী মায়ের এই দুঃখ যে তুমি তাহাকে ডাক না। তুমি না ডাকিলে সে তোমার কাছে আসিবেও না।"

মা। (হাসিয়া) বিশ্বেশ্বরীকে ডাকিতে হইবে কেন? তিনি নাই কোথায় যে ডাকিব? (সকলের হাস্য)

যাহা হউক আজ মালাটি পাইয়া মা উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, "ইহা ঘরে ঝুলাইয়া রাখিও।" বাচস্পতি মিশ্র নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহই বেলা ১০।টা/১১টার সময় মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত (অধুনা পরলোকগত) মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র। অবশ্য পিতার পাণ্ডিত্যের কিছুই ইহার মধ্যে নাই। প্রত্যহ আসিয়া মায়ের নিকট হইতে মালা এবং ফল দাবী করা ইহার এক বাতিক। আজ যখন ইনি আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন তখন মায়ের নিকট কোন ফল বা মালা ছিল না। ইহার অনেকক্ষণ পর শাস্ত্রী মহাশয় মাকে মালা আনিয়া দিলেন। ঐ মালা পাইয়াই মা উহা আমার স্ত্রীকে দিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বড় দুঃখ হইল। তিনি মাকে বলিলেন, "আজ আমাকে মালা দেওয়ার কথা তোমার মনে নাই। তুমি আজ (আমার স্ত্রীকে দেখাইয়া) ইহাকে মালা দিয়া দিলে।" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। মা হাসিয়া বলিলেন, "পিতাজী, মালা পাইলে হয় তোমার কাছে না হয় অন্য কাহারও কাছে রাখিয়া দেই। সকলেই ত আমার কাছে সমান। আজ মালা পাইয়া ইহাকে দিয়াছি, কারণ ইহার মেয়ে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ফুলের সুগন্ধ পাইয়া সে যদি কিছু আরাম পায় এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে মালা দেওয়া হইয়াছে।" যাহা হউক বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ফুল এবং বাতাসা দেওয়া হইল। ইহা নিয়া আমরা কতক্ষণ আনন্দ করিলাম। ফুলের সুগন্ধে রোগী একটু আরাম পাইবে বলিয়া যদিও মা মালাটি আমাদিগকে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল যে, ঐ মালার প্রভাবে আমার কন্যার জ্বর আর সেদিন বাড়িল না এবং পরদিন সকালে একেবারেই ছাড়িয়া গেল। হাসি খেলার ভিতর দিয়া মা কত লোককে যে কতভাবে কৃপা করিতেছেন তাহার নির্ণয় কে করিবে?

আজ একটি পশ্চিমাভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাতাজী, বিশ্বনাথ এবং অগ্নিদেবতার মুদ্রা কি?" মা ঐ মুদ্রার কথা স্বামী শঙ্করানন্দ এবং মুক্তিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, "দেবতার পূজায় মুদ্রা ইত্যাদি করিতে হয়, কিন্তু কোন দেবতার যে বিশেষ কোন মুদ্রা আছে তাহা আমার জানা নাই।" মুদ্রা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ অসম্বদ্ধভাবে আলোচনা হইলে মা আমাকে বলিলেন, "অন্য একসময় এই মুদ্রার কথাটা তুলিও।" বেলা ১২টা বাজিল দেখিয়া আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রি

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। এমন একদিনে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষামন্ত্রের স্ফুরণ হইয়াছিল। মায়ের ভক্তগণ এই দিনটাকে একটা বিশেষ দিন বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে আজ রাত্রি ১০।টা হইতে ১২।টা পর্য্যন্ত (যে সময়ের মধ্যে মায়ের দীক্ষা মন্ত্রটির প্রকাশ হইয়াছিল) আমরা মাকে পুরোভাগে রাখিয়া ধ্যান, জপ এবং কীর্তনাদি করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি ৮টার সময় কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) দাদা আমাকে ডাকিয়া আশ্রমে নিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আজও মার সহিত কিছুক্ষণ তত্ত্বালোচনা হয়। কিন্তু আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে আজ আর কোন কথাবার্তার সুবিধা হইবে না। মা চত্বরের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। একটু পরই মা কন্যাপীঠের দোতলায় গেলেন, কারণ আজও মাকে দোলনায় বসাইয়া আরতি করা হইবে। আমরাও দোতলায় গিয়া ঐ আরতি দেখিয়া আসিলাম।

রাত্রি প্রায় সোয়া দশটার সময় মা নীচে আসিলেন। চত্বরের উপর একটি তক্তপোষে মায়ের বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বসিবার জন্য সতরঞ্চি এবং সন্ন্যাসীদের জন্য বিশিষ্ট আসন দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞভস্ম সকলের কপালে লেপন করিয়া দেওয়া হইল। এমন সময় মা আসিয়া একটি মালা মনোমোহনের গলায় পরাইয়া দিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "তুমি মনোমোহনের বন্ধু, এস তোমাকেও একটি মালা দেই।" আমি অবনত মস্তকে মার হাত হইতে মালা গ্রহণ করিলাম। এই পুণ্য দিনে এবং পুণ্য ক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে আশীর্ব্বাদী মালা লাভ করিয়া খুব আনন্দ হইল এবং কৃতজ্ঞতায় প্রাণটা ভরিয়া গেল। ভাবিলাম অধমজনের প্রতিই মায়ের কৃপা বেশী প্রকাশ পায়। তাই এই আশীর্ব্বাদ!

১০।টা বাজিবামাত্র ঘন্টা বাজাইয়া দেওয়া হইল। আমরা পাঁচ মিনিট মৌন থাকিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিলাম। ইহার পরই কীর্তন আরম্ভ হইল। শ্রীমান ভূপেন এবং শ্রীমান বিভু ধীরে ধীরে বেশ ভাব দিয়া দুই ঘন্টা কীর্তন করিল। অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিলেন। যাঁহারা কীর্তনে যোগ দিলেন না তাঁহারা ধ্যানে জপেই এই দুই ঘন্টা কাটাইয়া দিলেন। কীর্তন শেষ হইবার পূর্বে আবার পাঁচ মিনিট মৌন থাকিয়া আজিকার কর্মসূচী শেষ করা হইল।

উন্মুক্ত আকাশ তলে এবং গঙ্গা বক্ষে জগন্মাতাকে পুরোভাবে রাখিয়া এত দীর্ঘ সময় ধ্যান জপে কাটান আমার পক্ষে এই নূতন। কিন্তু কিভাবে যে দুই ঘন্টা কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের বিভিন্ন উৎসবের উৎপত্তি বিবরণ

১০ই ভাদ্র, রবিবার (ইং ২৭।৮।৫০)

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় মা হলঘরে আসিলেন। কেহ কোন কথা উত্থাপন করিবার পূর্বেই মা নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এ ক'দিন ত ইহারা এই শরীরকে দোলনায় বসাইয়া দোলাইতেছে। কাল রাত্রিতে হইয়াছে কি? আমি শুইয়া আছি, শ্বাস প্রশ্বাস যে ভাবে চলে সেই ভাবেই চলিতেছে, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলিতেছে। দোলনায় কাহাকেও দোলাইতে হইলে যেমন একবার তাহাকে কাছে টানিয়া আনা হয়, আবার তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, ইহাও সেইরূপ। শ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এ শরীরের মধ্যে দুলিয়া আসিতেছে, আবার শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা দূরে চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে সবাই যেন ঝুলনের দোল খাইতেছে।

আশ্রমে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা উপলক্ষ্যে যে অন্নপূর্ণা এবং কালীর বিশেষ পূজা হয় ইহা কিন্তু সঙ্কল্প করিয়া হয় নাই। এগুলি সবই আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার দিন কালীপূজা অমূল্যের (বাবা ভোলানাথের ভাগিনেয়) উৎসাহে এবং পূর্ণিমার পূজা প্রতুলের (ঁযোগেশ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছিল। উহাই এতকাল চলিয়া আসিতেছে। ঐ ঐ দিন যে বিশেষ পূজা করিতে হইবে এ শরীর কিন্তু তাহা কখনও বলে নাই। যজ্ঞের অগ্নির সম্বন্ধেও ঐ কথা। যে অগ্নিতে গত যজ্ঞ (অর্থাৎ সাবিত্রী যজ্ঞ) শেষ হইল উহা ত ঢাকায় কালী পূজায় জ্বালান হইয়াছিল। কিন্তু সেই পূজার সময় এ শরীর বলিয়াছিল যে ঐ পূজায় যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু উহারা তখন বলিয়াছিল, "মা, যজ্ঞের সকল আয়োজন করা হইয়াছে।" তা'ই তখন যজ্ঞ করা হইয়াছিল কিন্তু ঐ যজ্ঞ কালী পূজার জন্য নয়। ঐ যজ্ঞে যে অগ্নি আসিলেন এবং এতকাল থাকিয়া গেলেন তাহা কাশীর যজ্ঞে লাগিবে বলিয়াই ত রহিলেন। ঐ অগ্নিকে বিশ্বরূপ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য বলা হয় যে যাহা হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা যে কোন একটা উপলক্ষ্য ধরিয়া আপনিই হইয়া যায়।

"গতকাল রাত্রিতে তোমরা যে কীর্তন করিলে উহাও কিন্তু এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে এ শরীরের দীক্ষা-মন্ত্র স্ফুরণ হইয়াছিল। সময়টা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও রাত্রি ১০।।টা হইতে ১২।।টার মধ্যে এইরূপ খুকুনীকে বলা হইয়াছিল। খুকুনীর ইচ্ছা হইয়াছে যে ঐ বিশেষ সময়টা যদি তাহারাও ধ্যান, জপ, কীর্তনাদিতে কাটায় তবে তাহারাও হয়ত একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতে পারে। এইজন্যই কিন্তু গতকালের এই আয়োজন।

"এ শরীরটাকে যে দোলনায় বসাইয়া ইহারা দোলায় তাহাও কিন্তু গত তিন বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গা (দিদি) ইহা আরম্ভ করে। তাহার গোপাল ছিল। গোপালের ঝুলন হইত। সেই উপলক্ষ্যে সে এ শরীরকেও ঝুলাইত। প্রথমে ত একটা পিঁড়িতে বসাইয়া ঝুলন হইত। পরে পিঁড়ির বদলে পরমানন্দ একখানা কপাট পাতিয়া উহা কাপড় দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিল। কপাটখানাই তখন হইয়াছিল দোলা। (সকলের হাস্য) পরে গঙ্গা আমেদাবাদ হইতে এই দোলনা ফরমাস দিয়া আনাইয়াছে। ঐ দেশে এসব দোলনার খুব চল। অনেক সময় উহারা দোলনায় বসিয়া বসিয়াই খাওয়া দাওয়া করে। এইভাবে কিন্তু এখানে ঝুলন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এবার একবার খেয়াল হইয়াছিল যে পর পর তিন বৎসর ত ঝুলন হইয়াছে, তারপর গঙ্গার গোপালও যখন হারাইয়া গিয়াছে তখন এবার আর ঝুলনের সময় কাশীতে উপস্থিত থাকিব না। কিন্তু খেয়ালটা পাকা হইল না। একে ত গোপাল হারাইয়া গঙ্গা দুঃখে আছে, তারপর ঝুলনের সময় আমাকে কাশী আসিতে বলিয়াছে, যদি না যাই তবে সে মনে খুব কষ্ট পাইবে। সেইজন্যই আসা, তাহা না হইলে খুকুনী বলিয়া কহিয়া যে এবার এখানে আনিতে পারিত তাহা বোধ হয় না। আর মজাও কেমন, গোপাল এখানে ঝুলন আরম্ভ করিয়া দিয়া নিজে সরিয়া পড়িলেন। আর ইহারা এখন এ শরীরকেই ঝুলাইতেছে। আমিও কোন আপত্তি করি না, কারণ সকলের মধ্যেই ত গোপাল আছেন তাঁহাকেই ইহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলায় বসাইয়া দোলাইতেছে। আগে যখন ইহারা আমাকে দোলায় বসাইত তখন খুকুনী এবং গঙ্গাকে আমার দুইদিকে বসাইয়া লইতাম। এ শরীরকে লইয়া যে ইহারা এইভাবে ঝুলন করিতেছে ইহাও বোধহয় গোপালেরই ইচ্ছা। তিনি এইভাবে এখন লীলা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

"কত লোকই ত ঝুলন দেখিতে আসে। তাহারা কে কি মনে করে তাহাও কিন্তু এ শরীর জানিতে পারে। কেহ বলে, "ইনি এখন কৃষ্ণ সাজিয়া বসিয়াছেন।" কেহ বলে, "ইহাকে যে এইরূপ দেখিব তাহা আশা করিয়াছিলাম না।" আবার কাহাকেও কাহাকেও এরূপ বলিতে শুনিয়াছি "হুঃ ভক্তদের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া টাকা যোগাড় করিয়া এই দালান কোঠা তৈয়ার করা হয়েছে এবং ঐ টাকা দিয়া এখন খুব ধুমধামে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে আর দোল খাওয়া হচ্ছে।" (সকলের হাস্য) উহারা ত জানে না যে আশ্রম আমি করি নাই বা এখানে যাহা কিছু হয় তাহাতে আমার কোন নির্দেশ নাই।"

এইসব কথাবার্তার পর কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) মুদ্রা সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, "বেশ, বেশ; মুদ্রা সম্বন্ধে কি জান তাহা বল।"

কমলাকান্ত। মুদ্রা দুই প্রকার হয়—এক হইল তন্ত্রোক্ত যাহা দ্বারা দেবতা সন্তুষ্ট হন, আর হইল যোগশাস্ত্রোক্ত, যেমন খেচরী, শাম্ভবী, মুদ্রা ইত্যাদি। এইগুলি হইল ক্রিয়া প্রধান।

এইভাবে কমলাকান্ত কিঙ্কুক্ষণ বলিলে উহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ শাস্ত্র পড়িয়া আমাদের বিদ্যাভূষণের দেখি উন্নতিই হইতেছে।" (সকলের হাস্য)

কমলাকান্ত পণ্ডিতের মত কথা বলিতে চেষ্টা করে বলিয়া মা তাহার নাম রাখিয়াছেন "বিদ্যাভূষণ"। কমলাকান্ত আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, মা বলিলেন, "যদি শাস্ত্রের কথা কিছু জানা থাকে তবে বল, তাহা না হইলে এখন আর কিছু বলিবার দরকার নাই। শাস্ত্র দেখিলে মুদ্রা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পর মা নিজেই তাঁহার কথা বলার রকমটা বলিতে লাগিলেন। মুক্তিবাবাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "তুমি সেদিন বলিতেছিলে না যে আমি কথা বলিতে একদিনের কথা বলি কেন ইহাতে লোকে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া যায়। বাস্তবিক ঐরূপই কিন্তু হয়। অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে আসে যাহাতে ঐ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল তাহা বলা চলে না এবং যে প্রশ্ন করিল সেও উত্তর শুনিয়া গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া গেল। সে যে গণ্ডগোলে পড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারি এবং আমার কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিলেই কিন্তু সে বুঝিতে পারে; কিন্তু তখন আর বিস্তার করিয়া বলা হয় না। তখন ভাবটা এই থাকে যে, এই গণ্ডগোলও তাহার পক্ষে ভাল কারণ ইহা যে তাহার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে উহার ফল তাহার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে। তত্ত্বকথা বলিতে অনেক সময় এমনভাবে কথা বলা হয় যে, সাকার উপাসনা যেন সব কিছু। ইহার অতিরিক্ত যে আরও কিছু হইতে পারে উহার ধার দিয়াই যাওয়া হয় না। কেহ কেহ এইসব কথা শুনিয়া বলে, "এখন বুঝিতে পারিলাম ইনি ভক্তিমার্গের সাধক। আবার যখন অদ্বৈতভাবের কথা হয় তখন এমনভাবে বলা হয় যে তাহাতে দ্বৈতভাবের কোন কথাই থাকে না। উহা শুনিয়া আবার কেহ কেহ মনে করে যে আমি বুঝি জ্ঞানমার্গের সাধক। আবার যজ্ঞের সময় আশ্রমে যজ্ঞ হইতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছে, "ইনি যাগাদি ক্রিয়া কর্ম নিয়াই সাধন করিতেছেন।" এইরূপ আমার কথা শুনিয়া অনেকে আমার সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা করে।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

মুদ্রার সহিত দেবতার সম্বন্ধ

যাহা হউক এই সব কথা শেষ হইলে আমি মাকে বলিলাম, "মা, পূজার সময় নানাবিধ অঙ্গুলী বিন্যাসকেই আমরা সচরাচর মুদ্রা বলি। আবার অঙ্গভঙ্গীকেও মুদ্রা বলা যায়, যেমন বলা হয় মুদ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষ। অঙ্গভঙ্গী অর্থে প্রত্যেক দেবতারই যে একটি বিশেষ মুদ্রা আছে তাহা বেশ বুঝা যায়। যেমন কাহারও উপর কালীর আবেশ হইলে তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, বরাভয় যুক্ত হাতও উর্দ্ধে উঠিয়া যায়।"

মা। (হাসিয়া) কালীর আবেশ হইলে জিহ্বা বাহির হয় না কি?

আমি। হাঁ, ঢাকায় একবার তোমাকে কালীভাবে পূজা করার সময় তোমার জিহ্বা বাহির হইয়াছিল। শোভামার বেলায়ও ঐরূপ হইতে শুনা গিয়াছে।

মা। তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে জিহ্বা বাহির হইবার অন্য কারণও থাকিতে পারে।

আমি। লোকের ভাব অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী হয়। এই অর্থে দেবতাদেরও ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গভঙ্গী থাকিতে পারে এবং উহাও অনন্ত। মুদ্রা যদি এই অঙ্গভঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে তবে উহা কতকটা বোধগম্য। কিন্তু পূজার সময় যে বিভিন্ন প্রকারে অঙ্গুলী বিন্যাস করা হয় উহার সহিত দেবতার সম্বন্ধ কি? এইরূপ করিবার ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মা। দেখ, একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, কোন দেবতার পূজার সময় মুদ্রা ইত্যাদি যাহা কিছু করার বিধি শাস্ত্রে আছে উহা যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনি হইয়া যায়, কাহারও কথা শুনিয়া বা কাহাকেও দেখিয়া ঐরূপ করিলে চলিবে না। উহা যখন নিজ হইতেই হইয়া যাইবে তখনই দেবতার প্রকাশ হইবে এবং তুমি যে ঐ দেবতা হইতে অভিন্ন তাহাও প্রকাশ হইবে। এ শরীরের যখন সাধনের খেলা চলিতেছিল তখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূজার সময় শরীরের কোন স্থান কি ভাবে স্পর্শ করিতে হইবে এবং কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, কখন শ্বাস বন্ধ রাখিতে হইবে এবং কখন উহা খুলিতে হইবে, আঙ্গুলগুলি কি ভঙ্গীতে রাখিতে হইবে সবই আপনা আপনি হইয়া থাকে। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে লোকে যখন পূজা করে তখন তাহাদিগকেও ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। সেইজন্য বলা হয় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রের ঐ সব বিধানে যখন নিজ ইচ্ছা বা চেষ্টা সাপেক্ষ না হইয়া আপনা আপনি হয় তখনই দেবতার প্রকাশ হয় এবং নিজেও যে তৎস্বরূপ তাহাও প্রকাশ হয়।

আমি। যদি বিধিপূর্বক কোন দেবতার পূজা আপনা হইতে হইয়া গেলে সেই দেবতার সহিত অভিন্নতা স্থাপন হয় তবে ঐ দেবতাতে আবদ্ধ না হইয়া উহা অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় কিরূপে? অর্থাৎ দেবতার সহিত অভিন্নতা স্থাপিত হওয়ার সময় নিজের যদি কোন অতিরিক্ত সত্তা না থাকে তবে ঐ দেবতাতে আবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। নিজের অতিরিক্ত সত্তা থাকিলেই ত তবে দেবতা হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারে।

মা। যদি পূজাদি সাধনের লক্ষ্য মাত্র দেবতাই হয় তবে অবশ্য দেবতাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা যদি না হয়, যদি লক্ষ্যটা পূর্ণত্বের দিকে থাকে তবে দেবতার সহিত অভিন্ন হইয়াও ঐখানেই অন্যান্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন কেহ যদি শিব পূজা করিয়া শিবের সহিত অভিন্ন হয় তবে সে ঐখানে শক্তিরও সন্ধান পায়, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও সন্ধান পায়। পাহাড়ে উঠিতে যদিও একপথ দিয়া উঠিতে হয়, কিন্তু পাহাড়ে উঠিলে যেমন ঐখানে উঠিবার অন্যান্য পথেরও সন্ধান পাওয়া যায় ইহাও সেইরূপ। এক দেবতার মধ্যেই সমস্ত দেবতা পাওয়া যায় এবং সকলের সহিত নিজের অভিন্নতা বুঝা যায়। তাহার কারণ এই যে, তিনি সর্বরূপে সর্বস্থানেই পূর্ণভাবে আছেন কিনা তাই যে কোন স্থানে, যে কোন দেবতায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এইজন্য রাধা বা হলাদিনী শক্তির উপাসনা করিয়া কৃষ্ণ পাওয়া যায় কারণ হলাদিনী শক্তি যে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। সেইরূপ শিব উপাসনা করিয়া শক্তি পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে কোন মূর্তি বা দেবতাকে পূর্ণভাবে পাইলেই সেখানে সবকিছু পাওয়া যায়।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২।টা বাজিয়া গেল দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ ঝুলনের শেষ দিন। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। আজ মাকে সাজাইয়া দোলায় উঠান হইবে এই খবর পাইয়াই বোধ হয় এত লোক আসিয়াছে। আমি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। পরে রাত্রি ৮।।টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম। তখন কন্যাপীঠের দোতলায় ঝুলন উৎসব চলিতেছিল। আমি দোতলায় গিয়া দেখি যে হলঘরে প্রবেশ করিবার কোন উপায়ই নাই। বারান্দায় জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিলাম। অতি মনোহর রূপ। দোলনাখানি আজ পত্র পুষ্প এবং ফল দ্বারা অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। মা পীত বসন পরিধান করিয়া দোলনার উপর বসিয়া আছেন। গলায় নানা বর্ণের ফুলের মালা দুলিতেছে। মস্তকে সোনার মুকুট বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল করিতেছে। মায়ের বসিবার ভঙ্গীটিও কত সুন্দর। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। মুখমণ্ডল হইতে স্বর্গাভ জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। একবার মায়ের দিকে চাহিলে আর চক্ষু ফিরান যায় না। ছোট ছোট ব্রহ্মচারিণীগণ মালা চন্দন এবং পীতাম্বর ধারণ করিয়া মধুর নৃত্যগীত সহকারে মাকে আরতি করিতেছে। এ যেন ত্রিদশালয়ে নারায়ণের সম্মুখে দেববালাদের নৃত্য। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধভাবে এইসব দর্শন এবং শ্রবণ করিতেছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন এ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করা সম্ভব না।

রাত্রি ৯টার মধ্যেই ঝুলন উৎসব শেষ হইল। শ্রীমতী বুনী ধীরে ধীরে মায়ের মুকুট খুলিয়া ফেলিল। মায়ের ধ্যানস্থ মূর্তি। তাঁহার সাজসজ্জা যে খুলিয়া ফেলা হইতেছে তাহা বোধহয় তিনি জানিতেই পারিতেছেন না। মালা খুলিবার সময় যখন তাঁহার পায়ে একটু ধাক্কা লাগিল তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মালাগুলি খুলিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দোলনার উপর শুইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। রাত্রি ১০টার সময় আমরা সকলেই প্রসাদ পাইলাম। আমাদের সংখ্যাও দুই শতাধিক ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জভঙ্গ

১১ই ভাদ্র, সোমবার (ইং ২৮।৮।৫০)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ঘরেই ছিলেন। মুক্তিবাবা, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে ঐখানে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া পরমানন্দ স্বামী বলিলেন, "অমূল্যদাদাকে এখনও রাখী দেওয়া হয় নাই।" আমি মাকে প্রণাম করিতেই মা আমার গলায় একটি আশীর্ব্বাদী মালা পরাইয়া দিলেন। পরে একটি রাখী আমার হাতে পরাইতে পরাইতে বলিলেন, "এরা বলিতেছে আমাকেই নাকি সকলকে রাখী পরাইয়া দিতে হইবে, তাই এই রাখী পরাইতেছি। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ইহা ভালই।" রাখী বাঁধিয়া মা আমার হাতে মিষ্টি দিলেন। আমি উহা লইয়া বাহিরে আসিয়া আহার করিলাম। পরে মার ঘরে গিয়া বসিতেই গঙ্গাদিদি মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা আমাদিগকে বলিলেন, "গঙ্গা আমাকে উপরে নিতে আসিয়াছে। চল, দেখি উপরে কি হয়।" মার সঙ্গে আমরাও উপরে হলঘরে গেলাম। এই ঘরেই গত কয়েকদিন যাবৎ ঝুলন উৎসব হইতেছিল। মা গিয়া আবার দোলনার উপর বসিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দোলনাটিকে পত্রপুষ্প দ্বারা একটি কুঞ্জের মত করিয়া সাজান হইয়াছিল এবং উহার মাঝে মাঝে আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফলও ঝুলান ছিল। মা ঐ ফলগুলি লইয়া আমাদিগকে ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন। আমরাও উহা লুফিয়া লইতে লাগিলাম। খুকুনীদিদি আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়াছিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "খুকুনী, তোকে একটা ফল ছুড়িয়া দিতেছি দেখি তুই ইহা ধরিতে পারিস কিনা।" এই বলিয়া মা খুকুনী দিদির দিকে একটি নেসপাতি ছুড়িয়া দিলেন। দিদি হাত দিয়া ধরিয়াও উহা রাখিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। দিদি মাকে বলিলেন, "তোমার কথা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে আমি যেন উহা ধরিতে না পারি।" গঙ্গাদিদিকেও মা ঐ কথা বলিয়া একটি ফল ছুড়িয়া দিলেন। তিনিও উহা ধরিতে পারিলেন না। এইভাবে ঝুলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া উহার ফল বিতরণ শেষ হইল। এইবার মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন।

ভগবান লাভের চেষ্টার অসময় নাই

তখন ঐখানে পাঠ চলিতেছিল। শঙ্করানন্দ স্বামীজীর ভাগবত পাঠ শেষ হইলে পাণ্ডেজী গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ষট্‌চক্র ও যোগক্রিয়ার কথা উঠিল। স্বামী শঙ্করানন্দ এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিলে পাঠ শেষ হইল। পাণ্ডেজী পুস্তক গুটাইতে গুটাইতে বলিলেন, "মা, এ জন্মে এবং এই বয়সে আর যোগক্রিয়ার সময় নাই পরজন্মে হয়ত বা কিছু হইলেও হইতে পারে।"

মা। পিতাজী, বুড়া বয়সে যে যোগ হয় না উহা বলা ঠিক নয়। অবশ্য যোগ বলিতে যদি হঠ যোগের আসন ইত্যাদির কথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাক তবে উহা সত্য। কারণ হঠ যোগে এমন সব আসন আছে যাহা বুড়া বয়সে হইবার নয়।" কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া এইসব আসন করা হয় তাহা জপাদি অন্য উপায়েও লাভ করা যায়। কাজেই কখনও একথা বলা চলে না যে তাঁহাকে লাভ করিবার এখন আর সময় নাই। কারণ কখন এবং কিভাবে যে তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহা ছাড়া এজন্ম এবং পর জন্ম বলিয়া যাহা বলিলে উহাই কি সত্য? জন্ম মৃত্যু বলিয়া কিছু আছে নাকি? জন্ম মৃত্যু বলিয়া যাহা কিছু বলা হয় উহা সবই ত মনের কাজ। তুমি জন্ম মৃত্যু মানিয়া নিতেছ তাই উহা তোমার কাছে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। মানিয়া নেওয়াই হইল মনের কাজ। কিন্তু যাহা মানিয়া নেওয়া যায় তাহা সত্য নয়। যেমন একই কাজকে তুমি একসময় সুখ ও অন্য সময় দুঃখ বলিয়া মনে কর। এক জিনিষই এক সময় তোমার নিকট ভাল এবং অন্য সময় মন্দ লাগে। একখানা কাপড় আজ তোমার নিকট নূতন, দুইদিন পর উহা পুরাতন হইয়া যায়। এই যে সব পরিবর্তন ইহা মনই দেখাইয়া দেয়। যাহা সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ত কোন পরিবর্তন নাই। মন ঐ সত্য ধরিতে পারে না। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, নূতন পুরাতন ইত্যাদি যে দ্বন্দ্বভাব ইহা মনেরই সৃষ্টি। জাগতিক যে কোন বিষয়ে মনকে লাগাইবে উহাতেই সে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবে। সেইজন্য মনকে সর্বদা ভগবানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। মনে করিতে হয় কি, আমি আত্মা, আমার আবার জন্ম মৃত্যু কি? আমি তাঁহার নিত্য দাস আমার আবার জন্ম মৃত্যু আছে নাকি? ভগবানে সর্বদা মন লাগাইয়া রাখিলে কি হইবে? না, তিনি মনোনাশ করিয়া দিবেন। তোমাকে অ-মনা করিয়া দিবেন। মনের নাশ হইলেই সত্য বস্তু প্রকাশ হইবে কারণ মন অভাবে আর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবে কে? ভগবানের স্বভাবই এই। মনে যদি একবার ভগবানের পরশ লাগিয়া যায় তবে মন আর উহা ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে যাইতে পারে না। তখন সে তাহার চঞ্চলতা ছাড়িয়া ঐ ভগবানে তলাইয়া যায়। অর্থাৎ মন তখন অমন হইয়া যায়। ভগবানের স্বভাবই হইল জ্বালাইয়া দেওয়া বা গলাইয়া এক করিয়া দেওয়া। এইজন্য তাঁহাকে পুরাতন বলা হয়, সনাতন বলা হয়। পুরাতন কি? না, যিনি তন বা তনু পোড়াইয়া দেন অর্থাৎ দেহ বা দ্বৈত বুদ্ধি ভস্ম করিয়া দেন। সনাতন কি? না যিনি সকল তন বা তনুকে গলাইয়া সোনা করিয়া দেন অর্থাৎ ব্রহ্মময় করিয়া দেন। এইজন্য মনকে সর্বদা ধ্যান জপাদি কাজে এবং সৎসঙ্গে লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং এইরূপ লাগাইয়া রাখিতে রাখিতেই একদিন তাহার প্রকাশ হইয়া যায়। কেহ বা হয়ত ধ্যান জপাদির পথ না লইয়া সেবাধর্ম লইয়া থাকে। সর্বভূতে ভগবান আছেন মনে করিয়া সে সাধ্যমত ভগবৎ জ্ঞানে সকলেরই সেবা করিয়া যায়। স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব সকলই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে করিয়া তাহাদের সেবা করিতে করিতেও লোকে তাঁহার মহান প্রকাশটা পাইয়া যায়। ইহা ছাড়া এমন একটা অবস্থা আছে যেখানে স্বভাবতঃই সেবার ভাবটা আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় পৌঁছিলে জগতের দুঃখ কষ্ট এবং ক্রন্দনের রোল তাহার নিকট পৌঁছে এবং উহাতে সে আপনা আপনি গলিয়া গিয়া আর ঊর্দ্ধদিকে বা শ্রেষ্ঠতর অবস্থা লাভের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না গিয়া ঐ দুঃখ কষ্ট দূর করিতে লাগিয়া যায়। এই যে অবস্থার কথা বলা হইল ইহা অবশ্য সাধারণ সেবা কার্য্য হইতে আলাদা। জাগতিক ভাবে যে সেবা করা হয় উহাতে নিজকে অপর হইতে আলাদা রাখিয়া করা হয়। কাহারও অর্থ থাকিলে সে অপরকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে। যাহার অর্থ নাই সে হয়ত শরীর দিয়া সাহায্য করে—এইরূপ। কিন্তু উহাতে দ্বৈত বুদ্ধি থাকিয়া যায়। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলিলাম উহাতে দ্বৈত বুদ্ধি নাই। নিজের শরীরে ফোড়া হইলে যেমন আমরা উহা যত্নের সহিত সেবা করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করি সেইরূপ এই অবস্থায় জগতের দুঃখ কষ্ট নিজেরই দুঃখ কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এখানে বলিতে পার যে নিজদেহে যে ফোড়ার জ্ঞান ইহাও ত কিছু আগন্তুক বিষয়ের জ্ঞান। কিন্তু এমন অবস্থাও আছে যাহাতে এরূপ কোন দ্বৈত বোধের লেশও থাকে না।

এক ভদ্রলোক। মা, আপনি যে সেবাধর্মের কথা বলিলেন উহা রাশিয়াতে দেখা যায়। তাহারা ভগবান না মানিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি জন সেবায়, সমাজ সেবায় নিয়োজিত করিতেছে।

মা। তোমরা কম্যুনিজম্, সাম্যবাদ ইত্যাদি কি বল না? জানিও উহা ভগবানকে বাদ দিয়া হয় না। প্রকৃত সাম্যবাদে যুদ্ধবিগ্রহ নাই। রাশিয়ার লোকেরা ত হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়াই আছে। কাজেই উহাকে আসল সাম্যবাদ বলা যায় না। সর্বভূতে ভগবৎ জ্ঞান না হইলে সাম্যবাদ আসিবে কোথা হইতে?

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী বুনী মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ভগবানের পূর্ণাবতার হইয়াছে কি?

১৩ই ভাদ্র, বুধবার (ইং ৩০।৮।৫০)

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখনও হলঘরে পাঠ চলিতেছিল এবং শ্রীশ্রীমা ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে মুক্তিবাবা মাকে প্রশ্ন করিলেন, "এ পর্য্যন্ত ভগবানের পূর্ণ অবতার হইয়াছে কি? বিষ্ণুর অবতার, শিবের অবতারের কথা বলিতেছি না। ভগবানের পূর্ণাবতার হইয়াছে কি?"

মা। তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?

মুক্তিবাবা। শাস্ত্রে কিছু বলে না। শাস্ত্রে অংশাবতারের কথা আছে, কিন্তু পূর্ণাবতারের কথা নাই।

মা। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের কথা যাহা শুনা যায়, এগুলি কি?

মুক্তিবাবা। আরে, রাম, রাম। এগুলি আবার অবতার নাকি? (সকলের হাস্য) আর যদি অবতার হয় তবে মাছের, কচ্ছপের, শূকরের অবতার। আমি জানিতে চাই যে মনুষ্য দেহে ভগবানের পূর্ণ অবতার হইয়াছে কিনা।

মা। আচ্ছা, এক হইল শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রে নানা অবতারের কথা আছে। আর এক হইল মানা, না মানার কথা অর্থাৎ তোমরা কোন কোন অবতারকে অংশ মনে করিতেছ আবার কোন কোন অবতারকে পূর্ণ মনে করিতেছ। এখানে যাহা ধারণা করা হইতেছে তাহা কিন্তু মন দিয়াই করা হইতেছে। কাজেই কেহ যদি বলে যে ইনি অংশাবতার তবে আমি বলিব, "হাঁ, ইনি অংশাবতার।" আবার কেহ যদি বলে যে ইনি পূর্ণাবতার তখনও আমি বলিব, "হাঁ, ইনি পূর্ণাবতার, কারণ মনের ধারণা ত এইরূপই হইবে। শুধু তাহা নয় ঐগুলি আবার সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনিই ত আছেন। 'আছে' বলিলে 'আছে' রূপে তিনি আছেন, আবার নাই বলিলে 'নাই' রূপে তিনি আছেন। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সবই ত তিনি। তিনি ভিন্ন ত আর কিছু নাই। এই অর্থে এক বায়ুকণাতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। পূর্ণ, অংশ যাহা কিছু বলা হয় সবইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। এখানে ত দুই নাই যে ভাগ ভাগ করিয়া বলা যাইতে পারে।

মুক্তিবাবা এই উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না এবং তিনি মুখেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা প্রকাশ করিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "মুক্তিবাবা যে প্রশ্ন করিয়াছে উহার উত্তর যে সে না জানে তাহা নয়। তবে আমার মুখ দিয়া কোন একটা কথা বাহির করিতে চাহিয়াছিল। তাহা হইল না দেখিয়া সে এসব কথা বলিতেছে। (সকলের হাস্য) (মুক্তিবাবাকে) তুমি আমাকে যেমন বাজাইলে সেইরূপ কথাই পাইলে।"

মুক্তিবাবা। আমার এই প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হইল এই যে আজকাল পূর্ণ ভগবানকে অবতরণ করাইবার জন্য কেহ কেহ সাধন ভজন করিতেছেন।

মা। পূর্ণকে লাভ করিবার জন্য ত সাধন ভজন করিবেই, কারণ নিজেদের মধ্যে অপূর্ণতা বোধ আছে কিনা। আর ইহা করিতেছেই বা কে? তিনি ত নিজেই এই সাধনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নিদ্রা এবং স্মৃতি আছে কিনা

ঐ বিষয়ের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলিলাম। আমি বলিলাম, "মা, গতকল্য তুমি বলিয়াছিলে যে হৃষীকেশের পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহার শিষ্যের মারফতে তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে স্বপ্নে তুমি কি কি দেখ। তাহার উত্তরে তুমি বলিয়াছিলে, "স্বপ্ন যদি বলা হয় তবে এক অর্থে সমস্ত জগৎটাই স্বপ্ন। আবার পূর্ণ-জাগরণে স্বপ্নের স্থান কোথায়?"

মা। হাঁ, তবে কাল তোমাদিগকে বলিয়াছি যে পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্যকে কি কি বলা হইয়াছিল সব কথাগুলি এখন খেয়ালে আসিতেছে না, তবে কতকটা ঐরূপই ছিল।

আমি। দেরাদুনে আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তোমার ঘুম হয় কিনা তাহার উত্তরে তুমি বলিয়াছিলে, আমার সব হয়।" যদি ঘুম হয় তবে ত স্বপ্নও হয়।

মা। (হাসিয়া) দেরাদুনে কেন? এখন যদি ঐ প্রশ্ন কর তবে এখনও ঐ উত্তর পাইবে। তুমি কি ঘুমাও না? উহা কাহার ঘুম? তুমি কি আমা হইতে আলাদা? ঐ অর্থে বলিতে পারি যে আমার ঘুম হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী শঙ্করানন্দ। কিন্তু অমূল্যের প্রশ্ন ত উহা নয়। অমূল্য তোমার শরীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে ঐ দেহে ঘুম হয় কিনা?

মা। আমিও শরীর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে তোমাদের শরীর কি আমার শরীর নয়? আমার আঙ্গুল স্পর্শ করিলে যেমন আমাকে স্পর্শ করা হয়, আমার চুল স্পর্শ করিলে যেমন আমাকে স্পর্শ করা হয়, অথচ আমি শুধু আমার আঙ্গুলে বা চুলে নিবদ্ধ নহি। আমি বলিতে হাত, পা, মুখ, কান, নাক এমনকি রক্তের অণু পরমাণু সব কিছুই বুঝায়, সেইরূপ যাহা কিছু সবই ত তিনি। তাঁহাকে ত কোন একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। সাকার রূপেও তিনি, নিরাকার রূপেও তিনি। কাহাকে বাদ দিবে?

স্বামী শঙ্করানন্দ। আমি আমার মুখ দিয়া খাই, ইহা হইল এক প্রকার। আমার খাওয়া কি আমার ঘুম ত আর তোমার খাওয়া এবং তোমার ঘুম হইতে পারে না।

মা। আমি কি শঙ্কর বাবা নই? আমিও ত তোমার মুখ দিয়া খাই। তোমার ভিতর দিয়া ঘুমাই। ইহা কেমন? না, তোমাদের শাস্ত্রে আছে না যে চোখ নাই তবু দেখে, পা নাই তবু চলে আবার দেখ, নিদ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আছে না? তুমি নিদ্রা যাও, তুমি স্বপ্ন দেখ, আবার সুষুপ্তির সময় তোমার অহং জ্ঞান থাকে না, কিন্তু জাগিয়া বল যে আমি খুব ভাল ঘুমাইয়াছি। তোমার সুষুপ্তির সময় কে জাগিয়া উহা অনুভব করিয়াছিল? সেই আমিটি কে যে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়ই বর্তমান? সেই আমি বা আত্মার বিষয় যখন বলা হয় তখনও তিনি নিত্য জাগ্রত। তাঁহার বেলায় নিদ্রা আসিবে কোথা হইতে? অথচ সেই আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যেও বিদ্যমান। ঐ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা হয় যে ঐ আত্মা কখনও ঘুমায় না, তাহাও যেমন সত্য, আবার যদি বলা হয় যে না, ঐ আত্মারও ঘুম হয় উহাও সেইরূপ অবস্থা ভেদে সত্য। এইজন্য বলিতেছিলাম যে আমার ঘুমও হয়, আবার হয় না। তাহা ছাড়া রোগও ত আমার হয়। সেইরূপ ঘুমও হইতে পারে। তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া যেমন বলি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? ইহা বলিয়া তাহাকে কাছে বসিতে বলি, সেইরূপ রোগকেও ঐরূপ আদর করিয়া স্থান দেওয়া হয়। যদি রোগকে স্থান দেওয়া যায় তবে ঘুমকে কি স্থান দেওয়া যায় না? এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায় তবে এখন উহার সময় নাই। (বেলা তখন প্রায় ১২টা।)

আমি। আচ্ছা, আরও একটা কথা—সেদিন বিভু (ব্রহ্মচারী) সন্ধ্যাকীর্তন না করাতে তুমি যখন তাহাকে অনুযোগ দিলে তখন সে বলিয়াছিল যে তাহার উঁচু গলার সঙ্গে মেয়েদের গলা খাপ খায় না বলিয়া সে কীর্তন করে নাই। তখন তুমি বলিয়াছিলে, "অন্যে তোর সঙ্গে গাহিতে পারুক আর নাই বা পারুক তুই আপন মনে গান গাহিয়া যাবি।" এই বলিয়া ব্রজেন গাঙ্গুলী মহাশয় উক্ত ভাব সম্বলিত যে গানটি তোমাকে একদিন গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহার দুই এক পদ তুমি আবৃত্তি করিলে।

মা। (হাসিয়া) হাঁ।

আমি। তুমি এই আবৃত্তি কিভাবে করিলে? ইহা কি তোমার স্মৃতি হইতে করিলে না।

মা। (হাসিয়া) কেন? ও গান ত আছেই। আর ব্রজেন গাঙ্গুলীই বা কে? সে কি আমি নই? আর ঐ গানই বা কি? উহাও ত আমিই।

মার এই উত্তর শুনিয়া আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম যে মা আমার প্রশ্নের গূঢ় উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "এখানে কিছু মনে রাখিয়া বলা হয় না। এ শরীরে স্মৃতিটিতি একেবারে নির্মূল।" আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমার প্রশ্নের উত্তরে মা যদি বলিতেন যে হাঁ স্মৃতি হইতেই বলিয়াছি তাহা হইলেই আমি মাকে তাঁহার পূর্বোক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়া চাপিয়া ধরিতে পারিতাম; কিন্তু দেখিলাম যে মা অবলীলাক্রমে ঐ পথ এড়াইয়া গেলেন।

মুক্তিবাবা। স্মৃতি হইতে উহা বলিয়াছি বলিলে কি দোষ হইত?

মা। না, দোষ কিছুই হইত না, তবে এ আমাকে পাক্‌ড়াও করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল। সেইজন্য পাশ কাটাইয়া গেলাম। পাশ কাটিয়া যাওয়ারও ত একটা দিক আছে? তাহা ছাড়া এই যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় তাহাও অনেকটা খেয়াল বশে দেওয়া হয়। অনেক সময় বুঝিতে পারি যে, যে ভাবে কথা বলা হইল তাহা হইতে হয়ত প্রশ্নকর্তা ভুল ধারণা লইয়া গেল, কিন্তু ঐ ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার খেয়াল হয় না। একবার রায়পুরে শিশির রাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাংসারিক লোকের সুখ ভোগাদির জ্ঞান আপনার আছে কি?" উত্তরে আমি বলিলাম, "হাঁ, হাঁ, আছে।" শিশির আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমার উত্তর শুনিয়া সে হয়ত একটা ভুল ধারণা লইয়া গেল। শিশির অবশ্য প্রশ্ন করিতে পারিত, "আপনি কি করিয়া সাংসারিক লোকের সুখ ভোগ জানেন?" তাহা হইলে আজ যে ভাবে উত্তর দিলাম সেই ভাবেই উত্তর দিতাম। হয়ত বলিতাম, "তোমাদের নিকট হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কারণ তোমরাও ত আমিই।" কিন্তু সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না বলিয়া আমিও উহা বিস্তার করিয়া বলিলাম না।

আমি। এত বড় বিষম কথা! আমরা যাহা কিছু বলি সবই কি থাকিয়া যায়?

মা। হাঁ, সবই থাকিয়া যায়, কিছুরই ধ্বংস নাই।

আমি। আচ্ছা, ঐ গানটা যদি পূর্ণ ভাবে থাকিয়া থাকে তবে তুমি উহা অবকল বলিতে পার না কেন? উহা বলিতে ভুল ভ্রান্তি হয় কেন?

মা। (হাসিয়া) তাহা বুঝি জান না? ঠিক ঠিক বলিলে কি আর উপায় ছিল? তোমাদের মধ্যে থাকিয়া ঐরূপই করিতে হয়।

মায়ের এই উত্তর শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন এবং ইহা নিয়া কিছুক্ষণ হাসাহাসি চলিল। পরে মা নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন, "কাল রাত্রে ইহারা আমাকে গ্রামোফোন শুনাইতে ছিল। উহা শুনিয়া আমার খেয়াল আসিল যে, একজন গান করিয়াছে, উহাই আবার রেকর্ডে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। বিলাত হইতে তারে এবং বেতারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলা হয়, ঐ কথাই এখানে হুবহু শুনা যায়। মনে হয় যেন কেহ পাশে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। গঙ্গা হইতে ভাঁড়ে করিয়া যেমন জল আনা হয়, ঐ কথাগুলিও ত কেহ কিছুর মধ্যে পুরিয়া এখানে আনে না। ইহাতেই বুঝা যায় যে সবখানেই সব কিছু আছে।”

কিভাবে মায়ের সাধনার খেলা আরম্ভ হইল

আবার অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। মা কথায় কথায় বলিলেন, “তোমাদিগকে একটা কথা বলিতেছি ইহা পূর্বে বলা হয় নাই। যখন বাজিতপুরে এ শরীর ছিল তখন ঐখানেই রান্না ঘরের কাছেই একটা পুকুর ছিল। জলের উপর বসিয়া বাসন ইত্যাদি মাজিবার জন্য ছোট একটি কাঠের সাঁকোও ছিল। একদিন পুকুরে বসিয়া বাসন মাজিতেছি, কি স্নান করিতেছি, তখন প্রথম খেয়াল হইল যে সাধনের ঐ খেলাটা খেলিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সম্বন্ধে উত্তর দিতে হইবে। অষ্টগ্রাম থাকিতে কিন্তু খেয়ালটা হয় নাই। সেখানে কীর্তনে শরীর যেরূপ হইত তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক আলোচনা বা সাধন করার খেয়াল তখন হয় নাই। বাজিতপুরে ঐ পুকুরের কাঠের সাঁকোর উপর বসিয়াই এই খেয়ালটা প্রথম হয়। এ খেয়াল কিরূপ জান? মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে যেমন অনেক সময় দৌড় দেই, নৌকা করিয়া যেমন গঙ্গায় বেড়াইবার খেয়াল হয়, এ শরীরের সাধনের খেয়ালটা ঠিক সেইরূপ এবং একবার খেয়াল হইলে যাহা হইবার তাহা হইয়া যায়। অষ্টগ্রামেও একটি ছোট ছেলেকে হরিবল হরিবল বলিয়া নাচাইবার খেয়াল হইয়াছিল। ছেলেটি ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারিত না, কিন্তু যখন সে হরিবল হরিবল বলিয়া তন্ময় হইয়া নাচিত তখন তাহার ভাব আলাদা হইয়া যাইত। খাওয়া দাওয়া, খেলার কথা তাহার মনে থাকিত না। এ শরীরের খেয়ালের জন্যই তাহার ঐরূপ হইত। শেষে তাহার মা আপত্তি করিলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নয় বৎসর পর্য্যন্ত বিছানায় শোওয়া বা সময়মত কিছু খাওয়া সবই যেন গায়েব হইয়া গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মুক্তিবাবাকে লক্ষ্য করিয়া) আজ সকালবেলা তুমি রামকৃষ্ণদেবের গলায় ক্যানসার হওয়ার কথা বলিতেছিলে না? তুমি বলিয়াছিলে যে অতিরিক্ত কথা বলার জন্যই তাঁহার ক্যানসার হইয়াছিল। এ শরীরের কিন্তু কলিকাতায় বিড়লা মন্দিরে ঐরূপ একটা ভাব আসিয়াছিল। মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতি কত লোকই তখন আসিত এবং তাহাদের সহিত দিবারাত্র কেবল কথা বলাই হইত। গলার মধ্যে ঘা হইলে যেরূপ ব্যথা হয় তখন সেইরূপ একটা অনুভবে আসিত। পরে এ শরীরের অনবরত কথা বলার খেয়ালটা আপনি কমিয়া গেল। এ শরীরের সবই ত আপনা আপনি হইয়া যায়। তোমরা সত্যসঙ্কল্প বল না? যাহা সঙ্কল্প করা যায় তাহাই সত্যে পরিণত হয়। কিম্বা সত্য সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাও সীমাবদ্ধ। সত্য বলিতে সাধারণতঃ তোমরা সত্য কথা বলা বুঝ। এইজন্য তোমরা বল যে বাক্‌সিদ্ধ। একজন যাহা বলিতেছে যে তাহাই সত্য হইতেছে এবং যে উহা বলিতেছে সেও বুঝিতেছে যে তাহার কথা সত্য হইতেছে। এজন্য তাহার আনন্দও হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার নিকট তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে ইহা কিন্তু মনে করিও না। বাক্‌সিদ্ধ হইলেই যে তত্ত্বজ্ঞান হইবে এমন কোন কথা নাই। সিদ্ধি বলিতে কিছু লাভ করা বুঝায়। যেখানে লাভালাভ সেখানে তত্ত্বজ্ঞান কোথায়? অনেক সময় তোমরা দেখ যে এ শরীর যাহা বলে তাহা ঠিক হয় না। যেমন আমি বলিলাম "দেখ ত ঐখানে অমুক আছে নাকি?" তোমরা গিয়া দেখিলে যে যাহার কথা বলা হইয়াছিল সে ঐখানে নাই। ইহা হইতে তোমরা ধারণা করিলে যে মার কথা মিথ্যা হইয়া গেল। কিন্তু কি ভাব হইতে ঐ কথা বলা হইয়াছিল তাহা না বুঝিয়াই তোমরা ঐরূপ বল। তবে জানিও বাক্‌সিদ্ধের যে অবস্থা এ শরীরের অবস্থা ঠিক তাহা নয়।"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই খুকুনীদিদি মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলেন। বেলাও তখন ১ টা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্য্যোগময় ভবিষ্যতের আভাস

সন্ধ্যার পর আশ্রমে গিয়া মার ঘরে বসিলাম। সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ভাষা রহস্য, শব্দব্রহ্ম্য, সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। প্রধান বক্তা ছিলেন কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী। অবশ্য মা মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সত্বেও বিষয়গুলির শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা হইল না। রাত্রি ৯টার পর মা যখন চত্বরের উপর বেড়াইতেছিলেন তখন মুক্তিবাবা মাকে বলিলেন, "বর্তমান সময় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের বাস্তব দৃষ্টি লইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস করিব, না সৃষ্টি সম্বন্ধে ঋষিদের কল্পনা বিশ্বাস করিব?"

মা। বৈজ্ঞানিকেরা অসৎবস্তু লইয়া গবেষণা করে। তাঁহাদের এইসব গবেষণাই হইল সত্য। আর ঋষিরা যাঁহারা সত্যবস্তুর আলোচনা করিয়াছেন উহাই হইল কল্পনা?

মুক্তিবাবা। ঋষিরা যদি সত্যবস্তুরই আলোচনা করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে এত মতভেদ দেখা যায় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই ত এক কথা বলেন।

মা। বৈজ্ঞানিকেরা যে একমত হইবে তাহা ত স্বাভাবিক, কারণ তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী একরূপ। তাহারা সকলেই অনিত্য বস্তু লইয়া আছে। আর ঋষিরা এক সত্য বস্তুরই বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিতেছেন। যেমন কেহ হাতীর পা ধরিয়া বলিল যে হাতী একটি থামের মত, কেহ বা তাহার কান ধরিয়া বলিল হাতী একটি কুলার মত। যদিও এখানে হাতীর বর্ণনা আংশিক এবং ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাও হাতীরই বর্ণনা। সেইরূপ ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে এক সত্য বস্তুরই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা আংশিক হইলেও সত্য। বৈজ্ঞানিকদের মত উহা কল্পনা নয়।

এইসব কথা মা চত্বরের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন। এইসব আলোচনার মধ্যে মা অসংলগ্নভাবে বলিয়া উঠিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একদিকে আগুন লাগিবে। কোন দেশে লাগিবে তাহা অবশ্য এ শরীরটা বলিতেছে না। তবে আগুন লাগিবে। আর এরূপ আগুন ত লাগিয়াই থাকে।" মার এই কথাগুলি আমরা মাত্র শুনিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর পটলদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কোন দিকে আগুন লাগিবে?"

মা। (হাসিয়া) তুমি বুঝি এতক্ষণ উহাই চিন্তা করিতেছিলে?

মা কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। দিদিমা এমন সময় আমাদিগকে বলিলেন, "সেদিনও ও শুইয়া শুইয়া বলিতেছিল 'উচ্ছৃঙ্খল','উচ্ছৃঙ্খল'। আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বেঙ্গল'।"

এইসব শুনিয়া বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় দুশ্চিন্তা আসিল। কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কে বলিবে? রাত্রি ১০।টা পর্য্যন্ত চত্বরে বেড়াইয়া মা শেষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম।

অদ্বৈত স্থিতিতে জাগতিক ব্যবহার হয় কিনা

১৪ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, (ইং ৩১।৮।৫০)

আজ বেলা ১০।টার সময় যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম, তখন মা তাঁহার নিজের ঘরেই বসিয়াছিলেন। সেখানে আরও অনেক লোক দেখিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের মৈথিলানন্দ মহারাজকেও ঐখানে দেখিলাম। শুনিলাম অনেক ভাল ভাল কথা সকালবেলা হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা আমাকে বাজার ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় সেইজন্য ঐ সময়ে উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক মাকে প্রণাম করিয়া ঐখানে উপবেশন করিতে না করিতেই মা বলিলেন, "চল এখন হ লঘরে গিয়া বসা যাক্।" সেই অনুসারে আমরা সকলেই নীচে নামিয়া আসিলাম।

হলঘরে তখন পাঠ চলিতেছিল। একটু পরই পাঠ বন্ধ হইলে স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, "মৈথিল্যানন্দ মহারাজ যে প্রসঙ্গ এতক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিলেন তাহাই এখন চলুক। আর অন্য পাঠের দরকার নাই।" তাহাই হইল। মৈথিল্যানন্দ মহারাজ মাকে বলিলেন, "আপনি যখন আমাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন, যেমন কাহাকেও বলেন, "তুমি কেমন আছ?" আবার কাহাকেও বলেন "তোমার ছেলে কেমন আছে?" তখন আপনি কি অবস্থায় থাকিয়া এ ব্যবহার করেন? অদ্বৈত অবস্থায় ত এসব ব্যবহার হইতে পারে না, কারণ তখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তাহা হইলে কি আপনি অদ্বৈত অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া এইসব কথা বলেন, না অন্য কোন অবস্থায় থাকিয়া ইহা বলেন?"

মা। (হাসিয়া) আমি যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করি ইহা বলে কে?

মৈথিল্যানন্দ। কেন? আমরাই তাহা দেখিতে পাই।

মা। এই যে দেখার কথা বলিলে, দেখা কিন্তু মন দিয়া হয়। যেখানে মন সেইখানেই মানিয়া নেওয়া। কাজেই দেখার মধ্যে মন থাকে। আর কি থাকে? না, অহঙ্কার অর্থাৎ অহং এবং ক্রিয়া থাকে। ক্রিয়া থাকিলেই যে মানে, যাহা মানে এবং মানা এই তিনটি থাকে। যেখানে এই তিনটি থাকে সেখানে সত্য দর্শন কোথায়? সেইজন্য বলা হয় যে তিনকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে। গুণের মধ্যে থাকিয়া এগুলি ধরা বড় শক্ত। এক আছে যে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, ন অস্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় কিছু নাই। আবার ইহাও হইতে পারে যে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে উহা ঠাকুরেরই বিভিন্ন রূপ। যাহাকে বলা হইল "তোমার ছেলে কেমন আছে?" সেই বা কে? তাহার ছেলেই বা কে? সবই ত ঠাকুরের রূপ। আর বলাটাই বা কি? এও ত সেই-ই। কাজেই এখানেও দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই। তোমরা বলিতে পার যে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ। তোমরা দেখা, না দেখার মধ্যে আছ কিনা তাই এরূপ হইতেছে; কিন্তু যিনি ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া বলিতেছ তাঁহার কাছে কিন্তু দ্বিতীয় কিছু নাই।

এমন সময় কোন এক কাজের জন্য মাকে উপরে ডাকিলে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "তোমরা পাঁচ মিনিট বস, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া মা উপরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মৈথিল্যানন্দ মহারাজ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময় তাঁহার মিশনেও অনেক কাজ থাকে।

সকল ভাষারই এক মূল

কিছুক্ষণ পর মা আবার হলঘরে আসিলেন। এইবার প্রশ্নকর্তার অভাবে কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। আজ সকালবেলা বোধহয় সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। সেইজন্য মা বোধহয় আবার ঐ কথাই তুলিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা তখন বলিতেছিলে যে সংস্কৃত ভাষার পূর্বে আরও একটি ভাষা ছিল, কিন্তু উহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহাকেই সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে। এই সংস্কৃত ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানা দেশে আছে। তোমাদিগকে একটা কথা বলিতেছি—যদি কেহ বাঁশ দিয়া একরকম করিয়া কতকগুলি বাঁশি তৈয়ার করে, যদিও মোটের উপর ঐ সকল বাঁশি হইতে একরূপই শব্দ বাহির হয়, কিন্তু তবুও প্রত্যেক বাঁশির শব্দের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। সেইরূপ সকল ভাষার মূলে শব্দ থাকিলেও উহার প্রকাশটা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়। যেমন ওঁ এই ধ্বনিটি সমস্ত শব্দের মূলেই আছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কোন ব্যবহার হইতে পারে না। আবার যেমন বীজের অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ হয়; কিন্তু অঙ্কুর দেখিয়াই তোমরা বলিতে পার না যে উহা কোন গাছের অঙ্কুর, উহার পাতা কিরূপ, ফল কিরূপ। অবশ্য যাহার তেমন দৃষ্টি আছে সে অঙ্কুর দেখিয়াই উহার সবকিছু বলিতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই অঙ্কুরই যখন গাছ হইয়া উপরে উঠে এবং উহার ডালপালা ফুল ফল ইত্যাদি নানা ভাবে প্রকাশ হয় তখন তোমরা উহার বহুত্ব দেখিতে পাও। কিন্তু এই বহুর মূলে কিন্তু ঐ এক অঙ্কুর। সেইরূপ ভাষারও একটা অঙ্কুর অবস্থা আছে, যে অবস্থায় উহার কোন ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্তু পরে উহাই যখন ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন উহার ভাষা হিসাবে ব্যবহার হয়। বীজ সম্বন্ধে যেমন বলা হয় যে এক বীজের মধ্যে অনন্ত গাছ, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। এখানেও একের মধ্যে অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যে এক।"

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া খুকুনীদিদি মাকে উপরে নিতে আসিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ দুইদিন যাবৎ সন্ধ্যার পর আমরা মায়ের ঘরেই বসিতেছি। মৌন পর্য্যন্ত ঐখানে বসিয়া নানা গল্পগুজব হয়। এই সময় আধ্যাত্মিক আলোচনা খুব কমই হয়। আজিও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমরা ঐখানে বসিয়াছিলাম। ডাঃ গোপাল দাশ গুপ্ত মহাশয় খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। পুষ্টিকর খাদ্য কি কি এইসব কথা হইল। কোন কোন প্রদেশে কি কি খাদ্য সবচেয়ে প্রিয় এবং উহা প্রস্তুত করার প্রণালী সম্বন্ধে কথা হইল। ইহার পরই মৌনের ঘন্টা পড়িল। মা বলিলেন, "আজ খাদ্যরূপে ভগবানের প্রকাশ হইল।" (সকলের হাস্য) মৌনের পর মা আহার করিতে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আহারান্তে আমরা যে প্রসাদ পাই তাহা হইতেই বুঝিতেছি যে আজ কয়েকদিন যাবৎ রাত্রিখেলা মা দুধসাগু খাইতেছেন।

আশ্চর্য্যজনকভাবে বিগ্রহ প্রাপ্তি

আহারান্তে মা চত্বরের উপর কিছুক্ষণ বেড়াইয়া বেড়ান। আমরা তখন ঐখানে দাঁড়াইয়া থাকি। আজ বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ভদ্রমহিলার কথা মা বলিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা অশোকের মাকে দেখিয়াছ। পূর্বে আমার সহিত তাহার আলাপ ছিল না। তবে আমি যখন কলিকাতা যাইতাম সে প্রত্যেকবারই আমার সহিত দেখা করিতে আসিত এবং ভীড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইত।" এই বলিয়া কিভাবে ঐ মহিলাটি একটি নারায়ণের বিগ্রহ শ্মশানে পাইয়া ছিলেন সেকথা বলিলেন। পরে আমি ঐ মহিলাটির মুখ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম বলিয়া এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। মা বলিলেন, "অশোকের মার মূর্তিখানা আমি দেখিয়াছি। মূর্তিখানা ছোট হইলেও দেখিতে সুন্দর। নারায়ণের হাতের শঙ্খ, পদ্মগুলিও খুব সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে খোদাই করা। ভগবান্ এইরূপে কতভাবেই যে লীলা করেন।"

এই গল্প শুনিয়া দিদিমা বলিলেন, "একবার কক্সবাজারে তোমাদের মা একটি শামুক কুড়াইয়া আমাকে দেয়। শামুকটি দেখিতে অদ্ভুত। ইহার চারিদিকে ফুলের পাপড়ির মত কাজ করা এবং একটা দিক সরু এবং লম্বা। নর্মদা হইতে ভোলানাথ আমাকে একটি ছোট সাদা শিবলিঙ্গও আনিয়া দিয়াছিল। ঐ শামুক এবং শিবলিঙ্গ একত্রই রাখিতাম। একবার তারাপীঠে যখন তোমাদের মা গেল, সেইবার আমরাও গিয়াছিলাম। যাইবার সময় শিবলিঙ্গটি ঢাকা আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছিলাম। ঐখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পাইলাম যে শিবলিঙ্গটি চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইলে ভোলানাথ আমাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে ঐ লিঙ্গ পূজা করিবার জন্য চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন শিব লিঙ্গের স্থানে ঐ শামুক বসাইয়া পূজা করা হইতে লাগিল। কিছুদিন পর দেখি যে শামুকটিও পাওয়া যাইতেছে না। একদিন খুঁজিতে খুঁজিতে উহা ঘরের মাচানের উপরে পাইলাম।

মা। (হাসিয়া) ইন্দুরে উহা ঐখানে লইয়া যায় নাই ত?

দিদিমা। ঐবার বরং ইহা মনে করা যাইতে পারে যে ইন্দুরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিতেছি। মাচানের উপর হইতে ঐ শামুক আনিয়া আবার পূজা চলিল। কিছুদিন পর আবার উহা হারাইয়া গেল। সেইবার ঘর, বাড়ী, মাচান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম কিন্তু উহা আর পাওয়া গেল না। এদিকে শিবরাত্রি আসিল। শিবরাত্রির দিন ঐ শামুকটিকে পূজা করিতে পারিব না বলিয়া মনে খুব কষ্ট হইল। কিন্তু কি আর করা যায়? বিকালে পূজার ঘর লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনের সম্মুখে কতকগুলি মাটির খোয়া ধুইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি যে ঐ খোয়াগুলির একটির উপরে শামুকটি বসিয়া আছেন। দেখিয়া খুব আনন্দ হইল এবং উহাকেই সারারাত্র পূজা করা হইল। কিছুদিন পর দেখি যে শামুকটি আবার হারাইয়া গিয়াছে।

মা। অনেক দেবতা আছেন যাঁহারা এইরূপ লুকোচুরি খেলেন। যাহার নিকট হইতে যতদিন পূজা গ্রহণ করিবার ততদিন গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অন্যস্থানে চলিয়া যান।

১৫ই ভাদ্র, শুক্রবার (ইং ১।৯।৫০)

আজ ১০টার পর আশ্রমে গিয়া মাকে তাঁহার ঘরে পাইলাম। কিছুক্ষণ পর মা হল ঘরে নামিয়া আসিলেন। আগামী জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কি কি করা হইবে সেই সম্বন্ধে স্বামী পরমানন্দের সহিত আলোচনা হইল। সকালবেলা বৃষ্টিবাদল হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় অনেকে আজ আশ্রমে আসে নাই। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দিল্লী হইতে অনেক ভক্ত এখানে আসিবেন। অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হইবে। দুই একজন ভক্ত আবার এরূপ অভিমানও করিয়াছেন যে, যেহেতু মা তাঁহাদিগকে আসিতে লিখেন নাই, কাজেই তাঁহারা আসিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন চিঠিতে কি লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী বুনী উহা মার কাছে কিভাবে বর্ণনা করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে মা বলিলেন, "বুনী আমাকে যাহা বলিয়াছিল ঐ সব কথা পত্রে ঠিক ঐভাবে ছিল না। মুখে মুখে কথা আসিলে ঐরূপ বিকৃতই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক পথে যাহারা চলিতে থাকে তাহাদের ধীরে ধীরে সত্যের উপর একটা অনুরাগ ও নিষ্ঠা হয়। এই অনুরাগ ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং ইহারও কতকগুলি স্তর আছে। সাধক এমন সাবধানভাবে কথা বলে, যেন কোন ভুল না হয়। আবার মিথ্যা এড়াইবার জন্য তাহারা কথা অনেক কম বলে, কারণ বেশী কথা বলিলে কখন কিভাবে মিথ্যা বাহির হইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। যদি কথা বলিতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ ভুল বাহির হইয়া যায়, অথবা যে ভঙ্গীতে কথাটা শুনা গিয়াছিল ঠিক সেই ভঙ্গীতে উহা বলা না হয় তবে তৎক্ষণাৎ শরীরে জ্বালা উপস্থিত হয়, অথবা শরীরে হুল বা কাঁটা ফুটিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা হয় এবং এইরূপ জ্বালা যন্ত্রণার জন্য সাধক যাহার নিকট ঐরূপ ভুল বলিয়াছে তাহার কাছে গিয়া বলিতে বাধ্য হয় যে, সে যেভাবে কথাটা বলিয়াছে উহা ঠিক সেই ভাবের নয়, উহা এইরূপ হইবে।

"ভুল বা মিথ্যা বলিলে যে জ্বালা যন্ত্রণা হয় তাহার কারণ আছে। সাধনার সময় সাধকের কেবল চিন্তাধারা নয়, তাহার লোমকূপ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরের গতিই একমুখ হইয়া সত্যনিষ্ঠার দিকে চলিতে থাকে। চলতি কোন জিনিষ যদি হঠাৎ বাধা পায় তাহাতে যেমন ধাক্কা লাগে সাধকের বেলায়ও ঠিক ঐরূপ হয়। এই যে সত্যনিষ্ঠা পথে দোষত্রুটি হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় ইহারও কিন্তু সার্থকতা আছে। ঐ দোষত্রুটির জন্য যে অনুতাপ হয় তাহাই আবার সাধককে সত্যনিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইবার গতি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ঐ অনুতাপ না হইলে তাহার গতিটা হয়ত ততটা তীব্র হইত না। চলিবার পথে বাধা পাইয়া একদিকে যেমন তাহার অনুতাপ হয়, অন্যদিকে আবার সাবধান মত ঐ পথে চলার গতিও বৃদ্ধি পায়।

"যদিও সত্যনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইল, লোভ, ক্রোধ, মোহের বেলায়ও ঐরূপ হয়। সাধকের কথায় ও ব্যবহারে যদি 'আমি' 'আমার' জাতীয় মমতা বোধক কিছু প্রকাশ হয় তবে তখনও ঐরূপ জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। লোভের বেলায়ও তাহাই। কেহ হয়ত কিছু খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় খাওয়া লইয়া তাহাকে কিছু বলা হইল, সে যে উৎসাহ বা ক্ষুধা লইয়া খাইতে বসিয়াছিল উহা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং রাগের বশে সে হয়ত তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। আবার কেহ বা ঐসব কথা সহ্য করিয়া রাগটাকে কিছু দমন করিয়া খাইয়া উঠিল। কাহারও হয়ত ঐ কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল, এমন কি তাহার চক্ষু দিয়া জলও পড়িল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও সে আহার ত্যাগ করিল না। তাহার মনের ভাবটা কতকটা এইরূপ—"ভগবান, আজ তুমি দুঃখের সঙ্গেই আমাকে আহার দিলে।" কেহ হয়ত আবার রূঢ় কথাগুলি হাল্কা করিয়া নিয়া নিজের মধ্যে ক্রোধ বা দুঃখ আসিতে দিল না। আবার কাহারও অবস্থা এমনও হয় যে কোন কথাই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অপমানিত হইয়াও কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা বা কাহারও ক্ষতি করা এরূপ কোন ভাবই তাহার মনে উপস্থিত হয় না; এ সকল বিষয়ে সে যেন একেবারেই অবশ। এগুলি হইল বিভিন্ন স্তরের বা অবস্থার কথা। কাহারও কাহারও ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে কোন অবস্থা হইতে ঐরূপ ব্যবহার করিতেছে। সাধকের যতই ধৈর্য্যশক্তি বাড়িতে থাকে উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের তেজও বাড়িতে থাকে। সমস্তই তেজের খেলা কি না। তেজ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে আবার তামসিক হইতে পারে। তামসিক তেজে বিচার বুদ্ধি নাই। ক্রোধ হওয়া মাত্র তাহার প্রকাশ হইয়া যায়। এখানে লোকে তেজের অধীন। রাজসিক তেজে বিচার বুদ্ধি আছে, ঐ অবস্থায় যাহা করা হয় তাহা বিচারপূর্বক করা হয়। আর সাত্ত্বিক তেজ"—

এই বলিয়া মা চুপ করিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ যখন সাত্ত্বিক তেজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন মা হাসিয়া বলিলেন, "এইখানেই দেখিতেছি যে ঐ সম্বন্ধে আর কথা আসিতেছে না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, "যে সব কথা বলিলাম ইহার কিছু কিছু তোমাদের অনুভূতিতেও আছে। অবশের মত যে অবস্থার কথা বলিলাম উহা অবশ্য খুব উঁচু অবস্থা। বিচার করিয়া সত্য কথা বলা, বিচার করিয়া ক্রোধ বা লোভ না করা, বা মিথ্যা কথা না বলা, ইহা হইল অন্য জাতীয়। শত কারণ থাকিলেও কাহাকেও কষ্ট দেওয়া বা কাহারও উপর ক্রোধ করা তাহার যেন স্বভাবতঃই হয় না। এ অবস্থায় কিছুই যেন সাধককে স্পর্শ করে না। ইহা অতি উঁচু অবস্থা। সত্ত্বগুণের তেজ ক্ষমা, দীনতা এই সব ভাবেই প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়। তখন সত্ত্বগুণের তেজের কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ কথা বন্ধ হইয়া গেল। উহা যে ভাবে প্রকাশ হইতেছিল সে ভাবে না হইয়া এই ভাবে হইয়া গেল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। পরে আবার নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন, "অনেকেই প্রশ্ন করে যে আমি এ সব কথা মানি কিভাবে? যেমন যাহার ছেলে হয় নাই সে কি করিয়া বুঝিবে যে ছেলের প্রতি মায়ের কিরূপ টান। যে সব বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই সে তাহা বলে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলা হইতেছে এ শরীর যে তাহারই। তাহা ছাড়া এ শরীরের মুখ হইতে মন্ত্র ও ত বাহির হইয়াছে, শাস্ত্রের কথাও ত বাহির হইয়াছে, উহাও ত এ শরীরকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আমি ত সর্বদাই বলি যে তোমরা আমাকে যেমন আঘাত করিবে সেইরূপই ধ্বনি পাইবে। এইরূপ প্রশ্ন কেহ কেহ করে বলিয়া এ কথা বলিলাম।"

শ্মশানে নারায়ণ বিগ্রহ প্রাপ্তি

১৬ই ভাদ্র, শনিবার (ইং ২।৯।৫০)

আজ আশ্রমে যাইতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। মা হল ঘরেই ছিলেন, দেবশঙ্কর বাবু প্রভৃতি অনেকেই আজ আসিয়াছেন। আমি মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "নারায়ণ আসিয়াছেন, দেখিতে পার।" এই নারায়ণ বিগ্রহ পাওয়ার একটি ছোট গল্প আছে। যে মহিলাটি ঐ বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, গতকল্য তিনি ঐ গল্প বলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া গত পরশু শ্রীশ্রীমায়ের মুখেও ঐ গল্প শুনিয়াছিলাম। মহিলাটি এক ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবার ভুক্ত। গতকল্য তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন আমার স্বামীর মৃত্যু হয় তখন আমি আপ্রাণ মাকে ডাকিয়া বলিতেছিলাম, "মা, আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দেও, আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দেও।' তখন পর্য্যন্ত কিন্তু আমি মাকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখি নাই। অবশ্য মায়ের একখানা ছবি আমার কাছে ছিল এবং মার সম্বন্ধে পুস্তকে কিছু পড়িয়া ছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পর যখন আমার স্বামীকে শ্মশানে লইয়া গেল তখন সঙ্গে গেল আমার স্বামীর ভগ্নীপতি। ভগ্নীপতি হইলেও আমার স্বামীর সহিত তাহার ভাব ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। শ্মশানে গিয়া ঐ ভগ্নীপতি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন কে যেন ঐখানে আমার স্বামীর মস্তক কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তিনি যখন শব দেহের কাছে গেলেন তখন কিন্তু আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। যখন আবার দূরে সরিয়া আসিলেন তখনও ঐরূপ দেখিতে লাগিলেন। এমনকি স্বামীকে যখন চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল তখনও তাহার মনে হইল যেন স্বামীর মস্তকটি একটু উঁচু হইয়া আছে। কাহারও কোলে মাথা রাখিয়া শুইলে যেরূপ হয় ইহাও সেইরূপ। যাহা হউক শবদাহ শেষ হইলে ভগ্নীপতি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে স্থানে আমার স্বামীর মস্তক ছিল, ঠিক সেই স্থানে এই নারায়ণ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি ঝক্ঝক্ করিতেছিল। আগুন কিংবা অন্য কিছু যে এই মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছে তাহা মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল না।”

মহিলাটি গল্প শেষ করিলে মা বলিলেন, “এ এমন আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিয়াছিল যাহার জন্য ভগবান ঐ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গাছ, পাথর যাহা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া যদি একমনে ভগবানকে ডাকা যায় তবে তিনি প্রকাশ হইতে বাধ্য হন।”

মহিলাটির নিকট হইতে আমি মূর্ত্তিখানি হাত পাতিয়া নিলাম। ইহা তামার পাত্রের উপর খোদাই করা চতুর্ভূজ মূর্ত্তি। আজকাল নারায়ণের মূর্ত্তি সচরাচর যেরূপ দেখা যায় ইহা সেরূপ নয়। দেখিতে কতকটা নটরাজ শিবের মূর্ত্তির মত। হস্তের শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মগুলি অতি নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আমি মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ফিরাইয়া দিলাম। এমন সময় খুকুনীদিদি আসিলে মা তাহাকেও এ মূর্ত্তি দেখিতে বলিলেন।

পুনর্জন্ম এবং পূর্ব জন্মের স্মৃতি

ইহার পর দেবশঙ্কর বাবু মাকে প্রশ্ন করিলেন, “এই যে পূর্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম আছে বলিয়া বলা হয় ইহার প্রমাণ কি? যদি পূর্বজন্ম থাকে তবে উহা আমাদের স্মরণে আসে না কেন?”

মা। তোমরা এই দেহেই প্রতি মুহূর্তে জন্মিতেছ এবং মরিতেছ।

দেবশঙ্কর বাবু। আমি উহা মানি না।

মা। তোমার শিশু অবস্থা কি মরিয়া যায় নাই?

দেবশঙ্কর বাবু। হাঁ, ছোটবেলার দেহ নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি ত এই দেহে আছি।

মা। মৃত্যুর বেলায় ত তা'ই। মৃত্যুতে দেহই নষ্ট হয় আমি ত থাকিয়াই যায়।

দেবশঙ্করবাবু। বেশ, তাহা যেন বুঝিলাম; ছোট বেলার কথা ত আমার কিছু কিছু মনে আছে, কিন্তু পূর্ব জন্মের স্মৃতি আমার একেবারেই নাই কেন?

মা। আচ্ছা, ছোটবেলার সকল কথাই কি তোমার মনে আছে?

দেবশঙ্করবাবু। না, সকল কথা নাই, তবে কিছু কিছু আছে।

মা। এই জন্ম সম্বন্ধেই যদি এরূপ ভুল হয় তবে পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে যে ভুল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমরা ভুলের মধ্যে আছ কিনা তাই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া দুই এক জনের পূর্ব জন্মের স্মৃতি কিছু দিন থাকিতে দেখা যায়। একবার শুনিয়াছিলাম, অবশ্য ইহা শুনা কথা, একটি পাঁচ বৎসরের বালককে এক বাড়ীতে বেড়াইতে নিয়া গেলে সে ঐ বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে কাহাকেও তাহার ছেলে, কাহাকেও তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল এবং বাড়ীর দুই একটি কোঠা দেখাইয়া বলিতে লাগিল যে সে ঐ সব ঘরে থাকিত। কিছুকাল পূর্বে ঐ বাড়ীর কর্তার মৃত্যু হইয়াছিল, বালকটি ঐ বাড়ীর কর্তা বলিয়াই নিজের পরিচয় দিতে লাগিল। ঐ বাড়ীর লোকেরা জানিত যে তাহাদের কিছু গুপ্তধন ছিল, কিন্তু উহা কোথায় রাখা হইয়াছে তাহা তাহাদের জানা ছিল না। তাহারা ঐ বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি যদি এই বাড়ীর কর্তাই হইয়া থাক, তবে বল ত গুপ্তধন কোথায় রাখিয়াছ?” বালক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন একটি জায়গা দেখাইয়া দিল। তাহারা ঐখান হইতে তাহাদের গুপ্তধন উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল।

এ শরীর যখন প্রথমবার দিল্লীতে যায় তখন দিল্লীতে গিয়া হনুমান মন্দিরে বসিয়া আছি। কোথায় খাওয়া দাওয়া হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ মন্দিরে বিগ্রহ দেখিতে আসিল। সে বিগ্রহ দেখিয়া এ শরীরের কাছে আসিয়া বসিল এবং নিজ হইতেই প্রস্তাব করিল যে সে এ শরীরের খাবার আনিয়া দিবে। তাহাই হইল। সে বাড়ী হইতে রান্না করিয়া ছেলে সহ মন্দিরে আসিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। পরে ছেলেকে বাড়ীতে পাঠাইয়া সে আমাকে বলিল, "মা, এই ছেলের বড় আর একটি ছেলে আমার ছিল, সে মারা গিয়াছে। সে অতি পবিত্র ও শুদ্ধ ছিল এবং মরিবার সময় চৈতন্যদেবের ছবি ও নারায়ণের ছবি বুকে করিয়া মরিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী তাহার পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া বাপের বাড়ী যায়। তখন এই ছেলে তাহার মায়ের গর্ভে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে এই ছেলের জন্ম হয়। ইহার বয়স যখন তিন বৎসর তখন আবার আমার স্ত্রী ইহাকে লইয়া বাপের বাড়ী যায়। ইহার জন্মের পর এই প্রথম বাপের বাড়ী যাওয়া। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বালক ঐ বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর কি কি পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা বলিতে লাগিল। কোথায় কি ছিল এবং তাহা এখন নাই কেন এই সব প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া ছোটবেলা ইহাকে যখন পড়ার জন্য শাসন করিতাম তখনও সে আমাদিগকে ইহা বলিয়া ভয় দেখাইত যে তাহার বড় ভাই যেমন চলিয়া গিয়াছে সেও সেইভাবে চলিয়া যাইবে, অবশ্য এখন আর তাহার পূর্ব জন্মের স্মৃতি কিছুই নাই।" তাই দেখা যায় যে কাহারও কাহারও পূর্ব জন্মের স্মৃতি থাকে।

দেবশঙ্করবাবু। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম যে সকলের পূর্ব জন্মের স্মৃতি থকে না; কিন্তু পূর্ব জন্মের সংস্কার যে থাকে তাহা বুঝিব কেমন করিয়া?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। তাহাও লোকের স্বভাব হইতে বুঝা যায়। কতকগুলি সংস্কার এ জন্মের কর্ম দ্বারা সৃষ্ট হয় আবার কতকগুলি সংস্কার লোকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। যেমন দেখা যায় যে কেহ ছোটবেলা হইতেই বৈরাগ্যবান অথবা কোন কোন বিষয়ে অত্যধিক উৎসাহী। কথা হইল কি, লোকে যে যে কর্ম করে তাহার একটা ছাপ তাহাদের মধ্যে থাকিয়া যায়। তোমরা চিঠিতে সিল মার না? সিলগুলি দেখিয়া বহু দিন পরেও যেমন ঐ চিঠির সন তারিখ বলা যায়, সেইরূপ লোকের মধ্যে যে সকল কর্মের ছাপ আছে, যিনি দেখিতে জানেন, তিনি উহা দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন। যদি তেমন শক্তি থাকে তবে বহু জন্মের ছাপের পরিচয়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা অনেক সময় বল না যে, ইনি তিন জন্মের কথা বলিতে পারেন, ইনি পাঁচ জন্মের কথা বলিতে পারেন। আবার ইহাও লক্ষ্য করিও কেহ যদি তাঁহার পাঁচ হাজার কি দশ হাজার জন্মের কথাও বলেন, তাহা হইলেও তিনি সংখ্যার মধ্যেই রহিয়া গেলেন। তিনি যে নিজে অসংখ্য, অনন্ত তাহা ত আর তিনি জানিতে পারিলেন না। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখি তাহাই অসংখ্য এবং অনন্ত। সেইজন্য নিজকে সকলের মধ্যে দেখা এবং সকলকে নিজের মধ্যে দেখাই হইল আসল জ্ঞান। একের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে একের জ্ঞানই হইল প্রকৃত জ্ঞান।

দ্বৈত ও অদ্বৈত সাধনা

দেবশঙ্করবাবু। মা, আপনাকে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যিনি অদ্বৈত পথে সাধন করিতেছেন তাঁহার পক্ষে বিভূতি লাভ কি সম্ভব?

মা। বিভূ অর্থ কি?

দেবশঙ্করবাবু। বিভূ অর্থ সর্বব্যাপক।

মা। যিনি অদ্বৈতে স্থিত বিভূতি তাঁহার লক্ষ্য নয়। তিনি দেখেন বিভু যে তিনিই। (হাসিয়া) বিভূতির সঙ্গে তিনি একটা 'নি' যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেন, অর্থাৎ তিনি দেখেন যে বিভূ তিনি।

দেবশঙ্করবাবু। যিনি অদ্বৈতে স্থিত তাঁহার কথা বলিতেছি না। যিনি অদ্বৈত পথের সাধক তাঁহার কথা বলিতেছি।

মা। ও সাধকের কথা! দেখ, যাহারা অদ্বৈত বা নিরাকার সাধনা করে তাহারা বিচার মনন ইত্যাদি করিতে করিতে এমন একটা অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে যখন তাহাদের দৃষ্টিতে আর বহু থাকে না। যেমন আলাদা আলাদা জিনিষ জ্বালাইয়া এক করিলে উহার বহুত্ব লোপ হইয়া এক হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। এই অবস্থাকে কেহ কেহ অদ্বৈত অবস্থা বলে এবং কোন কোন সাধক এইখানেই স্থিত হইয়া যায়। এখানে বহুত্ব গিয়া একত্বে স্থিতি লাভ করা, কিন্তু ইহাও একটা অবস্থা মাত্র। আবার জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সমস্তই তাঁহার রূপ, ইহাও কিন্তু অদ্বৈত অবস্থা, যেমন অপ্রাকৃত লীলার কথা বলা হয়। এখানে বহু থাকিয়াও না থাকার মত। অজ্ঞান অবস্থায় যে বহু দেখা যায়, ইহা সেরূপ নয়। ইহা অপ্রাকৃত কিনা, তাই প্রাকৃত অবস্থার পর পর জ্ঞান এখানে নাই, এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে যিনি প্রভু আবার তিনিই দাস, প্রভু ও নিত্য, দাস ও নিত্য, এক অদ্বৈত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও এই সব ভাব বা লীলা হইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে তিনি এই অপ্রাকৃত লীলার মধ্যেও নাই। লীলার যে একের মধ্যে বহুত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে একত্ব উহা ছাড়িয়াও তিনি এক পরম অদ্বৈত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। যদিও অদ্বৈত পথের সাধনার কথা এইভাবে সংক্ষেপে বলা হইল, কিন্তু ইহারও অনন্ত দিক আছে। প্রত্যেক দিকেরই আলাদা আলাদা অনুভূতি। যাহা অনন্ত তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?

আবার দ্বৈত পথের সাধনার কথা যাহা বলিলে, সাকার সাধনা, তাহা মনে কর কেহ একটি ছোট বিগ্রহ লইয়া সেবা পূজা আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম হয়ত বিগ্রহের সেবা পূজা করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে তাহার উপাস্যের মত আর কোন বিগ্রহ নাই, তাহার বিষ্ণুর মত, কি তাহার শিবের মত আর কেহ নাই। ইহা হইল এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠার ভাব। এ ভাব আসাও দরকার। এক নিষ্ঠাই সাধন পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়। পরে যতই তাহার শুদ্ধ ভক্তি বাড়িতে থাকিবে ততই তাহার মনে হইবে যে তাহার ঠাকুর কি এতই ছোট যে তিমি মাত্র ঐ মূর্ত্তিতেই নিবদ্ধ? তখন সে ভগবানের অন্যান্য বিগ্রহকেও তাহার ঠাকুরের রূপ বলিয়াই মনে করিবে। এইভাবে তাহার জ্ঞানের সীমা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। তারপর গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যাহা কিছু সে দেখিবে সবই যেন তাহার ঠাকুরের সেবক বলিয়া তাহার মনে হইবে।

এই বলিয়া মা নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মা বলিলেন, "আজ সেবক রূপেই শেষ করা যাক।" বেলা তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে।

১৭ই ভাদ্র, রবিবার (ইং ৩।৯।৫০)

আজ সকালবেলা আমার বড় মেয়ে জয়ন্তী এবং জামাতা শ্রীমান্ রাখাল ছেলেমেয়েসহ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছে। গতরাত্রি ১টার সময় সে কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এতরাত্রে বাসায় আসিলে আমাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া তাহারা সারারাত্রি ষ্টেশনে কাটাইয়া সকালবেলা বাসায় আসিয়াছে। বেলা ১০টার সময় শ্রীমান্ রাখালকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে গেলাম। মা তখনই নিজ ঘর হইতে বাহির হইয়া হল ঘরে যাইতেছিলেন। রাখালকে দেখিয়া বলিলেন, "আসিতে পারিলে?" সারারাত সে ষ্টেশনে কাটাইয়াছে শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ দিলেন। মা বলিলেন, "কাল রাত দুইটার সময় আশ্রমেও ত লোকজন আসিয়াছে। তুমি মিছামিছি ষ্টেশনে পড়িয়া রহিলে কেন?"

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ঘরে গিয়া বসিলাম। দিল্লীর শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুক্ষণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিলেন। পরে এক ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করিলেন, "আমি জানিতে চাই যে মৃত্যুতে কাহারও দেহ শেষ হইয়া গেলে, সে মৃত্যুর পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিভাবে থাকে?"

মা। দেহ বলিতেছ ত? দেহ কি? না, 'দেও' 'দেও' অর্থাৎ কামনা বাসনা। যতদিন দেও দেও ভাব থাকে ততদিন দেহ ধারণ করিয়া ঐ সব ভোগ করিতে হয়। মৃত্যু হইলেই ত দেহের অবসান হয় না। উহা কেবল কাপড় বদলান মাত্র। এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ গ্রহণ করা মাত্র। যখন 'দেও' 'দেও' ভাব থাকে না, যখন কামনা বাসনা নষ্ট হয় তখনই লোকে স্বরূপে স্থিত হয়। সেইজন্যই ত বলি যে, সর্বদা ভগবানে মন লাগাইয়া রাখিলে তিনিই একদিন কামনা বাসনা জ্বালাইয়া বা গলাইয়া স্বরূপে স্থিত করাইয়া দেন।

পূর্ণত্বের অবস্থা

ইহার পর অন্যান্য ভদ্রলোকও কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন, মা তাহার উত্তর দিয়া নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন, "কাল অদ্বৈত স্থিতির কথা বলা হইতেছিল না? অদ্বৈত সাধনায় লোকে নেতি নেতি করিয়া আরম্ভ করে। ইহা তিনি না, ইহা তিনি না বলিয়া জগতের সমস্ত বস্তুকে একদিকে সরাইয়া দিতে দিতে যখন তাঁহার প্রকাশ হয় তখন জগতের নানাত্ব বা বহুত্ব পুড়িয়া গিয়া এক সত্তারই প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু থাকে না। এইজন্য বলা হয় যে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আবার সাধনায় যেখান হইতে আরম্ভ করা, সেইখানেই ফিরিয়া আসা আছে। তাহা কেমন? না, অজ্ঞান অবস্থায় যেগুলিকে নেতি নেতি বলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদেরই আবার চিন্ময় দেহে প্রকাশ হওয়া। চিন্ময় দেহ কি? না, চৈতন্যময় দেহ, অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই তাঁহার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান হওয়া। এখানে যে বহুত্ব দেখা যায় উহা বহুত্ব নয়, একত্বই। জাগতিকভাবে যেরূপ জগতের সমস্ত জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় ইহা তাহা নয়, এগুলি অপ্রাকৃত কি না, তাই এখানে পর পর, আলাদা আলাদা ভাব নাই এবং সমস্তই চৈতন্যময় বলিয়া ইহাদিগকে জাগতিক দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই নহে। এখানে একের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে একত্বও উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই যেমন নিজের মধ্যে দেখা যায়। আবার নিজেকেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে দেখা যায়। কাজেই এ অবস্থায় কিছু বাদ দিবার নাই, দ্বৈত বল, অদ্বৈত বল, লীলা বল সব কিছু এখানে পাওয়া যায়। ইহাই পূর্ণত্ব। এ অবস্থায় কিছু আছে বলিলে আছে, নাই বলিলে নাই, আবার এখানে 'আছে' নাই এর কোন প্রশ্নই নাই। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে, যা আছে তা'ই আছে, অথবা যা' তা'।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

জন্মাষ্টমী

১৮ই ভাদ্র, সোমবার (ইং ৪।৯।৫০)

আজ জন্মাষ্টমী। আশ্রমে আজ অহোরাত্র কীর্ত্তন হইবে। বেলা ১০টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন হলঘরে ঝম্ ঝম্ কীর্তন চলিতেছে। মা ভক্তগণের সঙ্গে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঐ কীর্তন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। বিকাল বেলাও ঐরূপ কীর্তন হইতেছিল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত মা ঐ কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। মৌনের সময় মা চত্বরের উপর বসিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টায় মৌন শেষ হইলে মা আবার হলঘরে গেলেন, তখন ঐখানে মেয়েরা নামরক্ষা করিতেছিলেন। ঐখানে মা কিছুক্ষণ থাকিয়া কন্যাপীঠের তেতলায় গেলেন। শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রি ১২টার সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ঐ সময় শ্রীশ্রীমায়ের পূজার সময় ধার্য্য হইয়াছে, এদিকে চণ্ডীমণ্ডপে কাগজের ঘর বাড়ী পুতুল ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন লীলা দেখান হইয়াছে। ভক্তগণ ঐখানে বসিয়াও কীর্তন করিতেছেন, আমরা চত্বরের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলাম, এমন সময় পটল দাদা আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা একে একে উপরে গিয়া মাকে দেখিয়া আসুন," ইহা শুনিয়া সুধীর সরকার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বড় জামাতা শ্রীমান্ রাখাল ও আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যাপীঠের তেতলায় চলিয়া গেলাম। আমাদের দেখাদেখি আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে আসিল। উপরে গিয়া দেখি মাকে মনোহর সাজে সাজান হইয়াছে। মস্তকে সোনার মুকুট, সর্বাঙ্গে সোনার গহনা। বড় একটি রূপার সিংহাসনে মাকে বসান হইয়াছে। মায়ের মস্তকের উপর রূপার ছত্র শোভা পাইতেছে। মায়ের মুখমণ্ডল হইতে দিব্য জ্যোতিঃ যেন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গঙ্গাদিদি দাঁড়াইয়া মাকে আহার করাইতেছেন, খুকুনী দিদিও একটি পাত্র হাতে করিয়া মায়ের পাদদেশে বসিয়া আছেন। আমি কিছুক্ষণ ইহা দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। কারণ দর্শনার্থীর ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছিল। যাহা হউক আধা ঘন্টা পর সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। আমরা রাত্রি প্রায় ১১।০টার সময় প্রসাদ পাইয়া বাসায় ফিরিলাম।

নন্দোৎসব

১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ৫।৯।৫০)

বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখন হলঘরে কীর্তন চলিতেছে। শ্রীমান্ কানু দধিভাণ্ড কাঁধে লইয়া কীর্তন করিতেছে, ঐখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের মস্তকে এবং মুখে দধির চিহ্ন, হলঘরের মেঝেও দধির ছড়াছড়ি দেখিলাম। শ্রীমান্ অভয় কীর্তন করিতেছে। মা-ও মাঝে মাঝে গান ধরাইয়া দিতেছেন। এইভাবে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত চলিল, কীর্তন শেষ হইলে কীর্তন আসরের দধি কর্দ্দমের মধ্যে মা এক গড়াগড়ি দিয়া উঠিলেন। উঠিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

অযাচিত ভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীশ্রীমাকে গতকল্য যখন কৃষ্ণবেশে সাজান হইয়াছিল তখন আমার জামাতা শ্রীমান্ রাখাল উহা দেখিতে আমার সহিত কন্যাপীঠের তেতলায় গমন করে। লোকের ভিড় দেখিয়া দর্শনান্তে আমি নীচে নামিয়া আসি, কিন্তু সে ঐখানে থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। পরে শ্রীযুক্ত সুধীর সরকারের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়া মার মধ্যে দশভূজা দুর্গামূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

আজ সকালবেলায়ও মা যখন হলঘরে বসিয়া নন্দোৎসব দেখিতেছিলেন সেই সময় রাখাল মাকে কালীমূর্ত্তিতে দেখিতে পায়। এই সব দর্শনগুলি শ্রীশ্রীমায়ের সাজসজ্জা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। ইহা দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহার মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে এই দর্শনগুলি কি দৃষ্টিভ্রম, না ইহার কোন বাস্তব সত্তা আছে? এই দর্শনের কথা সে খুকুনীদিদিকেও বলে। দিদি ইহা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে রাখাল এই দর্শন সম্বন্ধে মায়ের সহিত আলোচনা করিতে পারে সেই সুযোগ করিয়া দিবেন বলিয়া দিদি তাহাকে আশ্বাস দেন।

কিন্তু দিদি মাকে কিছু বলিবার পূর্বেই মা হলঘর হইতে উপরে আসিয়াই রাখালকে ডাকাইয়া এক ঘরে লইয়া গেলেন। রাখাল তাঁহাকে গতকল্য এবং আজিকার দর্শনের কথা বলিতে গেলে মা এমন ভাব দেখাইলেন যাহা হইতে রাখাল বুঝিতে পারিল যে শ্রীশ্রীমা উহা জানেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে তাহার দর্শনের সমস্ত কথা মাকে বলিল। উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এরূপ ত হইয়াই থাকে।" এই বলিয়া মা তাঁহার নিজের গলার মালা রাখালকে পরাইয়া দিলেন এবং নিজ অঙ্গুলী হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাখালকে দিলেন। এই সময় খুকুনীদিদি হঠাৎ ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ঐখানে তাঁহার আসিবার কোন কথা ছিল না, দিদি মাকে অঙ্গুরীয় দিতে দেখিয়া উহার গূঢ় উদ্দেশ্য রাখালকে বুঝাইয়া দিলেন। এই সময় মা-ও রাখালকে বলিলেন, "তোমার যাহা কিছু পাইবার তাহা তুমি ইহা হইতেই পাইবে।"

বিকালবেলা শ্রীশ্রীমা আবার রাখাল এবং জয়ন্তীকে তাঁহার ঘরে ডাকাইয়া নিয়া ঐসব দর্শন সম্বন্ধে আলাপ করিলেন এবং রাখালকে একখানা গরদের কাপড় এবং জয়ন্তীকে একটি সোনার অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। রাখালের দর্শনের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল—প্রথমতঃ দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিলে যেরূপ আনন্দ উপলব্ধি হইবার কথা তাহা না হওয়া, দ্বিতীয়তঃ এই সব দর্শনের সময় ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে গেলেই দৃশ্যের অন্তর্দ্ধান হওয়া এবং তৃতীয়তঃ দর্শনান্তে শারীরিক দুর্বলতা বোধ হওয়া। এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার আলোচনা হইয়াছে। মা আমাকে বলিয়াছেন, "সেই সব দর্শনই ভাল যাহার জন্য সাময়িক ভাবে হইলেও মনটা ভগবানের দিকে যায়। দর্শনের জন্য যে আনন্দ হয় উহাও একরূপ জাগতিক ভোগ এবং অনেক সময় উহা ঐ ভাবেই শেষ হইয়া যায়। যে সব দর্শনে আনন্দের উপলব্ধি তেমন প্রবল থাকে না তাহাই ভাল, কারণ উহাতে আসক্ত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা কম। আর প্রত্যহ একরূপ দর্শন না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শন হওয়া ভাল, কারণ তাহা হইলে বূঝা যায় যে সাধক চলার পথে আছে। প্রত্যহ একরূপ দর্শন হইলে ত বুঝিতে হইবে যে সাধক এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে। দর্শনের জন্য দুর্বলতা বোধ এবং ভাল করিয়া দেখিতে গেলেই যে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যায় তাহাও খুব স্বাভাবিক। কারণ যে অবস্থায় ঐ সব দর্শন হয় উহা স্বপ্ন না হইলেও জাগতিক অবস্থা হইতে ভিন্ন। এই সব দর্শনও ইচ্ছানুসারে হয় না। এইজন্য দর্শনের মুর্ত্তিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে গেলেই উহা মিশিয়া যায়, কারণ ভাল করিয়া দেখাই হইল জাগতিকভাবে দেখা। দর্শন শেষ হইলে যে দুর্বলতা বোধহয় তাহার কারণ এই যে দর্শনের সময় মন যে অবস্থায় চলিয়া যায় উহা হইতে ফিরিয়া জাগতিকভাবে আসিতে যে পরিশ্রম হয় উহা দেহে ক্লান্তিরূপে প্রকাশ পায়। আবার মজাও দেখ, যে, কি অবস্থায় দর্শনাদি পাইয়াছে তাহা কিন্তু সে জানে না অথচ জাগতিক ভাবে নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বলতা বোধ হইতেছে। কাজেই এখানে দর্শন হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই।"

আজ রাত্রিতে রাখাল তাহার কর্মস্থল লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া গেল, তাহারা আশ্রমেই প্রসাদ পাইয়া গেল। খুকুনীদিদিও যত্ন করিয়া ইহাদিগকে সকলের আগে খাওয়াইয়া দিলেন। বৈষ্ণব মতে আজ জন্মাষ্টমী, কাজেই আজও আশ্রমে উৎসব চলিতেছে। আজ গঙ্গাদিদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমরা রাত্রি ১।।টার সময় প্রসাদ পাইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

২০শে ভাদ্র, বুধবার (ইং ৬।৯।৫০)

আজ ১০।।টায় আশ্রমে পৌঁছিয়া মাকে হলঘরে দেখিতে পাইলাম। চারুবাবু ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ চলিল। ইহার পর কিছুক্ষণ কীর্তন চলিল। ভাবিলাম কীর্তন শেষ হইলেই শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ শুনা যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শ্রীমান্ ননী কীর্তন শেষ করিবা মাত্র মা নিজেই আবার গান ধরিলেন—

"আমার নিতাই ডাকে আয় আয়, আমার গৌর ডাকে আয়।" প্রথমতঃ কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কীর্তন চলিল, পরে মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভক্তগণ সহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দিল। কিছুক্ষণ খুব কীর্তন হইল। কীর্তন শেষে মা সকলকে মিষ্টি বিতরণ করিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রিতেও জন্মাষ্টমী উৎসব হইয়াছে, তাই আজ নন্দোৎসব করিবার খেয়াল হইল।" দিল্লীর ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এদের কীর্তনের দিকটা খুলিয়া গিয়াছে। এ শরীরের অসুখের জন্য কীর্তন করিতে করিতে ইহাদের এ দিকটা খুলিয়াছে। এ শরীর দিয়া যদি এইভাবে ইহাদের সেবা হয় তাহাই বা মন্দ কি? ইহা শুনিয়া সুধীর মহাশয় বলিলেন, "মা, আমরা জন্মে জন্মে নরকভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার যে কোন অসুখ হয় তাহা আমরা চাই না। ইহার পর মা হলঘর হইতে উপরে চলিয়া গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ

সন্ধ্যার পর আশ্রমে গিয়া দেখি যে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। রাজঘাট স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়া মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) ও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন। ইহাদের স্কুলেই মাকে কিছুদিন পূর্বে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মা ছেলেমেয়েদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক একটি করিয়া রসগোল্লা খাওয়াইয়া দিয়া পরে আশ্রমে উপস্থিত সকলকেই রসগোল্লা খাওয়াইয়া দিলেন। শেষে নিজ হাতে শূন্য হাঁড়িটি গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর একটি ছোট্ট বাটির মধ্যে চন্দন লইয়া সকলের কপালে ফোঁটা দিয়া দিতে লাগিলেন। অতুল ব্রহ্মচারী ধুনুচি লইয়া সকলকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কি উদ্দেশ্যে যে এই সব করা হইতেছে তাহা কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু নির্বিচারে সকলকে স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিতে দেখিয়া মনে হইল যে মা এইভাবে তাঁহার পতিতোদ্ধারিণী নাম সার্থক করিতেছেন।

প্রসাদ ইত্যাদি বিতরণ শেষ হইলে মা ঐ সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসিয়া বসিলেন। তাহারা কিছুক্ষণ সমস্বরে গান ও স্তব পাঠ করিয়া মাকে শুনাইল। মিস্ ব্ল্যাঙ্কার অনুরোধে মা ঐ সব ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজেও একটি গান করিলেন—"ব্রহ্মময়ী মা আমার ব্রহ্ম গোপাল", সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ে সকলেই গাহিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিলে মৌনের ঘন্টা পড়িল। তৎপর রাজঘাট স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদিগকে মা মালা পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া ছেলেমেয়ে সহ বিদায় হইয়া গেলেন। মাকে আহার করাইবার জন্য ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল।

আজ দিল্লীর ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ চলিয়া গেলেন। তিনটি সাহেব আসিয়াছেন। তাঁহারা গোপনে মার সহিত আলাপ করিলেন। ডাঃ ব্যাস দোভাষীর কাজ করিলেন। এইভাবে রাত্রি ১০।।টা বাজিয়া গেল। সাহেবরা বিদায় হইয়া গেলে মা চত্বরের উপরে আসিয়া বসিলেন; কিন্তু একটু পরেই বলিলেন, "আজ সকলেই ক্লান্ত, সকাল সকাল শোওয়া যাক্।" এই বলিয়া মা উঠিয়া ভিতরে গেলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি ১১।।টা।

গঙ্গা পূজা

২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার (ইং ৭।৯।৫০)

আজও নিত্যকার মত মা হলঘরে বসিয়া পাঠ ইত্যাদি শুনিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি মহিলা মাকে ভোগ দিবার জন্য কিছু মিষ্টি আনিলে মা তাঁহার হাত হইতে বাটিটি কাড়িয়া নিয়া মিষ্টিগুলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার মিষ্টি রোজই আমরা খাই, আজ গঙ্গাকে খাইতে দিলাম।" ইহাতে মহিলাটি যে সন্তুষ্ট হইলেন তাহা মনে হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ হলঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ রোজই আমাকে কিছু তৈয়ার করিয়া আনিয়া খাইতে দেয় এবং নিজেও খায়। ইহার মাথাটা বেশ খারাপ হইয়াছে। শুচি অশুচি বিচার নাই। যে হাতে নিজে খাইতেছে ঐ এঁটো হাতে আবার খাবার তৈয়ার করিয়া আনিয়া আমাকে দিতেছে। গতকাল ইহার দেওয়া মিষ্টি আমি খুব খাইয়াছি অর্থাৎ পুরা একটা লাড্ডু খাইয়াছি (সকলের হাস্য) আজ সে যাহা আনিয়াছে তাহা গঙ্গায় দিলাম। দেখা যাক্ কি হয়! এইজন্য হয়ত সে আর আমাকে কিছু খাইতে নাও দিতে পারে।" পরে মা পটলদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কিছু ভাল মিষ্টি, ফল এবং মালা আনিয়া সন্ধ্যায় গঙ্গাকে দিও।"

সেই অনুসারে আজ সন্ধ্যার পর গঙ্গাপূজা হইল, বিশুদাদা পূজা করিলেন। মা আশ্রমস্থ কুমারীদিগকে ঐ সময় গান করিতে বলিলেন। তাহারা ও আমরা চত্বরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পূজা দেখিলাম। আরতির সময় ব্রহ্মচারিণীগণ আরতির গান করিলেন। পূজা শেষ হইলে মা কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে কিছু গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন। ঐ জল আমাদের গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। পরে প্রসাদ বিলি করিবার পূর্বে মাকে যখন প্রসাদ দিতে গেল মা তখন হাত পাতিয়া ফল ও মিষ্টি প্রসাদ লইয়া উহা নিজ হাতে গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন।

বিশ্বনাথের আরতি দর্শন

২৩শে ভাদ্র, শনিবার (ইং ৯।৯।৫০)

বিশ্বনাথের মোহন্ত আজ মাকে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই অনুসারে আমরা আজ সকলেই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আরতি দেখিতে গেলাম। পাণ্ডাগণ অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্নসহকারে মাকে মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দরজায় বসাইলেন। মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের দরজায় মায়ের ভক্তগণ স্থান পাইলেন। পাণ্ডাগণের চেষ্টায় এখানে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। আমরা ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় একঘন্টা কাল আরতি দেখিলাম। মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া মাকে ব্যজন করিতে করিতে বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করা আমার জীবনে এই প্রথম। বিশ্বনাথের আরতি আরও দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দেখা আর আজিকার দেখার মধ্যে কি যে বিরাট ব্যবধান তাহা আজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিয়াছি। আরতি হইয়া গেলে পাণ্ডাগণ মাকে অনুরোধ করিয়া বিশ্বনাথকে স্পর্শ করাইলেন। পরে মাকে মোহন্তের বাড়ী লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিতে পাইলাম যে দোতলার এক ঘরের মধ্যে কৃত্রিম কৈলাস পর্বত রচনা করা হইয়াছে। কৈলাস হইতে যে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে তাহাও দেখান হইয়াছে। শিবের বিভিন্ন মূর্তি ঐ পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর লাগিতেছিল। অন্য এক প্রকোষ্ঠে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিও সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। যে প্রকোষ্ঠে কৈলাস পর্বত সাজান হইয়াছিল মা ঐখানে দাঁড়াইয়া "জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর" এই গানটি গাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গাহিলাম। মোহন্তের বাড়ী হইতে আমরা ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরে গেলাম, সেখান হইতে আশ্রমে রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গে বিশ্বনাথের ফল, মিষ্টি, প্রসাদ এবং চন্দন প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইল। আমরা আশ্রমে আসিয়া ঐ প্রসাদ পাইলাম। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আশ্রমে থাকিয়া শেষে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

জ্ঞান ও অজ্ঞানের বাহিরের অবস্থা

২৪শে ভাদ্র, রবিবার (ইং ১০।৯।৫০)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে পৌঁছিলাম। তখনও পাঠ আরম্ভ হয় নাই। ১০।।টার পর মা হলঘরে আসিলেন। পাঠ আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। কয়েকজন ভদ্রলোক মার সহিত কথা বলিতে আসিলেন। মা হলঘরের পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিলেন। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মা যখন পুনরায় হলঘরে আসিলেন তখন বেলা ১১।টা। ভাবিলাম আজ আর মার সঙ্গে কোন সদালোচনা হইবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার মাকে কোন একটা প্রশ্ন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে আমি মাকে বলিলাম, "মা, একদিন তুমি কথায় কথায় বলিয়াছিলে যে আসল জিনিষ ত জ্ঞান অজ্ঞানের বাহিরে। এই কথাটির অর্থ কি? জ্ঞান বলিতে যদি আমরা এই বুঝি যে একমাত্র ভগবান্‌ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে আছেন, সমষ্টি ভাবেও তিনি, ব্যষ্টি ভাবেও তিনি, সর্বরূপে এবং সর্বভাবে একমাত্র তিনিই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তবে এই জ্ঞানের বাহিরে আর কি তত্ত্ব থাকিতে পারে?"

মা। এই যে অজ্ঞান বলা হয় ইহাও একরূপ জ্ঞান। অজ্ঞান বলিতে তোমরা কি বুঝ?

আমি। অজ্ঞানের কাজই হইল সমস্ত বস্তুকে এক একটা সীমার মধ্যে দেখা, আলাদা আলাদা ভাবে দেখা।

মা। হাঁ। এই অজ্ঞান হইল একরূপ জ্ঞান। যেমন ফুল দেখিয়া তুমি বলিলে ইহা একটি ফুল; এইভাবে ফুল জাতীয় বস্তুটির একটা পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা হইল একজাতীয় জ্ঞান। কিন্তু ফুল বস্তুটি বাস্তবিক পক্ষে যে কি তাহার সহিত কিন্তু কোন পরিচয় হইল না। সেইরূপ শাস্ত্রাদি পড়িয়া কিংবা বিচার করিয়া যখন তোমরা বল যে একমাত্র ভগবান্‌ই আছেন, ভগবান্ ভিন্ন আর যাহা আছে তাহা সমস্তই অসৎ তখন তোমরা জ্ঞানের কথাই বল। এই জ্ঞান দ্বৈত হইতে পারে আবার অদ্বৈতও হইতে পারে। দ্বৈত এবং অদ্বৈত বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন জল আর বরফ। জলের মধ্যে বরফের একটা রূপ থাকে বলিয়াই জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা না হইলে নিরাকার জল কখনও সাকার হইতে পারিত না। আবার বরফের মধ্যে জল থাকে বলিয়াই বরফ গলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল হয়। সেইরূপ লীলার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকিলেও উহা স্বরূপতঃ একই বস্তু। এইজন্য বলা হয় বিগ্রহ। বিগ্রহ কি? না, বিশেষ রূপ গ্রহণ। কিন্তু জ্ঞানের দিক হইতে বলিতে গেলে বলা যায় যে তিনিই তাঁহাকে লইয়া খেলিতেছেন। আবার জ্ঞানের প্রকাশটা এমনও হইতে পারে যখন উহাকে ভাষার সাহায্যে আর পরিচয় দেওয়া যায় না। জাগতিক হিসাবেও তোমরা দেখিতে পাও যে রসগোল্লার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমরা উহার কতটুকু বা প্রকাশ করিতে পার? কিছুটা অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ই আছেন বা তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলিলেও যেন তাঁহার সমগ্র পরিচয়টা দেওয়া হইল না বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ যে অবস্থাটা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া বলা হয়, যে অবস্থায় সবই আছে আবার কিছুই নাই, অথবা 'আছে' বা 'নাই' এর কোন প্রশ্নই নাই, যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া আমি অনেক সময় যা' তা' বলি, অথবা নিজকে ফিরিয়ে পাওয়া বলি, ইহাকেই জ্ঞান অজ্ঞানের বাহিরের অবস্থা বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের অবস্থাটাকে তোমরা কখনও দ্বৈত জ্ঞান, কখনও অদ্বৈত জ্ঞান, কখনও বা বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞান ইত্যাদি বলিয়া উহার পরিচয় দেও, কিন্তু যাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যায় তাহা ভাষা দ্বারা বুঝান যায় না। এই অবস্থায় পৌঁছিলে বুঝা যায় যে, যে, যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাহা বলিতেছে, ঐ অবস্থায় তাহার পক্ষে ঐরূপ বলাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় কোন কিছুর সহিতই দ্বন্দ্ব থাকে না। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে ইহা জ্ঞান অজ্ঞানের বাহিরে।

এইভাবে মা অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। দ্বৈতও যে প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈত এবং অদ্বৈতের মধ্যেও যে দ্বৈত নিহিত আছে তাহা মা নানাভাবে বুঝাইলেন।

বিভূতির প্রকাশ

ইহার পর কথা উঠিল বিভূতি লইয়া অর্থাৎ সাধন পথে বিভূতির প্রকাশ হয় কি না। মা বলিলেন, "সাধন পথে বিভুতির প্রকাশ হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। উহা দ্বৈত পথের সাধন হউক বা অদ্বৈত পথের সাধন হউক। রেলগাড়ীতে যাইতে তোমরা কত সহর, কত বাড়ী ঘব, কত কিছু দেখিতে পাও, আর ভগবানের দিকে চলিতে কিছুই দেখিতে পাইবে না তাহা কি হয়? তবে জানিও যতক্ষণ পথে থাকা যায় ততক্ষণই বিভূতির প্রকাশ। বিভূতির প্রকাশ যখন বলা হয় তখন যাহা প্রকাশ হয় এবং যাহার নিকট প্রকাশ হয় এই দুই থাকে। দুই থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান কোথায়? আবার এই প্রকাশগুলিই বা কি? এগুলি ত তাঁহারই প্রকাশ। তাঁহারই লীলা। লীলা কি? না, লয়, লীন। লীলা থাকে বলিয়াই ত প্রকাশ? আবার যখন বিভুতি স্বরূপ হইয়া যাওয়া যায় তখন প্রকাশ অপ্রকাশের কোন প্রশ্নই নাই। এইজন্য বলা হয় যে অদ্বৈত স্থিতিতে বিভূতির প্রকাশ নাই। অদ্বৈত বলিবে, স্থিতি বলিবে, আবার ঐ অবস্থায় বিভূতির প্রকাশ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করিবে, এরূপ প্রশ্ন অচল। যেমন জ্ঞানস্বরূপ বলিলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বাহিরের একটা স্থিতি বুঝায় সেইরূপ অদ্বৈত স্থিতি বলিলে বিভূতি ও অবিভূতির বাহিরের একটা স্থিতি বুঝায়।" এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন।

আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া

এইসব কথা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমাদের পক্ষে তত্ত্বালোচনার কোন অর্থই হয় না। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ভেদাভেদ তত্ত্ব, প্রকৃতি লয় বলিয়া কতকগুলি শব্দ মাত্র আমাদের জানা আছে। আবার এগুলিকে অন্ধের মত এক এক সময় এক এক অবস্থার সহিত যুক্ত করিয়া দেই। কিন্তু কোন অবস্থায় যে কিরূপ অনুভূতি হয় তাহা আমাদের জানা নাই বলিয়া পদে পদেই আমাদের ভুল হয়। কাজেই আমাদের পক্ষে তত্ত্বালোচনা ভ্রান্তিবিলাস বই আর কি? গোপীবাবু* যে অবস্থাটাকে আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া বলেন, সেই অবস্থাটা যে কি তাহা তোমার নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি,

*মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তুমি উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর নাই। সেইজন্য ঐ অবস্থাটাকে আমি কখনও জ্ঞানের সহিত কখনও বা অজ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া যাইতেছি, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি বোধ করিতেছি না।"

আমার কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "যদি কখনও ঐ সম্বন্ধে কথা আসে তবে বলা যাইবে।" এই বলিয়া মা নিজ হইতেই অন্য একটা বিষয়ের অবতারণা করিলেন, কি তত্ত্বটা তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে যাইতেছেন তাহা আমি স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিবার পূর্বেই মা আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার অবস্থাটি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "দেখ, সাধন পথে লোকে যখন চলিতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তাহার মন ক্রমেই বিশুদ্ধ হইয়া কখনও কখনও এমন একটা অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যখন তাহার আর এগিয়ে চলা বন্ধ হয়। এখানে মনের কতকটা paralysis এর মত অবস্থা হয়। উপমা অবশ্য সর্বাংশে এক হয় না। তবে মনের ঐ অবস্থাটা অবশ হওয়ার অবস্থার মত। সাধক এখানে আলোর রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে অথচ তাহার কোন অনুভূতি নাই। সেইজন্য বলা হয় যে সাধক এখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রাই অজ্ঞানের চিহ্ন কিনা তাই সে জ্ঞান রাজ্যে আসিয়াও জ্ঞানের আলো পাইতেছে না। এদিকে আবার সে অজ্ঞান বা বিষয় হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে বিষয়ও তাহাকে টানিয়া তাহাদের মধ্যে নিতে পারিতেছে না। বাস্তবিক এরূপ অবস্থা আছে। কিন্তু উহা অবস্থা মাত্র। ইহা জাগরণ নয়, জ্ঞান নয়। তোমরা জান যে জমি যদি একদিকে ঢালু থাকে তবে জলের ধারা আসিয়া ঐ ঢালু পথেই চলিতে থাকে। যে অবস্থার কথা বলিলাম ইহারও একটা ঢালু দিক আছে। উহা জ্ঞানের দিকে। তুমি সেদিন বলিতেছিলে না যে আলোর মধ্যে যাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে তাহাদের উপর যখন ভগবানের দৃষ্টি পড়ে তখনই তাহাদের জাগরণ হয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে ঐ অবস্থায় আসিয়া পড়িলে উহার সাধারণ গতি হইতেই হউক বা কোন ধারা ধরিয়াই হউক, অথবা ভগবানের দৃষ্টির জন্যই হউক এখান হইতে সাধকের জাগরণ হয়। জাগরণ কি? না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা গড়ন হয় অর্থাৎ একই যে বহু হইয়া আছে এই জ্ঞানে ধীরে ধীরে আসিতে থাকে। কিন্তু এই জাগরণের পূর্বের অবস্থাটা জ্ঞানের অবস্থা নয় এবং উহাকে পুরাপুরি অজ্ঞানও বলা যায় না।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২।।টা বাজিয়া গেল।

শ্রীশ্রীমার এটোয়া গমন

২৬শে ভাদ্র, মঙ্গলবার (ইং ১২।৯।৫০)

আজ মা বেলা ২টার সময় এটোয়াতে রওনা হইলেন। এটোয়ার জয় নারায়ণ দাদাজী মাকে ঐখানে লইয়া যাইবার জন্য অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। আশ্রমস্থ সমস্ত ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীদিগকেও তিনি মার সঙ্গে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। মায়ের ভক্তদিগকেও তিনি এটোয়াতে যাইতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সেই অনুসারে দিল্লীর ভক্তগণ যাঁহারা এখানে ছিলেন এবং আশ্রমের অনেকেই আজ এটোয়াতে রওনা হইলেন।

চারদিন পরে ডাঃ ব্যাস, মনোমোহন, এবং পটলদাদা এটোয়াতে যাইবার জন্য মার নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন। ইহাও জয়নারায়ণ দাদাজীর ইচ্ছায়। তাঁহারা ৩০শে ভাদ্র রওনা হইয়া গিয়া আবার ১লা আশ্বিনই কাশী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে এটোয়াবাসীরা যেভাবে মাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে তাহাতে বুঝিবার উপায় নাই যে এইবারই মা সর্বপ্রথম এটোয়াতে গেলেন। শ্রীশ্রীমা এবং তাঁহার ভক্তগণের সুখ সুবিধার জন্য তাঁহারা দিবারাত্র কর্মতৎপর রহিয়াছেন। একদিন মাকে লইয়া তাঁহারা শোভাযাত্রাও করিয়াছিলেন। মাকে এক গাড়ীতে বসাইয়া নিজেরাই সেই গাড়ী টানিয়া সমস্ত সহর ঘুরাইয়া ছিলেন। এই শোভাযাত্রার সময় অনেক স্থানে মায়ের গাড়ী থামাইয়া গৃহস্থরা মাকে আরতি করিয়াছে এবং ফুলফল উপঢৌকন দিয়াছে। এটোয়াতে একদিন অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞও হইয়াছিল। যাঁহারা এই যজ্ঞে যোগ দিয়াছিলেন এবং যাঁহারা শুধু দর্শকভাবে ঐখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামযজ্ঞ তাঁহারা বহুকাল দেখেন নাই।

এটোয়া হইতে শ্রীশ্রীমার প্রত্যাবর্তন
৫ই আশ্বিন, শুক্রবার (ইং ২২।৯।৫০)

আজ রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মা কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এটোয়া হইতে ফিরিবার পথে মা এলাহাবাদে দুইদিন ছিলেন। আজ এলাহাবাদ হইতে ঝুঁসীতে যান। সেখানে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতেই কাশী রওনা হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী আমাকে মায়ের আগমন সংবাদ দিলে আমি আশ্রমে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। মা তখন চত্বরের উপর বেড়াইতে ছিলেন। দিদিমাও ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। দিদিমাকে দেখিয়া মা 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দিদিমা সন্ন্যাসিনী। সেইজন্য বোধহয় মা তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১।টার সময় মা বিরজা মন্দিরের বারান্দায় শুইতে গেলেন। তাঁহাকে একটু দুধ সাগু খাইতে দেওয়া হইল। আমরা প্রসাদ পাইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

৮ই আশ্বিন, সোমবার (ইং ২৫।৯।৫০)

আজ বিকালে আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা চত্বরের উপর বসিয়া আছেন। শ্রীমান্ ভূপেন মাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইতেছে এবং উহার কি উত্তর হইবে তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া নিতেছে। চিঠি পড়া শেষ হইলে মা আমাকে বলিলেন, "গোপীবাবার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

আমি। না কোন সংবাদ সম্প্রতি পাই নাই। তবে শুনিয়াছি যে তাঁহারা আবার নাকি ক্রিয়াতে লাগিয়া গিয়াছেন।

এই সময় স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে গোপনে কিছু বলিলেন। ইহার পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে অপরের যুক্তি অনায়াসেই কাটিয়া দেওয়া যায়, সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিজের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োগ করা যায় না কেন?"

মা। নানা কারণেই ইহা হইতে পারে। কেহ যদি কাহাকেও গুরুর স্থানে বসাইয়া নির্বিচারে তাহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া মনে করে তবে সেখানেও বিচার বুদ্ধি না আসিতে পারে।

আমি। অনেকেই ত গুরুকে ভগবান বলিয়া মানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা'ই বলিয়া কি সন্দেহ আসে না।

মা। সন্দেহ ত আসেই। তাহাই যদি না হইত তবে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর প্রকাশ হইত। নিজের উপর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে না পারার আরও কারণ আছে। এক হইল নির্বিচারে কাহারও কথা মানিয়া চলিব বলিয়া স্থির করা। এখানে অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করা হইতেছে না, কেন না নির্বিচারে গুরুবাক্য পালন করিতে হইবে কি না। তবে জানিও লক্ষ্যটা যদি ভগবানের দিকে থাকে অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার যদি তীব্র আকাঙ্খা হয় তবে কোন কোন অবস্থায় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিব না বলিয়া স্থির করিলেও উহার মধ্যে বিচার আসিয়া লোককে ঠিক পথে চালাইয়া নিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়তা করে। কিন্তু কোন অবস্থার উপর যদি কাহারও নিজেরই আসক্তি থাকে অর্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে সে যদি রস পায় তবে কিন্তু আর বিচার বুদ্ধি আসে না। যে বিচার বুদ্ধি সে অন্যের বেলায় প্রয়োগ করিতেছে, সেই বুদ্ধিই সে ঐ ভোগবাসনার জন্য নিজের উপর প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া অনেক সময় নিজের কর্মফলের জন্যেও এইরূপ ঘুরপাক খাইতে হয় এবং এই ভাবে হয়ত জীবনই কাটিয়া যায়। তবে অবশ্য গুরু যে কোন মুহূর্তে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া নিতে পারেন। আরও একটা কথা, যদি শিশুর মত সরল বিশ্বাস লইয়া পড়িয়া থাকা যায় তবে কেহ না কেহ ঐ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া নিয়া যায়। তোমরা দেখ না যে শিশুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেই কেহ না কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমলের কথা

এই কথা বলিয়া মা রমল নামে একটি ছেলের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই ছেলেটিকে আমি দুইবার দেখিয়াছি। ছেলেটি আই. এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। এখন লেখাপড়া ছাড়িয়া সে ধর্মপথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে সে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসে। গতকল্য রাত্রিতেও সে আসিয়াছিল। সেইজন্য মা তাহার কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, "ছেলেটির ভাব ভাল এবং সে ধ্যান ধারণা করিয়া এই পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে এখনও এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায় নাই যাহাকে নিরাপদ বলা যাইতে পারে। সে এমন স্থানে আছে যেখান হইতে সে ধর্মের দিকেও বেশ অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে আবার বিপথেও যাইতে পারে। তাহার দুই পথই খোলা আছে। যখন এটোয়াতে ছিলাম সে এক চিঠিতে লিখিয়াছিল যে সে এখন জানিতেছে যে তাহার সমাধি হইতেছে। তখন সমাধি সম্বন্ধে তাহাকে কিছু না লিখিয়া শুধু জানাইয়াছিলাম যে সে যেন কাশীতে এ শরীরের সঙ্গে দেখা করে। সমাধি সম্বন্ধে কিছু না লেখার কারণ এই যে সাধনের এই অবস্থায় অনেকের মনের এমন একটা অবস্থা হয় যখন তাহাকে কিছু বলিলেও সে ধারণা করিতে পারে না। কাজেই ঐ অবস্থায় তাহাকে কিছু বলা বৃথাই হয়। সকল কথা সকল সময় মুখে বলিবার খেয়াল হয় না বলিয়া ভূপেনকে তখন ঐ সমাধি হওয়ার কথাটা লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম।

"রমল কাল দেখা করিতে আসিয়া বলে যে তাহার কাশীতে যাহা লাভ করিবার সে তাহা লাভ করিয়াছে। সে এখন অন্য স্থানে গিয়া সাধন ভজন করিতে চায়। তখন তাহাকে বলিলাম, "এরূপও ত শুনা যায় যে অন্য স্থানে সাধন ভজন করিলে যে ফল হয় কাশীতে সাধন ভজন করিলে তার চেয়ে দশগুণ ফল বেশী পাওয়া যায় এবং সে কি করিয়া জানিল যে তাহার কাশীতে যাহা লাভ করিবার তাহা সে লাভ করিয়াছে?" তখন সে বলিল যে তাহার একান্তে গিয়া সাধন ভজন করিতে ইচ্ছা করে। তাহার উত্তরে যখন বলা হইল যে, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি একান্ত স্থানই চায় তবে তাহার সুবিধাও তাহাকে করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সে দেরাদুন আশ্রমে গিয়া থাকিতে পারে। সেখানে মাত্র একজন ব্রহ্মচারী আছে। সে তাহার সহিত থাকিয়া একত্র কাজ করিতে পারে। কিন্তু ঐ একজন ব্রহ্মচারীতেও তাহার আপত্তি। তখন বলা হইল, বেশ সে যদি জঙ্গলে থাকিতে চায় তাহার ব্যবস্থাও আছে। ডুঙ্গার কথা বলিয়া বলিলাম যে সে স্থান একেবারেই নির্জন। জঙ্গলও সেখানে আছে এবং এমন জঙ্গল যে সেই জঙ্গলে বাঘও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সে বলিল যে বাড়ী হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। ছেলেটির মা নাই, কিন্তু বাপ এবং ভাই আছে। অল্পদিন হয় তাহার মা মারা গিয়াছে এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে মায়ের মৃত্যুতে তাহার তেমন কষ্ট হয় নাই। ইহার পর ভূপেনকে ডাকিয়া তাহার ঐ সমাধির কথা তুলিলাম। তাহাকে বলিলাম, "তুমি যখন এ শরীরের কাছে আস, তখন এ শরীর তোমাকে বলিতেছে যে যাহার সমাধি হয়, সে কখনও এরূপ কথা বলে না যে সে জানিতে পারিতেছে যে তাহার সমাধি হয়। সমাধি যদি সত্যই হয় তবে জানা বলিয়া কিছু থাকে না। তখন সে বলিল যে তাহার গভীর ধ্যান হইত বলিয়াই সে ঐ কথা লিখিয়াছিল। তখন আমি আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, কত ঘন্টা তোমার একটানা ধ্যান চলিত?" সাধনের এই অবস্থায় মনের গতি খুব সূক্ষ্মভাবে চলে বলিয়া কোন কথা বলিতে খুব সাবধান হইয়া বলিতে হয়, তাহা না হইলে হঠাৎ মনে খুব আঘাত পাইয়া যাইতে পারে সেইজন্যই আমি ঐ ভাবে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে ইহার কোন উত্তর দিল না; পরে আবার বলিতে লাগিল, "আমার দেহ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে।" তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "দেহ ত দুইভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়—এক হইল মৃত্যু; তোমার কি মরিতে ইচ্ছা করে? আবার দেহ ছাড়া অর্থ দেহজ্ঞান ছাড়াও বুঝায়, অর্থাৎ এমন এক অবস্থা আছে যে অবস্থায় গেলে বলা যাইতে পারে যে আমার দেহ নাই। এখানেও কিন্তু দেহজ্ঞানের সামান্য আঁশ থাকে, তাহা না হইলে 'আমার দেহ নাই' এমন কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে পারিত না। আবার এমন অবস্থা আছে যাহাতে কিছু থাকে না, আবার কেহ বলে যে জ্ঞান না হইলেও দেহজ্ঞানের লেশ থাকে।" ইহা শুনিয়া সে বলিল, "আপনার মত কোনটি?" আমি বলিলাম, "সকল মতই আমার মত।" তখন সে বলিল, "আপনার বুঝি স্বাধীন কোন মত নাই? স্বাধীন মত রাখিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা বুঝি আপনার মধ্যে নাই।" ভূপেন তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে কোন একটা মত থাকার অর্থই হইল আংশিক সত্য লাভ করা এবং উহা হইতেই বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণই হইল সকল মতকে নিজের মত বলিয়া জানা অর্থাৎ সকল মতই যে অবস্থা ভেদে সত্য তাহা উপলব্ধি করা এবং উহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। ছেলেটি বেশ সরল ভাবে কথা বলে এবং অনেক সময় এমনভাবে কথা বলে যাহা হইতে বুঝা যায় যে তত্ত্ব প্রকাশের অভাবেই এই সব প্রশ্ন উঠিতেছে। অনেক সময় তাহার প্রশ্নের উত্তর দেই না, কারণ যাহা বলিব সেই সম্বন্ধেই তাহার প্রশ্ন উঠিবে।"

এইভাবে মা ছেলেটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, ছেলেটিকে মার সঙ্গে কথা বলিতে আমি পূর্বেও শুনিয়াছি। তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি কতদূর হইয়াছে তাহা অবশ্য আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে তাহার প্রশ্ন এবং মায়ের উত্তর শুনিয়া আমি শুধু মায়ের ধৈর্য্য দেখিয়াই অবাক হইয়াছি। নর সমাজে এরূপ ধৈর্য্যের তুলনা নাই। সর্বদাই দেখিতেছি কেহ যদি শুদ্ধ জীবন যাপনের সঙ্কল্প লইয়া মার কাছে আসে মা তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। যাহাদিগকে ঐরূপ করা হয় তাহাদিগকে অমনি আমরা যোগভ্রষ্ট আত্মা কিংবা আত্মবিস্মৃত মহাত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ধরা পড়িতে থাকে তখন আমরা নিজের বিচার বুদ্ধির জড়ত্ব না দেখিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আচরণটাকেই অকারণ পক্ষপাতিত্ব বলিয়া মনে করি। মায়ের ব্যবহারটা যে ভগবৎ কারুণ্যেরই একটা প্রকাশ বিশেষ—ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। দিব্যজীবন যাত্রার পথে ভগবৎ কৃপা যে এমনি সুলভ। ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া গেলে তিনি স্বভাবতঃ দশ-পা আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন ইহা আমাদের অনুভূতিতে আসে না বলিয়াই আমাদের এই বিচারে বিভ্রাট ঘটে।

জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ ভোগ

৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার (ইং ২৬।৯।৫০)

আজ ১০।।টায় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা হলঘরে উপস্থিত আছেন। পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি অনেকেই ঐখানে আছেন। আজ দুইদিন যাবৎ জীবন্মুক্তি, বিদেহ মুক্তি, অবিদ্যালেশ, প্রারব্ধ ভোগ নিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। গতকল্য ইহা চরমে উঠিয়াছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, মুক্তিবাবা, দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি সকলেই তর্কে মাতিয়া গিয়াছিলেন। অশাস্ত্রজ্ঞ আমরা যাহারা ঐখানে উপস্থিত ছিলাম তাহাদের কাল প্রাণান্তকর অবস্থা গিয়াছে। শ্রীশ্রীমা ইহাদের তর্ক শুনিয়া কেবল হাসিয়াছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য দুই একটি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তর্কের অবসান হয় নাই, দেবশঙ্করবাবু কাল কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা সর্বদাই শাস্ত্র মানিয়া চলেন। ইহা শুনিয়া মা বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞরা যে শাস্ত্র মানিয়া চলেন এ কথা ঠিক নয়। কারণ ব্রহ্মজ্ঞের কাছে কি দ্বিতীয় কিছু থাকে যে তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে? দুই থাকিলে আবার ব্রহ্মজ্ঞ হয় কেমন করিয়া? তবে ব্রহ্মজ্ঞের আচরণগুলি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায় এইমাত্র বলা যায়।

দেবশঙ্করবাবু আজ ঐ কথা লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে গতকল্য আমি ভুলই বলিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞরা শাস্ত্র মানিয়া চলেন না এই কথাই সত্য এবং ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু গতকল্য আরও একটি প্রশ্ন ছিল যাহার মীমাংসা হয় নাই। তাহা হইল এই যে যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদের প্রারব্ধ ভোগ থাকে কিনা। জৈনপুরী বলিয়া এক মহাত্মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জানিতাম তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার শূলবেদনা হইত তখন তিনি শারীরিক ক্লেশে চিৎকার করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ক্যানসারে এইরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন। কাজেই জীবন্মুক্ত পুরুষদেরও প্রারব্ধ ভোগ হয়।

মা। এ শরীর ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না।

দেবশঙ্করবাবু। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করাই উচিত। এসব মহাত্মাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে জীবন্মুক্তদের প্রারব্ধ ভোগ হয় কিনা।

মা। জীবন্মুক্তদের রোগ শোকের কথাই কেবল বলিতেছ, তাঁহারা যে আহার করেন, পায়খানার যান এগুলি ধর না কেন? আচ্ছা, জীবন্মুক্ত বলিতে তুমি কি বুঝ?

দেবশঙ্করবাবু। জীবন্মুক্তদের লক্ষণ ত শাস্ত্রেই আছে। তাঁহারা ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া থাকেন।

মুক্তিবাবা। গীতাতে স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে উহাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। তাঁহাদের সুখে দুঃখে সমজ্ঞান।

মা। (দেবশঙ্করবাবুকে) ঐ ত শুনিলে যে তাঁহাদের সুখে দুঃখে সমজ্ঞান থাকে। কাজেই তাঁহাদের আবার ভোগ কি? সুখে দুঃখে সমজ্ঞান এ কথার অর্থ কি বুঝ?

দেবশঙ্করবাবু। তাঁহাদের সুখ দুঃখ আছে।

মা। সুখ দুঃখ থাকিলে আবার সমজ্ঞান বলা হইল কেন? গতকাল যাহা বলিয়াছিলাম আজও তাহাই বলিতেছি যে তুমি যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাহা বলিতেছ তাহা তোমার পক্ষে সত্য। কারণ তোমার অবস্থায় ঐরূপই দেখা যায়। সুখে, দুঃখে সমজ্ঞানের যে অবস্থা তাহা বুঝা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা লাভ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ধরা যায় না। ইহা অ-ধর কিনা তাই ধরা যায় না, যাহা ধরা যায় তাহাই ত ধরা, (অর্থাৎ প্রাকৃত) যাহা অ-ধরা তাহা ধরা যাইবে কেমন করিয়া? মহাপুরুষেরা সমজ্ঞানে স্থিত থাকিয়া ব্যবহারিকভাবে অনেক কিছু করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রোগ শোক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্যানসার, কলিক্ কিছুই যে তাঁহাদের অবস্থার উপর আরোপ করা যায় না।

স্বামী শঙ্করানন্দ। এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও গতকাল যে উপমা দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতেই বুঝা যায় যে মহাপুরুষদের প্রারব্ধ ভোগ থাকে। সুইচ বন্ধ করিলেও পাখা যেমন কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকে সেইরূপ জ্ঞানলাভের পর যদি কাহারও দেহ থাকিতে দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার প্রারব্ধ ভোগের জন্যই ঐ দেহ আছে। বিদেহ মুক্তিই একমাত্র মুক্তাবস্থা।

মা। প্রারব্ধ ভোগকে ত আমি একেবারে উড়াইয়া দেই না। আমি শুধু বলি যে উহার স্থান আছে। সুইচ বন্ধ করার পরও যে পাখা চলার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে উহা ধরিয়াই কথাটা বলিতেছি। সুইচ বন্ধ হইলেই পাখা বন্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে সুইচ বন্ধের পরেও পাখা কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। ইহার কারণ বলিতে গিয়া বলা যায় যে সুইচ খোলা থাকা অবস্থায় যে গতিটা পাখা পাইয়াছিল, সুইচ বন্ধ করার পরও উহার কিছুটা থাকিয়া যায় বলিয়াই পাখাটা ঘুরে। সেইরূপ সাধকের জ্ঞান লাভের পরও যদি তাঁহাকে দেহে থাকিয়া ক্রিয়াদি করিতে দেখা যায় তখন তোমরা বল যে তাঁহার প্রারব্ধ ভোগ ক্ষয় করিবার জন্যই তাঁহার দেহ আছে। এ কথা যেমন সত্য, আবার জ্ঞানলাভের পর লীলারও ত স্থান আছে। ভগবানের চিন্ময় রূপ; চিন্ময় লীলার কথা কি তোমরা বল না? তাঁহার নিরাকার স্থিতিটা যেমন সত্য, তাঁহার সাকার স্থিতিটাও সেইরূপ সত্য। তিনি এক, অদ্বয় এ কথা যেমন সত্য, আবার সর্ব রূপ তাঁহারই রূপ; সর্ব গুণ তাঁহারই গুণ একথাও সেইরূপ সত্য। তাই প্রারব্ধ ভোগ আছে একথা যেমন সত্য, আবার প্রারব্ধ ভোগ নাই এ কথাও সেইরূপ সত্য। প্রারব্ধ ভোগ নাই এ কথা বলিতেছ কেন? তাহার কারণ এই যে, ভগবান যদি সকল কর্মই জ্বালাইয়া দিতে পারেন, তিনি কি শুধু প্রারব্ধটুকু জ্বালাইতে পারেন না? এই জন্যই বলা হয় যে জ্ঞানীদের দেহ থাকিয়াও দেহ নাই, তাঁহারা খাইয়াও কিছু খান না, চলিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেন না, ঘুমাইয়াও ঘুমান না এইরূপ। এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন; কিন্তু মায়ের এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি শুনিয়াও দেবশঙ্করবাবু যে কিছু বুঝিলেন এরূপ মনে হইল না এবং শঙ্করানন্দজীরও বিতর্ক কণ্ডুয়নের কিছুমাত্র উপশম হইল না। এদিকে বেলা ১১।।টার সময়ই আহারের জন্য মাকে ডাকিতে আসিলে মা উঠিয়া পড়িলেন।

সাধন পথে দেবতাদি দর্শন এবং উহার ফলাফল
১০ই আশ্বিন, বুধবার (ইং ২৭।৯।৫০)

আজ বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে গেলাম। হলঘরে মাত্র অল্প কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। আজ বোধহয় পাঠ হয় নাই। শুনিলাম মা নীচে আসিয়া কাহারও সঙ্গে গোপনে কথা বলিতেছেন। বেলা ১১টা বাজিলে মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন। গত বৎসর আশ্বিন মাসে এখানে বেশ গরম ছিল। আজ দুইদিন যাবৎ ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। মা বলিলেন, "গতকালের আগের দিন রাত্রিতে দেখিতেছি কি যে গরম ফিরিয়া যাইতেছে।"

আমি। মা, গরমেরও কি মূর্তি আছে?

মা। (হাসিয়া) ভাবের মূর্তি হয় ত।

মুক্তিবাবা। নাম থাকিলেই রূপ থাকে।

আমি। মা, সাধনপথে যে সব দর্শনাদি হয় ঐ দর্শনগুলির কোনটা খাঁটি এবং কোনটা মেকী তাহা বুঝিব কি করিয়া?

মা। দর্শন স্বপ্নেও হয় আবার সাধন অবস্থায়ও হয়। কেহ হয়ত দেবতা দেখিল, কি মন্দির দেখিল, কি কৃষ্ণ বা শিব দেখিল। স্বপ্নে জাগতিক বিষয় যাহা দেখা যায় তাহা হইতে এই দর্শনগুলি আলাদা বলিয়া ইহা যে দেখে তাহার আনন্দ হয়। যদি গুরু কিংবা ইষ্টমূর্তির দর্শন পায় তবে আনন্দ আরও বেশী হয় এবং সে মনে করিতে থাকে যে এতদিন সে জপাদি যাহা করিয়াছে তাহার ফল স্বরূপ গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। গুরু বা ইষ্ট না দেখিয়া যদি সে অন্যান্য দেবদেবীও দেখে তাহা হইলেও উঁহারা যে তাহার ইষ্টরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন রূপ ইহা মনে করিয়াও আনন্দ পায়। অনেক সময় এমনও হয় যে কিসের দর্শন হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া মনে নাই তবুও আনন্দের একটা ভাব আছে। ক্রিয়া মাত্রই মনের উপর একটা ছাপ রাখিয়া যায় ত। এই দাগগুলি খুব স্পষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু দাগ যে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে উহা দেখিতে পারে সে অবশ্য বুঝিতে পারে যে কখন কিভাবে ঐ দাগ পড়িয়াছে। যাহা হউক, দেবতাদি দর্শন হইলে মনের উপর একটা চিহ্ন পড়ে। যদি এইরূপ দর্শন প্রায়ই হইতে থাকে তবে ঐ চিহ্ন বড় হইতে হইতে ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথের মত হইয়া দাঁড়ায়। আবার এমন দর্শনও আছে যাহা দেখা মাত্র সাধককে বদলাইয়া দিয়া যায়। ঐ দর্শনের কথা সে আর ভুলিতে পারে না। যেমন ক্ষুধার কথা কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না, উহা সময় মত আপনি জাগিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ যে দর্শনের কথা বলিলাম তাহাও জপের সময় আপনি জাগিয়া উঠে। এই সব দর্শনের মধ্যে কোনটা আগে এবং কোনটা পরে হইবে তাহা কিন্তু কিছু বলিতেছি না। দর্শনের রকমটা যে ভিন্ন ভিন্ন হয় শুধু তাহাই বলিতেছি। তবে আসল দর্শন হইল সেই দর্শন যাহার ফলে দর্শন অদর্শনের কোন প্রশ্নই থাকে না। উহা তৎস্বরূপ হইয়া যাওয়া কিনা তাই ওখানে দর্শন অদর্শনের কোন প্রশ্নই নাই।

তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে কোনটা খাঁটি দর্শন তাহা বুঝিবে কি করিয়া। ইহা বুঝিবার উপায় এই যে ঐসব দর্শনের ফলে তুমি কতখানি বদলাইয়া যাইতেছ তাহা লক্ষ্য করা। দর্শনের ফলে যদি তুমি দেখিতে পাও যে তোমার মন ক্রমেই ভগবানের দিকে যাইতেছে এবং বিষয়ের দিকে তাহার যে গতিটা ছিল তাহা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে তখনই বুঝিবে যে তোমার দর্শনটা ঠিক ঠিকই হইতেছে। কারণ তিনি নানারূপে দর্শন দেন কিনা তাই মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভগবানে মন আকৃষ্ট হইলেই বিষয়ের দিকে শিথিলতা আসিয়া পড়ে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এইগুলি লইয়াই ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব। এগুলির উপর ঐসব দর্শনের প্রভাব পড়িতে থাকে। প্রথম প্রথম নিজের ভাবের উপর আঘাত পড়িলেই অহঙ্কার গর্জন করিয়া উঠে। এখানে আর বিচার বুদ্ধির কোন কথাই উঠে না। পরে এই অহঙ্কারই কতকটা তৃতীয় ব্যক্তি সাজিয়া বিচারকের স্থলে বসে। তখন সে নিজের ব্যবহার ও অপরের ব্যবহার তুলনা করিয়া দোষগুণ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। এখানে অহঙ্কার তৃতীয় ব্যক্তি সাজিয়া বিচার করিতে বসিলেও কিন্তু অনেক সময় নিজের পক্ষেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও এই অহঙ্কার যে পূর্বের অবস্থা হইতে অনেকটা শিথিল তাহার প্রমাণ হইল যে এখন নির্বিচারে কেবলমাত্র নিজকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। আবার তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া বিচার করিবার সময় অহঙ্কার অপর দিকেও বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে অর্থাৎ অপরে যে কথাটা তাহার উপর প্রয়োগ করিয়াছে উহা মানিয়া নিয়া নিজে উদাসীন থাকিতে চেষ্টা করিতে পারে। এখানে অহঙ্কার উদাসীন থাকিলেও পরের কথায় যে আঘাতটা লাগিয়াছে উহার কিন্তু একটু ছিদ্র থাকিয়াই যায় এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যে একটু বিষ জমা হইয়া থাকে। অন্য সময় সে আবার ঐ বিষ সুদে আসলে অপরকে দেয়। আবার ঐরূপ করিয়া সে তখনই হয়ত উহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া পড়ে। কাজেই এ অবস্থায় অহঙ্কারের যে শিথিল ভাবটা দেখা যায় উহা কিন্তু প্রকৃত শিথিলতা নয়। উহা সাময়িক মাত্র। আবার এমন অবস্থাও হইতে পারে যখন আর অহঙ্কার নিজকে জাহির করে না। তখন সে নির্বিচারে অপরের কথাই মানিয়া নেয় এবং এই মানিয়া নেওয়ার মধ্যে কোন ছিদ্র বা সঞ্চিত বিষ থাকে না। এই অবস্থা আসিলেই তখন ভগবানের উপর নির্ভরের ভাবটা ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং অহঙ্কারের স্বরূপটা অর্থাৎ অহঙ্কার তাহা প্রকাশ হইতে থাকে। এই অবস্থায় অন্যের কথায় সে আর আঘাত পায় না। আঘাত কি? না, যাহা ঘাত নয় তাহাকে ঘাত বলিয়া মনে করা। কাজেই এই অবস্থায় কেহ তাহার প্রতি অবিচার বা অন্যায় আচরণ করিলেও উহা যেন তাহাকে স্পর্শ করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য সহজেই যে এই অবস্থা লাভ হয় তাহা নয়। এরূপ অবস্থা লাভ হওয়ার পূর্বে অহঙ্কার নানা ছদ্মবেশে কাজ করিতে থাকে। কেহ হয়ত কাহারও কথায় আহত হইয়া গুরুকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে থাকে। এ কান্নাও অহঙ্কারের কান্না, ইহা গুরুর জন্য কান্না নয়। ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া অনেক সময় যে কান্না করা হয় উহার মূলে কিন্তু অহঙ্কার থাকে। ইহাকে বিষাদ যোগ বলা যায় না। ইহা হইল বিষাদ ভোগ। তবে এমনও হইতে পারে জাগতিক কোন আঘাত পাইয়া লোকে একেবারেই বিষয় ছাড়িয়া ভগবানের দিকে চলিতে থাকে। ইহাকেই বিষাদ যোগ বলা যায়।

তাই দেখা যাইতেছে যে দর্শনাদির ফলে লোকের বিষয়ের প্রতি আসক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। তাহার অহঙ্কারও ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে নির্ভর, ক্ষমা, দয়া এবং দীনতার ভাব ফুটিয়া উঠে। প্রথম প্রথম হয়ত দয়া করা, বা ক্ষমা করা বা দীন হওয়ার ভাবটা থাকিতে পারে। কিন্তু ক্রমে সাধক যখন দয়াস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ এবং দীনতাস্বরূপ হইয়া যায় সেই অবস্থায় আমি কিছু করিলাম এই ভাবই থাকে না। এই সব অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সাধক তৎস্বরূপ হইয়া যায়। তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে খাঁটি দর্শনের লক্ষণ কি তাই তোমাকে দর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। সকল কথা বলা হইল না, কারণ এগুলির রকমও অনন্ত।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। উদাস (ব্রহ্মচারিণী) মাকে ডাকিতে আসিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ইহার পর শ্রীমতী বুনীরও আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া মা হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

আজ বিকালে যখন আশ্রমে গেলাম মা তখন চত্বরের উপর বেড়াইতে ছিলেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে বেড়াইয়া মা হঠাৎ চত্বরের উপরই ধূলাতে বসিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া তাঁহাকে পাতিয়া দেওয়া হইল। মাকে বসিতে দেখিয়া আমরাও তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। তখন নানা কথাই হইতে লাগিল। আমিই কথা তুলিলাম। আমার দুই একজন গুরুভ্রাতার কথা বলিলাম। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক গুরুভ্রাতা গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন সন্ন্যাসী থাকিয়া শেষে বিবাহ করিলেন। এখন তিনি ছেলেমেয়ে সহ বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছেন।

মা। গুরু সন্ন্যাস দিবেন কেন? তিনি দেখিয়াছিলেন যে ইহার সংসার আশ্রম করিতে হইবে। কিন্তু এ মনে করিল যে তাহার ত্যাগের ভাবটা বোধহয় গুরু বুঝিতে পারেন নাই, তাই সে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। কাহারও কাহারও ভোগ কাটাইবার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ। সে গৃহস্থ হইয়া ভোগ করিতেছে বলিয়াই যে সে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছে না তাহা নহে। ভোগ কাটা দিয়া কথা। সন্ন্যাসী হইলেই ভোগ কাটিয়া যায় না। এইজন্য গুরু কাহাকেও কাহাকেও গৃহস্থ হইতে বলেন। তবে সকালবেলা বলিতেছিলাম না যে কেহ দেবালয়ে বসিয়া যদি সংসারের কথা ভাবে তবে যদিও সে দেবালয়ের আসার পূর্ণ ফলটা পায় না; তবুও ঐ স্থানের প্রভাব কতকটা পায়। সেইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভোগের চিন্তা করিলেও সন্ন্যাস গ্রহণের ফল কিছুটা থাকে। ভগবান্ কতজনকে কত অবস্থার ভিতর দিয়াই নিতেছেন।

আমি। সাধন পথে ধ্যান, জপ এবং দর্শনাদির ফলের কথা যাহা তোমার নিকট শুনিতেছি উহা কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও জীবনে প্রতিফলিত হইতে দেখি নাই। প্রায় সকলেই ধর্মজীবন লাভের উদ্দেশ্যে গতানুগতিক ভাবে ধ্যান জপাদি করিয়া যাইতেছে। কি হইতেছে না হইতেছে তাহা অনেকেই বলিতে পারে না।

মা। (হাসিয়া) দীক্ষার উদ্দেশ্য হইল শিষ্যকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া। একবার যদি যোগ হইয়া যায় উহার যে ফল তাহা ত ফলিবেই। তবে অনেক সময় দীক্ষার ফল বাহিরে প্রকাশ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু তা'ই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে কোন ফল হইতেছে না। এক সময় হয়ত হঠাৎই ঐ ফলটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেইজন্য বলা হয় যে কখন কাহার ভিতর ভগবানের প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে তাহা বলা যায় না।

আমি। ভিতরে যদি কাহারও পরিবর্তন হইতে থাকে তবে উহার কিছুই কি বাহিরে প্রকাশ হইবে না?

মা। অনেক সময় পরিবর্তনগুলি বাহির হইতে ধরা যায় আবার অনেক সময় ধরা যায়ও না। তোমরা হয়ত একদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতেছ যে তাহার এই এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু অন্যদিকে হয়ত তাহার পরিবর্তন হইতে পারে, যে পরিবর্তনের দিকে তোমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে না।

আমি। পরিবর্তন হইলে সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন হওয়াই উচিত। আংশিক ভাবে কি কখনও পরিবর্তন হয়?

মা। হ্যাঁ, তাহাও হয়। ধর না একটি আমগাছের একটি ডালার আমগুলি পাকিয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য ডালার আমগুলি কাঁচাই রহিল, এরূপ ত তোমরা দেখিতে পাও? তাই ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব। গুরু যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাকে তিনি কিভাবে লইয়া যাইবেন তাহা তিনিই জানেন।

আমি। তোমার কাছে একটা নূতন কথা শুনিয়াছি।

মা। কি কথা?

আমি। আমরা জানিতাম যে সদ্‌গুরুর আশ্রিতের নূতন কর্ম হয় না। কিন্তু একদিন তোমার কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে সদ্‌গুরুর আশ্রিতের নূতন কর্মও হইতে পারে।

মা। কি ভাবে কথাটি বলা হইয়াছিল?

আমি। তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে গাছের কেবলমাত্র যদি শিকড়টা পড়িয়া থাকে এবং কেহ যদি ঐ শিকড়টাকে জল ইত্যাদি দিয়া যত্ন করিতে থাকে তবে উহা হইতেই একদিন ডালপালা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। কাজেই এই যে সব ডালপালা হইল ইহা ত তাহার নূতন কর্মফলেই হইল।

মা। এই ডালপালা কতটা ছড়াইতে পারে? যতটুকু গুরু ছড়াইতে দিবেন কেবল ততটুকুই পারিবে। যেমন গরুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়িয়া দিলে সে স্বাধীনভাবে কতদূর পর্য্যন্ত চলাফেরা করিতে পারে সত্য, কিন্তু যতদূর পর্য্যন্ত ঐ দড়ি লম্বা থাকে সে ততদূর পর্য্যন্তই যাইতে পারে, উহার বেশী পারে না। সেইরূপ গুরু শিষ্যকে ভোগাদি করিবার স্বাধীনতা দিতে পারেন। শিষ্য হয়ত মনে করে যে সে নিজে স্বাধীনভাবে ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা যে কতটুকু তাহা গুরু জানেন এবং যে কোন সময়ে তিনি ঐ ভোগের দিকটা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এইভাবে দেখিলে নূতন কথা কিছুই বলা হয় নাই।

আমি। যে সময়ের মধ্যে গুরু শিষ্যকে মুক্তি দিয়া দিতে পারেন সে সময়টাও নেহাৎ কম নয়। তুমি বলিয়াছ যে সদ্‌গুরুর আশ্রিতের মুক্তি লাভ করিতে দশ জন্মও লাগিতে পারে। তুমি যখন দশ জন্ম বলিয়াছ তখন উহা ত মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা শুনিয়া গোপীবাবু বলিয়াছিলেন যে সদ্‌গুরুর আশ্রিতের মুক্ত হইতে সাত জন্ম লাগিতে পারে ইহা তিনি শাস্ত্রে পাইয়াছেন, দশ জন্মের কথা এখনও পান নাই।

মা। (হাসিয়া) সাত জন্ম ত পাইয়াছে? সাধারণতঃ তিন জন্মেই হইয়া যায়, কাহারও কাহারও পক্ষে বেশী জন্মও লাগিতে পারে।

আমি। দশ জন্ম ত কম সময় নয়, প্রায় এক হাজার বৎসর।

মা। এক হাজার বৎসর আর বেশী হইল কি? এক হাজার বৎসরের এক সাধুকে আমরা বিন্ধ্যাচলে দেখিয়াছিলাম। তাহার মুখ চোখের চাম একেবারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সে এক হাজার বৎসর ঐখানে থাকিয়াই সাধন করিতেছিল। অবশ্য আমরা তাহাকে মুক্ত হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি।

মুক্তিবাবা। তিনি কি সূক্ষ্মদেহে বিন্ধ্যাচলে ছিলেন?

মা। হ্যাঁ।

আমি। আচ্ছা, এই যে তিন জন্মে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়, এই তিন জন্ম কোথায় হয়? মর্তলোকেই কি তিনবার আসিতে হয়, না অন্যান্য লোকেও এই তিন জন্ম শেষ হইয়া যাইতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেও ইহা হইয়া যাইতে পারে।

মুক্তিবাবা। মর্ত্যভূমিকে কর্ম্মভূমি বলা হয়। অন্যান্য লোক ত কেবল ভোগভূমি।

মা। ভোগ করাও ত একটা কর্ম্ম।

মুক্তিবাবা। জন্মগ্রহণ করার মধ্যে কি আছে? কত মুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

মা। (হাসিয়া) তুমি কি অর্থে মুক্ত পুরুষের জন্ম বলিতেছ?

মুক্তিবাবা। কেন যম কি মুক্ত পুরুষ ছিলেন না? অনিমাণ্ডব্যের শাপে তাঁহাকেও বিদুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

আমি। যমকে মুক্ত পুরুষ বলা যায় না।

স্বামী শঙ্করানন্দ। নচিকেতাকে যিনি ব্রহ্মবিদ্যা দিলেন, তিনি কি মুক্ত পুরুষ নন?

আমি। যমকে আধিকারিক পুরুষ বলা চলে। তিনি অবশ্য মায়ার রাজ্যে নাই, কিন্তু মহামায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হইয়া আছেন?

মা এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যমকে কি মুক্ত পুরুষ বলা যায়?" মা স্বামী শঙ্করানন্দকে ঐ প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু স্বামীজী এবার উত্তর দিতে নারাজ, কারণ তিনি ভালভাবেই জানেন যে তিনি উত্তর দিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব না। মা তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বাবা, আধিকারিক পুরুষ কাহাকে বলে?"

স্বামী শঙ্করানন্দ। যাঁহারা বিশেষ অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যেমন ব্যাসদেব বেদ বিভাগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব কি মুক্ত নন?

মা। আচ্ছা, যে স্থিতিতে অধিকার অনধিকারের কোন প্রশ্নই নাই, যে স্থিতিতে কিছু করা বা না করার প্রশ্নই উঠে না, যে অবস্থা বুঝাইতে যা' আছে তা'ই আছে বলা হয়, তাহা কি আধিকারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন নয়? যদি ভিন্ন হয় তবে তোমরাই বল যম মুক্ত ছিলেন কি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পর আচার্য্য এবং জগদ্‌গুরু সম্বন্ধে কথা উঠিল, কিন্তু এই সময় একজন সন্ন্যাসী মার কাছে আসাতে আলোচনা আর বিশেষ জমিয়া উঠিল না। এদিকে সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। আমিও বাসায় ফিরিবার জন্য একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। এমন সময় মা বলিয়া উঠিলেন, "এখন একটু বেড়ান যাক্।" আমিও মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সাধন পথে বাধাবিঘ্ন

১২ই আশ্বিন, শুক্রবার (ইং ২৯।৯।৫০)

আজ বেলা প্রায় পৌনে এগারটার সময় মা হলঘরে আসিলেন। তখনও পাঠ চলিতেছিল। মা আসামাত্র পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। রমল নামে যে ছেলেটির কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি গতরাত্রে সে মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। মা আমাদের সম্মুখেই তাহাকে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহার কিরূপ সমাধি হয় তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার কথায় যাহা বুঝিলাম তাহাতে মনে হয় যে, ধ্যান করিতে গিয়া সে কতকটা সময়ে সম্বিৎহারা হইয়া পড়ে এবং এই অবস্থাকেই সে সমাধি মনে করে। মা তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা মনের একটা জড়ভাব। ইহাকে জড় সমাধিও বলা যায় না। জড় সমাধি হইলে কিছুটা বদলাইয়া যাইত, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।" গতরাত্রে মায়ের সঙ্গে সে যে কথাবার্তা বলিয়াছিল তাহাও আমাদের নিকট অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। মা আজ হলঘরে আসিয়া ঐ কথাই তুলিলেন। মা বলিলেন, "কাল তোমরা (রমলের) অসংলগ্ন কথা শুনিলে না? সাধন পথে এমন একটা অবস্থা আছে যেখানে গেলে এইরূপ অসংলগ্ন ভাবই প্রকাশ হয়। ভিতরে একটা আলোড়ন হয় বলিয়া এই অসংলগ্ন ভাবই প্রকাশ হয়। তবে লক্ষ্যটা যদি ঠিক থাকে তবে ইহা বিশেষ ক্ষতি করে না। কিন্তু যদি লক্ষ্যটা স্থির না থাকে তবেই মুস্কিল। বাস্তবিক এ পথটা বড়ই কঠিন। সেইজন্য বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় "কোটিতে গুটি"। লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া সাধন পথে চলিতে থাকিলে তাহার মধ্যে ধীরে ধীরে সত্য, দয়া, ক্ষমা, দীনতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ হইতে থাকিবে। তাহার কথা ও ব্যবহার অতি মিষ্টি লাগিবে। যদি লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি সর্বদা না থাকে তবে সাধন পথে কোন স্থানে আটকিয়া যাইতে পারে এবং কখন যে আবার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে তাহা কে বলিতে পারে?

"পথে চলিতে চলিতে যদি কিছুতে একটু আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ভিতরের অহঙ্কার আসিয়া ঘাঁটি বাঁধিয়া বসে। তখন মনে হয় যে এই আনন্দ আমিই লাভ করিয়াছি কাজেই আমি একটা বিশেষ কিছু হনু। আমাদের ভিতরে যে অহং ভাবটা আছে তাহা ত সহজে যাইবার নয়। তাই কত সূক্ষ্মভাবে যে সে কাজ করিতে পারে তাহা বলা যায় না। আমি এতটা সময় ধ্যান জপে কাটাইতেছি, আর সকলে কিছুই করে না, আমি মাত্র এক বেলা খাই, অন্যে দুই বেলা না খাইয়া থাকিতে পারে না, আমি তিন বেলা স্নান করিতেছি তাহাতে আমার কিছুই হয় না, ইহারা সকলে এক বেলা স্নান করিয়া সহ্য করিতে পারে না, আমার এই সব দর্শন হয়, অন্যের ইহার কিছুই হয় না—এইরূপ যে কোন একটা উপলক্ষ্য ধরিয়া অহঙ্কার নিজকে জাহির করিতে পারে। ইহার ফলে তাহাকে যে পরম লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিতে হইবে তখন তাহা আর তাহার মনে থাকে না। পথে যে রস পাইল তাহাতেই সে মজিয়া রহিল। সাধন পথে যদি অহং এর তেজ না আসিয়া দীনতার ভাবটা সঙ্গে থাকে তবে পতনের আশঙ্কা অনেকটা কম। তবে বাহিরে দীনতার ভাব দেখাইয়াও ভিতরে ভিতরে অহঙ্কার থাকিতে পারে। মুখে হয়ত বলিতেছে "আমি কিছুই নই, সকলের চেয়ে আমি অধম", আবার ভিতরে ভিতরে অহঙ্কারের ভাব, এই সব হইলেই পথে আটকিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

স্বামী শঙ্করানন্দ। কিন্তু যাহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই মন্ত্র সাধন করে তাহাদের বেলায় কি? তাহাদের ত এই অহঙ্কার লইয়া চলিতে হয় এবং চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিলেই ত আর তৎস্বরূপে স্থিত বুঝায় না, দীক্ষার বীজের মত এই মহামন্ত্রও একটা বীজ। দীক্ষা দিয়া গুরু কি করেন? না, একটা মহান্ প্রকাশ সর্বদাই আছে এবং জীবও তাঁহার সহিত নিত্যযুক্তভাবে আছে, কেবল আবরণের জন্য তাহার অনুভূতি নাই, সেই আবরণ দূর করিবার লক্ষ্যটা দিয়া দেন, সেই লক্ষ্যে চলিতে চলিতে জীব একদিন বুঝিতে পরে যে, সে ভগবানের সহিত অভিন্ন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বীজ লাভ করিয়া সাধককে সর্বদা ঐ লক্ষ্যে থাকিতে হয়। আহারে, বিহারে বা কোন দৃশ্য দেখিয়া যদি তাহার আনন্দ হয় তবে তখনই তাহার বিচার করা উচিত যে সে যদি ব্রহ্মই হইবে, সে যদি আত্মারামই হইবে তবে বিষয় তাহাকে আনন্দ দেয় কিরূপে? কাজেই বিষয় যে তাহাকে আনন্দ দিতেছে তাহাতেই বুঝা যায় যে, সে এখনও ব্রহ্ম হইতে পারে নাই, আত্মারাম হইতে পারে নাই। লক্ষ্যটা স্থির রাখিয়া বিচার পথে চলা জ্ঞান মার্গের সাধকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ মহান্ সত্যের প্রকাশ না হয় ততদিন কিন্তু বৃত্তিরূপী অহং নানাভাবে সাধকের পতন ঘটাইতে পারে।

(স্বামী শঙ্করানন্দকে) তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রের সাধকেরা ত অহং লইয়াই চলে, তাহাদের বেলায় কি হয়? এ পথে যে কি হয় তাহারও দুই একটা ঘটনা বলিতেছি। একটি মেয়ে ছিল; ছোটবেলা হইতেই তাহার ভাবটি চমৎকার। সে এক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিতেছিল এবং দর্শনাদিও তাহার কিছু কিছু হইতেছিল। একদিন তাহার গুরু তাহাকে তাহার মত অন্যান্য শিষ্যকে বলিল, "আমি ত তোমাদের আত্মা, গুরু, গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তোমরাও আমার সহিত সেইরূপ কর, অর্থাৎ গোপিনীরা যেরূপ তাহাদের দেহ-মন-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছিল তোমরাও তাহা কর।" এই কথা শুনিয়া গুরুর আদেশ বলিয়া কেহ কেহ উহাতে সম্মত হইল; কিন্তু এই মেয়েটি আর উহা করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। গুরুর আজ্ঞা সর্বতোভাবে পালন করা উচিত সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা জানে, কিন্তু ঐ আজ্ঞা পালনের প্রবৃত্তি তাহার কিছুতেই আসিতেছে না। ঐ অবস্থায় সে এ শরীরের কাছে আসিলে তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, সে যখন এ শরীরের কাছে আসিয়াছে, যদি সে এ শরীরের কথা শুনে তবে এ শরীর বলিতেছে যে, গুরু তাহাকে যে সব চিহ্ন ধারণ করিতে দিয়াছে তাহা সে যেন ত্যাগ করে। অবশ্য সে গুরুর দেওয়া সমস্ত চিহ্নই ছাড়িতে সম্মত হইয়াছিল, শুধু মন্ত্রটি ছাড়িতে চাহিয়াছিল না। সে বলিয়াছিল, "মা, মন্ত্র ত ভগবানই উহা ছাড়িয়া লাভ কি?" আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম। তবে এমনও হইয়াছে যে কাহাকেও কাহাকেও গুরুমন্ত্র পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া দিয়াছি। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে বলা কি ঠিক হইয়াছে? তাহার উত্তরে আমি বলিব যে এস্থানে তাহার গুরু করাই হয় নাই। আজ যখন এ জাতীয় কথা আসিতেছে তখন আরও বলি ঃ এক স্ত্রী গুরু ছিলেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য। সে তাহার এক পুরুষ শিষ্যকে বলিয়াছিল, "আমি ত তোমার মা? ছেলে যেমন মায়ের বুকের কাছে থাকে, তুমিও আমার বুকের কাছে থাক।" ইহা শুনিয়া শিষ্যটি বলিল, "না, তুমি আমার মা নও।" এই বলিয়া সে গুরু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কেবল অল্প বয়সের গুরুশিষ্যের মধ্যেই যে এই ব্যাপার হইতেছে তাহা নয়। বৃদ্ধ গুরু সম্বন্ধেও এইরূপ শুনিয়াছি। আজকাল এই জাতীয় কত কথাই কানে আসিতেছে। কাজেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মন্ত্র জপ করিতে গিয়া উহার পূর্ণ অনুভূতির পূর্বেই অনেকে আত্মা সাজিয়া বসে। কাজেই সাধন পথে নিরাপদ স্থানে পৌছান খুবই শক্ত।"

এই বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা উঠিলেন দেখিয়া আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

জীবন্মুক্তি লাভের উপায় এবং জীবন্মুক্তদের বিভূতি থাকে কিনা
১৪ই আশ্বিন, রবিবার (ইং ১।১০।৫০)

আজ প্রায় ১০।।টার সময় আশ্রমে গেলাম। মুক্তিবাবা ভাগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও উপস্থিত ছিলেন। রবিবার বলিয়া বোধহয় আজ অনেকেই মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেবশঙ্করবাবুও আসিয়াছেন। মুক্তিবাবার পাঠ শেষ হইলে দেবশঙ্করবাবু মাকে বলিলেন, "আজ আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই না। যে প্রশ্ন দার্শনিক অদার্শনিক সকলের পক্ষেই প্রয়োজন এইরূপ প্রশ্ন আপনাকে করিতেছি। আমরা সকলেই বদ্ধজীব। আমাদের সংসার না করিয়া উপায় নাই। সংসারে থাকিয়া আমরা কি ভাবে চলিলে এবং কি করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারি সেই সম্বন্ধে আপনি উপদেশ করুন।"

মা। তাহা ত অনেকবারই বলিয়াছি। গুরু যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়া একনিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া গেলেই এক সময় লোকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। (হাসিয়া) আবার বলিতেছি, কিছুই না করিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

কোন উত্তরই দেবশঙ্করবাবুর মনে লাগিতেছে না দেখিয়া মা দেবশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবন্মুক্ত বলিতে তুমি কি বুঝ?" দেবশঙ্করবাবু শাস্ত্রের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "এই শ্লোকের অর্থ করিতে গেলে ত দুই ঘন্টা কাটিয়া যাইবে। তবে সংক্ষেপে বলিতেছি যে, যাহার ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষভাবে হইয়াছে এবং যিনি শান্ত হইয়া গিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত।"

সান্যাল মহাশয়। জীবন্মুক্ত ত বুঝিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি যে ঐ অবস্থায় কি কি শক্তি লাভ হয়?

দেবশঙ্করবাবু। শক্তি? শক্তি, বিভূতি ত অতি নীচের কথা। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করিলে শক্তি আসিবে কোথা হইতে? সেখানে ত আর দ্বিতীয় কিছু নাই।

মা। (সান্যাল মহাশয়কে) কি বাবা, তোমার উত্তর পাইলে ত?

সান্যাল মহাশয়। না, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি যে ঐ অবস্থায় অন্ততঃ আটটি শক্তি লাভ হয়। যদিও ঐ শক্তিগুলির কথা এখন বলিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। (শঙ্করানন্দজীকে) বাবা, জীবন্মুক্ত অবস্থায় কোন শক্তি হয় কি?

শঙ্করানন্দ। কতকগুলি শক্তি ত হইবেই। ঈশ্বরের যে সব শক্তি আছে তাহা ত জীবন্মুক্তের থাকিবেই।

মা। (মুক্তিবাবাকে) বাবা, জীবন্মুক্তের শক্তি থাকে কি?

মুক্তিবাবা। হাঁ, পূর্ণ শক্তি থাকে।

তখন মুক্তিবাবা এবং দেবশঙ্করবাবুর মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হইল। স্বামী শঙ্করানন্দও দুই এক কথা বলিতে লাগিলেন, এইভাবে কিছুক্ষণ চলিলে মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি একটি মামুলি কথা বলিতেছি। কিন্তু উহা বলিবার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি দেবশঙ্করবাবা, শঙ্করবাবা, মুক্তিবাবা এবং সুরেনবাবা যাহা বলিয়াছে তাহা সবই সত্য। (সকলের হাস্য)

"এখন কথাটা হইল এই যে বাজিতপুরে যখন এ শরীর থাকিত তখন ত ছনের ঘরে থাকা হইত। ঘরের চারিদিকে চাটাইয়ের বেড়া, বাড়ীর চারিদিকেও চাটাইয়ের বেড়া যেন এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ীর কাহাকেও দেখিতে না পায়। তাহা ছাড়া সকলের বাড়ীর উঠানে এক রকম ঘাস ছিল যাহাকে ভাদাইলা বলে। ঘাসগুলিও ছোট নয়। উহার উপর দিয়া হাঁটিতে গেলে পায়ের কব্জি পর্য্যন্ত উহাতে ডুবিয়া যাইত। আর এই ঘাসগুলির রকমই এই যে ঐগুলিকে নির্মূল করা যায় না। কোদাল দিয়া উঠান পরিস্কার করিয়া ফেলিলেও দুই দিন যাইতে না যাইতেই উহা আবার উঠান ছাইয়া ফেলে। এই হইল ঐ গুলির অবস্থা। বাজিতপুর থাকিতে একবার সাইক্লোন হইল। ঝড়ে ঘরবাড়ী, চাটাইয়ের বেড়া সবই পড়িয়া গেল। ঐ সময় সকলে গিয়া দালান ইত্যাদিতে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিল। পরে আবার ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়া যা'র যা'র বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। উঠানের একটা জায়গায় কিছুদিন একখানা চাটাই পড়িয়াছিল। ঝড়েই অবশ্য উহাকে ঐখানে আনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার ফলে ঐখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ভাদাইলা ঘাস গজাইল না; উঠানে অন্যান্য জায়গায় আগের মতই বড় বড় ঘাস হইল। কিন্তু ঐ জায়গাটায় আর ঘাস হইল না। এই দেখিয়া সমস্ত উঠানের উপর চাটাই পাতিয়া দেওয়া হইল এবং কিছুদিন পর চাটাই উঠাইয়া দেখা গেল সমস্ত ঘাস নির্মূল হইয়া গিয়াছে। আর আর সকলের বাড়ীর উঠান ঐ ঘাসে তলাতল, কেবল আমাদের বাড়ীর উঠানে উহার কোন চিহ্ন নাই। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। এই গল্প করিবার উদ্দেশ্যই এই যে লোকের কামনা বাসনাগুলি এই ভাদাইলা ঘাসের মত। এগুলিকে যতই পরিষ্কার করিবে ততই এগুলি বাড়িয়া যাইবে। এগুলিকে নির্মূল করিতে হইলে ইহাদের উপর নামরূপ চাটাই বিছাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই এগুলি চিরদিনের মত নির্মূল হইয়া যায়। (দেবশঙ্করবাবুকে) তুমি বলিতেছিলে না যে কি করিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম যে কিছু করিলে মুক্ত হওয়া যায় না; কারণ কামনা বাসনা থাকিতে মুক্তি কোথায়? আর এই কামনা বাসনাও ভোগ করিয়া শেষ করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম যে কিছু না করাই জীবন্মুক্ত হওয়ার এক উপায়। কিন্তু জীব ত কিছু না করিয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। জীব বন্ধনের মধ্যে আছে কিনা তাই ঐ বন্ধনের জন্যই তাহাকে ছট্ ফট্ করিতে হয়। সেইজন্য কিছু না করিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু করিব না বলিয়া যে চেষ্টা করা উহাও ত কিছু করা হইল। তাই বলিতেছিলাম যে ভাদাইলা ঘাসকে নির্মূল করিতে উহার উপর যেমন চাটাই বিছাইয়া উহাকে দাবাইয়া দিতে হয় এবং কিছুদিন ঐভাবে দাবাইয়া রাখিলে ঐগুলি যেমন নির্মূল হইয়া যায় সেইরূপ কামনা বাসনাকে দমন করিয়া সর্বদা ভগবানের নাম করিতে হয়। তাহা হইলে কি হয়? না, যাহা মরিবার তাহা মরিয়া যায়, যাহা শেষ হইবার তাহা শেষ হইয়া যায়। কামনা বাসনা নির্মূল হইয়া যখন আর কিছুই থাকিবে না তখন একমাত্র তিনিই থাকিবেন।

"গোপালবাবা কলিকাতায় একবার গীতা জয়ন্তীর সময় গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিয়াছিল যে কামনা বাসনা নিগ্রহ করিলে কিছু হয় না। তখন এ শরীর বলিয়াছিল, "হাঁ, হাঁ নিগ্রহ করিলেও হয়। নিগ্রহ করিয়া যদি ভগবানের নাম করিয়া যাওয়া যায় তবে ঐ ভাদাইলা ঘাসের মত কামনা বাসনাগুলি শেষ হইয়া যায়। ভগবানের নামের গুণই এই যে যাহা জ্বলিবার তাহা জ্বালাইয়া দেয়, যাহা গলিবার তাহা গলাইয়া দেয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে গুরু যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়া সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করিলেই একদিন তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং তাঁহার প্রকাশ হইলেই জীবের মুক্তি।

একটি ছেলে। গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে?

মা। গুরু ত দূরে নয়, তোমার কাছে কাছেই আছেন। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলেই তিনি তোমাকে দেখা দিবেন। এমনি তে দেখিতে পাও যে যাহার জন্য তুমি ব্যাকুল হও তাহাই তোমার লাভ হয়। মনে করিলে যে গঙ্গায় স্নান করিবে, অমনি গঙ্গায় গিয়া স্নান করিয়া আসিলে, মনে করিলে অমুক জিনিষ আনিতে হইবে, অমনি চেষ্টা করিয়া জিনিষটা আনা হইয়া গেল। যাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ তাহাই ত এইভাবে লাভ হইতেছে। আর এই মনই বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া কামনা বাসনা সৃষ্টি করিতেছে আর পূরণ করিতেছে? মনও ত তাঁহাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) আশ্রয় করিয়াই এই সব করিতেছে। যে যাহা চাহিতেছে তিনিই ত তাহাকে তাহা দিতেছেন, যে ভাবে তোমরা বিষয় চাও, সেইভাবে যখন তাঁহাকে চাওয়া হইবে তখনই তিনি ধরা দিবেন। কাজেই গুরু কোথায় পাইব, গুরু কোথায় পাইব বলিয়া যখন মন ব্যাকুল হইবে তখনই তিনি গুরুরূপে দেখা দিবেন এবং ঐ বাসনা পূরণ করিয়া দিবেন, ইষ্টরূপে একমাত্র তিনিই আছেন। ইষ্ট কি? না যাহা অনিষ্ট করে না। এই ইষ্টই সকলের লক্ষ্য এবং এই ইষ্টই গুরুরূপে আসিয়া তাঁহাকে পাইবার পথ বলিয়া দেন। এম. এ. পাশ শিক্ষক যেমন শিশুকে পড়াইতে আসিয়া তাহার এম. এ. বিদ্যা জাহির করে না, শিশু যাহা বুঝিবে সে তাহাই তাহাকে বলে। প্রথমে অক্ষর পরিচয় হইতে আরম্ভ করে। অক্ষর কি? না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা ক্ষয় হয় না। ছেলেপেলেদিগকে প্রথমে অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। ইহাই হইল অক্ষর পরিচয়, ইহা কিন্তু এম. এ. পর্য্যন্ত থাকে, এম. এ. পাশ করিতে যে এগুলির দরকার হয় না তাহা নয়। তারপর অক্ষর যোগ করিয়া শব্দ করা হয়। এ শরীর যখন ছোট ছিল তখন এ শরীরের পিতা ইহাকে পড়াইত। যখন অক্ষর পরিচয় হইয়া গেল, তখন এ শরীরের পিতা পড়াইতে আরম্ভ করিল—"কাল কাক, ভাল নাক" আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। কাল কি? না, ঐ কাক যেমন দেখিতে উহাই কাল। যেখানে বসিয়া এ শরীরকে পড়ান হইত সেইখানে এ শরীরের মা বাসনগুলি মাজিয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া রাখিয়া দিত। এ শরীরের পিতা ভাল কি তাহা বুঝাইতে গিয়া ঐ বাসনগুলি দেখাইয়া বলিত ভাল অর্থ হইল এইরূপ পরিষ্কার। পরিষ্কার জিনিষ সুন্দর দেখায়। তাই ভাল নাক অর্থ হইল সুন্দর নাক। এই ভাবে এ শরীরকে শিক্ষা দেওয়া হইত। তাই দেখ, ছেলেপেলেদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহারা যাহা বুঝিবে গুরুমহাশয় তাহাদিগকে তাহাই বলেন, সেইরূপ ইষ্ট গুরুরূপে আসিয়া সকলেরই অধিকার অনুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

তারপর শক্তির কথা বলিলে না? যেমন বলা হয় হাতের শক্তি, পায়ের শক্তি, চোখের শক্তি ইত্যাদি, এগুলি আলাদা আলাদা কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে এই হাতের শক্তিই বা আসিল কোথা হইতে, পায়ের শক্তিই বা আসিল কোথা হইতে, তখন দেখা যায় যে সমস্ত শক্তিই ঐ এক আত্মার। যখন খণ্ডভাবে দেখা যায় তখন বলা হয় ইহা হাতের শক্তি, পায়ের শক্তি, আবার যখন অখণ্ডভাবে দেখা যায় তখন বলা হয় যে উহা আত্মার শক্তি। আবার আত্মাকে যখন নিষ্ক্রিয় ভাবে দেখা যায় তখন বলা হয় যে আত্মার কোন শক্তি নাই। সেইজন্য তখন বলিতেছিলাম, দেবশঙ্করবাবা যে বলিতেছে জীবন্মুক্তের শক্তি নাই উহা যেমন সত্য, আবার সুরেনবাবা যে বলিতেছে জীবন্মুক্তের আটটি শক্তি আছে, উহাও সেইরূপ সত্য। আবার মুক্তিবাবা যে বলিতেছে আত্মা সর্বশক্তিমান উহাও সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য। এক একজন এক এক অবস্থায় থাকিয়া ঐরূপ বলিতেছে কাজেই তাহাদের পক্ষে উহা সবই সত্য। আবার ইহাও বলিয়াছিলাম যে জীবন্মুক্তের শক্তি আছে কি নাই এ প্রশ্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে পূর্ণ ভাবে কিছু দেখিলে ইহা আছে, বা ইহা নাই এরূপ কোন কথাই টেকে না। তখন আছে বলিলে আছে, নাই বলিলে নাই অথবা 'আছে' 'নাই' এরূপ কোন প্রশ্নই নাই। এখানে বলিতে হয় যা' তা'?"

এইবার বেলা ১২টা বাজিল দেখিয়া মা উঠিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

১৫ই আশ্বিন, সোমবার (ইং ২।১০।৫০)

আজ মায়ের হল ঘরে আসিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। আজও দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আজ আর কোন কথাই জমিয়া উঠিল না। এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "সাধন পথে কর্ম প্রধান কি ভাগ্য প্রধান?"

মা। ভাগ্য? যেখানে কর্ম সেইখানেই ভাগ্য। কর্মের জন্যই ভাগ্য আবার ভাগ্যের জন্যই কর্ম।

ভদ্রলোক। অনেক সময় দেখা যায় যে কর্ম করিলেও ফল পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

মা। না, তাহা হইতে পারে না। কিছু ফল পাওয়া যায়ই। কিছু ফল পাইলাম না অন্ততঃ এ জ্ঞান ত লাভ করা যায়। (সকলের হাস্য) আবার এমনও দেখা যায় যে একজন কর্ম করিল, উহার ফল আর একজন ভোগ করিল।

ভদ্রলোক। ইহা ত ভগবানের অবিচার।

মা। হাঁ, তোমার দৃষ্টিতে ইহা অবিচার কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে ইহা অবিচার নয়। একজনের কর্মফল যখন আর একজন লাভ করে তখন জানিও যে এই দুইজনের মধ্যে এমন সম্বন্ধ ছিল যাহার জন্য ঐরূপ হইতেছে। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় দেবশঙ্করবাবু বলিলেন, "আজকাল আর যজ্ঞ হয় না। এককালে যজ্ঞ করিলে হয়ত ফল পাওয়া যাইত। এখন আর উহা হয় না।"

মা। যজ্ঞ করিলে যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়ই। যেরূপ যজ্ঞ করিবে সেইরূপ ফল পাইবে। তোমরা যাহা কিছু কর সবই ত যজ্ঞ। এই যে কথা বল ইহা কি যজ্ঞ নয়? এবং ইহার ফলও কি দেখিতে পাও না? কথা বলিয়া যে উত্তর পাও উহাই ত তাহার ফল। আবার তেমন ভাবে যদি কথা বল তবে কেবল উত্তর কেন আরও কত কিছু পাইয়া যাও। (সকলের হাস্য) যজ্ঞ সকামও হইতে পারে আবার নিষ্কামও হইতে পারে। কিছু আশা করিয়া যজ্ঞ করিলে কিছু পাওয়া যায় আবার তাঁহাকে আশা করিয়া যজ্ঞ করিলে তাঁহাকেই পাওয়া যায়। সেই যজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ যাহা করিলে যজ্ঞেশ্বরের প্রকাশ হয়। যজ্ঞেশ্বর কে? না, তিনি স্বয়ং। তাঁহার প্রকাশ হইলে বুঝা যায় যে যা' তা'ই। আবার দেখ যজ্ঞ শেষে বিভূতির ফোঁটা দেওয়া হয়। বিভূতি কি? না, যে সব ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ দিয়া আহুতি দেওয়া হইয়াছে উহারই ভস্মাবশেষ। উহাই এখন বিন্দুরূপে ত্রিপুরীতে (অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে) ধারণ করিতে হয়। উহা ধারণ করিলে কি হয়? না, ত্রিপুটী নাশ হয়। ইহাই হইল প্রকৃত যজ্ঞের ফল। এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ হয় বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার মা উঠিলেন।

অখণ্ডানন্দজীর তিরোভাব উৎসব
১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার (ইং ৩।১০।৫০)

আজ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোভাব উৎসব। এই উপলক্ষ্যে সূর্যোদয় হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত কীর্তন হইল। দ্বিপ্রহরে সাধুদের ভাণ্ডারা হইল এবং আমরাও আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম। রাত্রিতে মৌনের পর স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। নারায়ণ স্বামী এবং কমল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। ইহার পর মা আহার করিতে গেলেন এবং আহারান্তে চত্বরের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় নানা কথা হইতে লাগিল। নারায়ণ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন যে মায়ের সহিত শঙ্করাচার্য্যের দেখা হইয়াছে কি না। মা দেখা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। মুক্তিবাবাও মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাবীরের সহিত মায়ের দেখা হইয়াছে কিনা। মা উহাও স্বীকার করিলেন, কিন্তু ঐ স্বীকারোক্তি ভিন্ন আর কিছুই মায়ের নিকট হইতে বাহির করা গেল না।

ইহার পর শ্রীযুক্ত নীরজ মুখার্জির ভাইঝি কণার সম্বন্ধে কথা উঠিল। তাহার দেহত্যাগ রায়পুর আশ্রমে হইয়াছিল। ঐ সময় নারায়ণ স্বামীজী (তখন নেপাল ব্রহ্মচারী), মুক্তিবাবা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাহাকে দীক্ষা দেন। শ্রীমান্ অভয় তাহাকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনাম শুনায়। কণার গতি সম্বন্ধে মা যাহা বলিয়াছিলেন মুক্তিবাবা তাহা বলিলেন, "কণার দেহত্যাগের পরদিন মা বলিয়াছিলেন, কণার আবার ধনাঢ্য ঘরে জন্ম হইবে। তাহার বিবাহ ও একটি পুত্র সন্তান হইবে। এবং ঐ ছেলে একজন প্রসিদ্ধ যোগী হইবে। কণাও তপস্বিনী হইবে এবং তাহার প্রভাবেই তাহার স্বামীর মুক্তি হইবে। উহাই হইবে কণার শেষ জন্ম। কণার পুত্রের সঙ্গে নারায়ণ স্বামীর কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে।"

নিয়তিকে কেহ রোধ করিতে পারে না

ইহার পর ভ্রমর এবং আরও দুইটি মেয়ের সম্বন্ধে মা যাহা বলিয়াছিলেন খুকুনীদিদি সেই কথা বলিলেন। দিদি বলিলেন, "ইহাদের সকলকেই মা প্রকারান্তরে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ইহাদের পক্ষে মায়ের কথা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই, এবং ইহাদের সম্বন্ধে মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তাই মনে হয় যে নিয়তিই বলবান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সম্বন্ধে মায়ের সম্পর্কিত এক লোকের নিকট বিদ্যাকূটে যে গল্পটি শুনিয়াছিলাম উহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং অনেকের নিকট আমি ঐ গল্প বলিয়াছি। গল্পটি হইল এই—ভরদ্বাজ মুনির রমানাথ নামে এক সেবক ছিল। একদিন মুনি রমানাথকে বলিলেন, "রমানাথ, তোমার দিন ত শেষ হইয়া আসিল, এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।" ইহা শুনিয়া রমানাথ বলিল, "প্রভো, একি কথা? আমি ত এই আশায়ই আপনার সেবা করিয়াছি, যাহাতে আমার মৃত্যু না হয় আপনি সেই ব্যবস্থা করুন, কারণ আপনি সর্বশক্তিমান।" ভরদ্বাজ মুনি বলিলেন, "মানুষের মৃত্যু হয় না ইহা ত কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। তবে কি করা যায়? চল ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি যে ব্যবস্থা দেন সেই অনুসারে কাজ করিলে চলিবে।" এই বলিয়া দুইজনে ব্রহ্মলোকে গেলেন। ব্রহ্মা মুনিকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি বলিলেন, "আমার এই সেবক অমর হইতে চায়। এখন কি ব্যবস্থা করা যায়?" মুনির কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ত এমন কোন ব্যবস্থার কথা জানি না যাহাতে মানুষ অমর হইতে পারে। আমি মাত্র সৃষ্টিকর্তা। চল, আমরা বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনি রক্ষাকর্তা তিনি হয়ত কোন উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া তিনজনে বিষ্ণুলোকে গেলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্বক বলিলেন, "আজ কি উদ্দেশ্য লইয়া ব্রহ্মা এবং ঋষিবরের এখানে আগমন।" ব্রহ্ম তখন সমস্ত কথা বলিলে, বিষ্ণুও গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ত কোন উপায় জানি না যাহা দ্বারা মানুষ অমর হইতে পারে। এ সম্বন্ধে হয়ত শঙ্কর কিছু বলিতে পারিবেন, কেন না তিনি সংহার কর্তা, চল আমরা সকলে শঙ্করের কাছে যাই।" এই বলিয়া চারিজনে শিবলোকে গেলেন। শঙ্কর ইঁহাদিগকে একত্র আসিতে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কিজন্য তাঁহাদের আগমন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু সমস্ত কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। ঐ কথা শুনিয়া শঙ্কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব চিন্তিত হইলেন। পরে বলিলেন, "আমিও ত মানুষকে অমর করিবার কোন উপায় জানি না। এক কাজ করা যাক্, আমরা সকলে মিলিয়া নিয়তির কাছে যাই। সেখানে গিয়া দেখি যে রমানাথের অদৃষ্টে কি লেখা আছে, উহা জানিয়া একটা ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।"

"এই বলিয়া সকলে মিলিয়া নিয়তির কাছে গেলেন। নিয়তিকে যখন রমানাথের ভাগ্য সম্বন্ধে কি লেখা আছে তাহা দেখাইতে বলা হইল তখন দেখা গেল যে, নিয়তি এই ক'টি কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন—যেক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রমানাথকে লইয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইবেন সেইক্ষণেই রমানাথের মৃত্যু হইবে।" এই লেখা দেখিয়া তাহারা পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন যে রমানাথের মৃতদেহ দ্বারদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। "রমানাথের মৃত্যু এইভাবে ছিল বলিয়াই তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া এই ব্যাপার ঘটাইলেন।" গল্প শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরাও বলিয়া থাক যার মৃত্যু যথায়, নাও করে যায় তথায়।"

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া ভিতরে গেলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কি করিলে শাস্ত্র এবং ভগবানে শ্রদ্ধা হয়

১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।১০।৫০)

আজ আশ্রমে যাইতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। হল ঘরে গিয়া দেখি যে মা হল ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছেন। দেবশঙ্করবাবু উপস্থিত ছিলেন। অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাইলাম যে তিনি মাকে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নেরই আলোচনা চলিতেছে। তাঁহার প্রশ্ন ছিল কিভাবে লোকের শাস্ত্র এবং ভগবানের উপর শ্রদ্ধা হয়। ইহার উত্তরে মা গতকল্য বলিয়াছিলেন, "সৎসঙ্গ, সদালোচনা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি করিতে করিতেই নিজের ভিতর শ্রদ্ধার জাগরণ হইতে থাকে। জাগরণ কি? না, যা, গড়ন বা তৈয়ার হয়। শ্রদ্ধা ত সকলের ভিতরেই আছে। কাহারও কাহারও ভিতরে উহা গুপ্তভাবে আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎসঙ্গ সদালোচনা করিতে করিতেই উহার এমন ভাবে প্রকাশ হয় যাহা তাহাকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়। অনেকের হয়ত ধ্যান, জপ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি করিতে ইচ্ছা হয় না তখন ঐ সব কাজগুলি ঔষধ খাওয়ার মত করিয়া যাইতে হয়। রোগ হইলে লোকের যেমন ভাল খাদ্যের প্রতিও অরুচি জন্মে, পরে ঔষধ খাইয়া রোগ সারিয়া গেলে আবার রুচি ফিরিয়া আসে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ।"

আজও মাকে বলিতে শুনিলাম, "যাহার যেরূপ আসক্তি সে ঐ আসক্তিতে ভগবানের দিকে চালাইয়া দিলেই কাজ হইতে পারে। যেমন কেহ লোকের সেবা করিতে ভালবাসে, তাহার অন্য কিছু ভাল লাগে না। এখানে সে যদি সর্বভূতে ভগবান্ আছেন মনে করিয়া সেবা করিয়া যায় তবে এক সময় তাহার মধ্যেও শ্রদ্ধার উদয় হইয়া ভগবানের প্রকাশটা হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ আবার কিন্তু প্রতিষ্ঠার ভাব হইতেও লোক সেবা করে। সে মনে করে যে লোকের সেবা করিলে সকলে তাহাকে প্রশংসা করিবে, ভক্তি করিবে এবং সমাজে তাহাকে একটা বিশিষ্ট স্থান করিয়া দিবে, সে সেখানে ভক্ত শিষ্য লইয়া সুখে বসবাস করিবে।

"যাহার গান বাজনা ভাল লাগে সে যদি ভগবানের নামগান এবং কীর্তনাদি করে তবে ঐভাবে চলিতে চলিতে একদিন তাহার আধ্যাত্মিক দিকটা খুলিয়া যাইতে পারে। যাহার লোক খাওয়াইয়া ধূমধাম করিতে ভাল লাগে সে যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসবাদি লইয়া থাকে তাহা হইলেও কাজ হইতে পারে। আবার যাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না, যাহার বিবেক বৈরাগ্যের দিকে ঝোঁক সে যদি বিচার গ্রন্থাদি পাঠ করিতে থাকে তাহা হইলেও তাহার ভগবৎ প্রাপ্তির পথটা খুলিয়া যাইতে পারে।

"অনেকে আবার নিজকে সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেই ভালবাসে। সেবা বলিতে সে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদির সেবাই বুঝে। এ অবস্থায়ও কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক পথটা খুলিবার উপায় আছে। পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে সে যদি সেবা করিয়া যায়, স্ত্রীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি গৃহলক্ষ্মীর মত এবং ছেলেমেয়েদিগকে বালগোপাল ও কুমারীরূপে দেখিতে থাকে তবে এখান হইতেও সে মুক্তির পথ পাইতে পারে। যাহার এইসব কিছুই আসে না সে যদি অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া দুইবার প্রণাম করে তবে তাহা হইলেও ফল হইতে পারে। পিতামাতাকে দেবতাজ্ঞানে সকলেরই দুইবেলা প্রণাম করা উচিত। দূরে থাকা হয় বলিয়া যদি প্রণাম করার সুবিধা না থাকে, তবে অন্ততঃ মনে মনেও প্রণাম করা উচিত, কারণ তাঁহারাই ছেলেমেয়ের জীবন দান করিয়াছেন কিনা। পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে করিতে শেষে ভগবানের প্রতিও শ্রদ্ধা আসে। ছেলেমেয়েরা ত তাহাদের পিতামাতাকেই সবচেয়ে বড় মনে করে, কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের বাপমায়ের চেয়েও বড় একজন আছেন। এইভাবে তাহাদের ভগবানের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়া যায়। এই সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা এ শরীরের খেয়ালে আসিতেছে। এ শরীর যখন খুব ছোট ছিল, তখন ত গ্রামের বাড়ীতে থাকা হইত। সে বাড়ীই বা কি? বাঁশের খুটির উপর ছনের ঘর এবং তাহাতে আবার চাটাইয়ের বেড়া। ঐ সব দেশে কোন কোন সময় খুব ঝড় হয়। একদিন হইয়াছে কি, খুব কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, ঝড়ও উঠিয়াছে, উহা দেখিয়া এ শরীরের পিতামাতা খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ ঘরখানা ত তেমন সবল নয়, উহা পড়িয়াও যাইতে পারে। ঘর পড়িয়া গেলে ত সকলেরই প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা। ঐ ঘরের মধ্যেই জিনিষপত্র রাখিবার জন্য একটা মাচান করা ছিল। মাচানটা দেখিতে ঘর হইতে কিছু শক্ত। এ শরীরের পিতা মনে করিল যদি ঐ মাচানের নীচে আশ্রয় লওয়া যায় তবে ঝড়ে ঘরটি পড়িয়া গেলেও হয়ত জীবন রক্ষা পাইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা দুইজনে ঐ মাচানের নীচে গিয়া আশ্রয় লইল এবং এ শরীরকেও ঐখানে লইয়া গেল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আবার বলিতে লাগিলেন, "কাহারও কাহারও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটা সহজেই আসিয়া যায়। আবার কাহারও কাহারও এ দিকের দৃষ্টিটা সহজে খোলে না। সেইজন্য কাল বলিয়াছিলাম যে রোগ হইলে যেমন অনিচ্ছায়ও ঔষধ খাইলে উপকার হয় সেইরূপ জোর করিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতেও তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যায়। লোকের ভগবানের প্রতি যতই আসক্তি জন্মিবে তাহার বিষয়ের আসক্তি ততই কমিয়া যাইবে। আবার যাহার বিষয়ের আসক্তি বেশী থাকিবে তাহার ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকিবে না এবং তাহাকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। দুর্গতি কি? না, যে গতিটা ভগবানের দিকে নয় তাহাই দুর্গতি এবং ঐ গতিরই ভোগ হয়। যে গতি পরম বস্তুর দিকে, ভগবানের দিকে তাহাতে ভোগ কাটিয়া যায়। আবার ভগবানের মহিমাও এমন যে একবার যদি কাহারও মধ্যে তাঁহার পরশ লাগিয়া যায় তবে সে আর ভগবানকে ছাড়িতে পারে না।

দেবশঙ্করবাবু। কেহ যে ভগবানের দিকে চলে, আবার কেহ যে বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে ইহা কি প্রারব্ধের জন্য নয়?

মা। পূর্বেও বলিয়াছি যে প্রারব্ধের স্থান আছে। যেখানে কর্ম আছে, কর্মফল আছে, সেখানে প্রারব্ধও আছে।

দেবশঙ্করবাবু। লোকের যে ভোগ হয় উহা ত প্রারব্ধের জন্যই হয়। এমন কি জীবন্মুক্ত পুরুষদেরও প্রারব্ধ ভোগ করিতে দেখা যায়।

মা। যেখানে ব্যক্তি বা সমষ্টি আছে সেখানে ত ভোগ আছেই। কিন্তু যাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয় তাঁহার ভোগ কোথায়? মুক্তি ত কোন ব্যক্তি বিশেষের হয় না। আবার ভগবান সকল কর্ম জ্বালাইয়া দিতে পারেন শুধু প্রারব্ধটুকু জ্বালাইয়া দিতে পারেন না? তবে একথাও তোমাদিগকে বলিয়াছি যে প্রারব্ধ ভোগের জায়গা আছে। জীব যতক্ষণ সীমার মধ্যে আছে, ততক্ষণই ভোগ আছে। যে মুক্ত তাহার আবার ভোগ কি?

এক ভদ্রলোক। মা, প্রারব্ধ ত মানিতেই হয়। ধরুন একজনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই ছেলে আছে। পিতা দুইজনকেই শিক্ষা দিতে সমান যত্ন করিতেছেন। একটি ছেলে ভাল হইল, আর একটি ছেলে খারাপ হইল। ইহার কারণ কি? এবং এ অবস্থায় উপায়ই বা কি?

মা। দুইটি ছেলে যে দুইরকম হইল তাহার কারণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার। আর উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে না? যে ছেলেটি খারাপ হইল তাহার প্রতি পিতামাতার কর্তব্য হইবে তাহাকে সর্বদা সদুপদেশ দেওয়া। কেবল সদুপদেশ দিলেও চলিবে না। পিতামাতারও এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত যাহাতে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে সন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" পিতা যদি নিজে মুক্ত হইতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপেলে কেন, অনেককেই মুক্ত করিতে পারে। ছেলেপেলেদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য পিতামাতারা ত নিজেরা সদাচরণ করিবেই তাহা ছাড়া সর্বদা ছেলেপেলেদিগকে সদুপদেশ দিবে। তাহারা হয়ত উপদেশ শুনিবে না। কিন্তু তবুও উপদেশ দিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। এই উপদেশের একটা ফল আছে। ছেলেপেলেরা যাহা দেখে, যাহা শুনে, যদিও তাহার ফল তখন তখন দেখা যায় না তবুও উহার একটা ছাপ তাহাদের ভিতরে পড়িয়া যায় এবং ঐ পুটুলিটা সঙ্গে থাকিলে একসময় উহার ফলও প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাহাকেও কাহাকেও আমি এই বলিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি যে বাবা আমাকে এত উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তখন তাহা শুনি নাই, আমি অন্যায় করিয়াছি, কিন্তু তিনি ত আমাকে উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। কর্মের গতিতে ধাক্কা খাইয়া অনেকের এইরূপ অনুতাপ হয়। ছেলেপেলেদিগকে অনেক সময় শাসনও করিতে হয়। মারিবার জন্য মারা নয়, তাহাদের সংশোধনের জন্য মারা। ঐ ভাবে ধাক্কা খাইলে তাহাদের গতিটা ফিরিয়া যায়।

দেবশঙ্করবাবু। মার খাইয়া ধর্মাচরণ করা আমার পছন্দ হয় না।

মা। নিজ হইতে ধর্মপথে চলা ত সবচেয়ে ভাল। কিন্তু অনেক সময় সকলে তাহা করে না। ঐ সব জায়গায় আঘাতের প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, আঘাতের ফলে অনেকের গতিটা ফিরিয়া যায়, এমন কি দৃষ্টিটাও খুলিয়া যায়। এক ঘটনার কথা বলি—কোন স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া হয়, উহার ফলে স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুদিন সে বেশ ছিল। পরে তাহার এই ভাবিয়া দুঃখ হইল যে সে ক্রোধের বশে সন্ন্যাসী হইয়াছে। এখন আর সে গৃহে ফিরিয়াও যাইতে পারিতেছে না। এখানে আমি বলিব যে তাহার সন্ন্যাস মোটেই হয় নাই। যদি প্রকৃত সন্ন্যাস হইত তবে এ জাতীয় চিন্তা আসিত না, সে ঐ ঝগড়ার মধ্যেই ভগবানের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিত। তোমরা তুলসীদাসের কথা জান ত? স্ত্রীর কথায় আঘাত পাইয়াই তাহার ভগবানের দিকে দৃষ্টিটা খুলিয়া গেল। একেই বলে বিষাদ যোগ।

দেবশঙ্করবাবু। শ্মশান বৈরাগ্য ত আছে?

মা। হাঁ, ধাক্কা খাইয়া হয়ত সাময়িকভাবে ভগবানের দিকে লক্ষ্য পড়িতে পারে। কিন্তু তাহাকে বিষাদ যোগ বলা যায় না। আঘাত খাইয়া ভগবানের দিকে লক্ষ্যটা যখন খুলিয়া যায় এবং উহার পর হইতেই কেবল ঐ পথে চলিতে থাকে তখনই তাহাকে বিষাদ যোগ বলা যায়, যেমন তুলসীদাসের হইয়াছিল।

এই সব কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় সোয়া বারটা বাজিয়া গেল দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

ভগবান লাভের সহজ উপায়

১৯শে আশ্বিন শুক্রবার (ইং ৬।১০।৫০)

আজ বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা তখনও হলঘরে আসেন নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় আসিয়াছেন। ইহার বয়স সত্তর বৎসরের ঊর্দ্ধে হইবে। আজ কয়েকদিন যাবৎ ইনি মাকে প্রশ্ন করিয়া মা স্বরূপতঃ কে তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি গতকল্যও মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন লোক যদি বলে সে ভগবান, তবে কি করিয়া জানিব যে তিনি ভগবান কি না?"

মা। কোন লোক যদি বলে সে ভগবান তবে সে ভগবান হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন করিয়া? লোক কি কখনও ভগবান হইতে পারে? লোক লোকই, আর ভগবান ভগবানই।

সান্ন্যাল মহাশয়। ভগবান ত মানুষের রূপে আসিয়াও নিজকে ভগবান বলিতে পারেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ মানুষরূপে আসিয়াছিলেন।

মা। ভগবান যদি মানুষরূপে আসেন এবং নিজকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দেন তবে তিনি বুঝাইয়াও দিবেন যে তিনি ভগবান। কেবল মানুষরূপের কথা বলিতেছ কেন? তিনি যে কোন রূপ গ্রহণ করিয়া আসিয়া ও নিজকে ভগবান বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই জাগিবে না।

সান্ন্যাল মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণ ত ভগবান ছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের নিকট ত তিনি আর ভগবান ছিলেন না।

মা। না, তিনি দুর্য্যোধনের নিকট মানুষই ছিলেন। আবার যাহারা তাঁহাকে ভগবান মনে করিত তিনি তাহাদের নিকট ভগবানই ছিলেন।

সান্ন্যাল মহাশয় বুঝিয়াছেন যে জেরা করিয়া মার নিকট হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন কথা বাহির করা অসাধ্য। তাই পরে মা হলঘরে আসিয়া বসিলে তিনি আর ঐ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন, "যে ভগবান সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার সহজ উপায় কি?"

মা। গুরু কৃপা।

সান্ন্যাল মহাশয়। ইহা কোন উত্তর হইল না। এখানে আবার প্রশ্ন উঠিবে গুরু কে? তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া ইত্যাদি। আপনি অন্য কিছু বলুন।

মা। গুরু কৃপা যদি না মান, তবে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হও। ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য কান্নাকাটি করিলেই তাঁহার প্রকাশ হয়।

সান্ন্যাল মহাশয়। কান্নাকাটি করিলেই যে ভগবানের প্রকাশ হয় তাহা আমি বিশ্বাস করি না। গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিল। তাহারা ইহাও জানিত যে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা এমনকি প্রতি ধূলিকণাতেও ভগবান্ বিদ্যমান। রাসলীলার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন তখন ত তারা কত কান্নাকাটি করিয়াছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইল কই? লতায় যে কৃষ্ণ আছেন তাহার উপলব্ধি হইল কই?

মা। বৃন্দাবনের গোপিনীরা কৃষ্ণকে যেভাবে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সেইভাবেই পাইয়াছিলেন। সর্বভূতে যে ভগবান আছেন তাঁহারা ত তাহা জানিতে চান নাই, কাজেই তাঁহারা তাহা পান নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ যে কি সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ভগবান সর্বরূপে, সর্বভাবে আছেন ত। বিরহ ত তাঁহারই একটা রূপ। বৃন্দাবনে তিনি নিজকে বিরহরূপে প্রকট করিয়া নিজেই বিরহ আস্বাদন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোন উত্তরই সান্যাল মহাশয়ের মনোমত হইতেছে না।

মা। তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে যে ভগবান লাভের (Short cut) কি? (সকলের হাস্য) আমি তোমাকে খুব সহজ পথ বলিয়া দিতেছি। ভগবানের জন্য পূজা যজ্ঞাদি করিবার দরকার নাই। কোন আসন করিয়া ধ্যানধারণাদি করিবারও দরকার নাই। শুধু তাঁহার প্রতি মনটা ফেলিয়া রাখ, সর্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখ, এর চেয়ে সহজ পথ আর কি আছে?

সান্যাল মহাশয়। তাঁহাকে ত স্মরণ করি, তবে সর্বদা কি করা যায়?

মা। ব্যাকুল না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেন? তোমরা ঘরের মধ্যে আছ। ঘরে আগুন লাগিলে কি আর ঘরের মধ্যে থাকা যায়? তখন ছুটিয়া বাহির হইতে হয়। সেইরূপ তাঁহার জন্য যদি ব্যাকুল হওয়া যায় তবে তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। ছেলেপেলে যখন খেলিতে থাকে মার দৃষ্টি তাহাদের উপর থাকিলেও মা তাহাদিগকে কাছে টানিয়া নেয় না। কিন্তু খেলা ফেলিয়া যখন তাহারা কাঁদিতে আরম্ভ করে তখনই মা দেখা দেন। হ্যাঁ, তবে এমন হয় যে, সময় হইলে মা ছেলেকে জোর করিয়া খেলা হইতে সরাইয়া নিয়া তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া খাওয়াইয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সান্ন্যাল মহাশয়। যাহার কোটি টাকা থাকে সেকি উহা হইতে অপরকে কিছু দেয় না? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) যদি বলি টাকার থলি মাত্র একটিই। ভগবান যে তোমার মধ্যেই সব ধন রাখিয়া দিয়াছেন। তোমার মধ্যে কিছুরই ত অভাব তিনি রাখেন নাই। তুমি কেবল খোঁজ কর। বাড়ীতে গুপ্তধন থাকিলে যেরূপ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় সেইরূপ তোমার ভিতর যে ঐশ্বর্য্য আছে তুমি তাহা খোঁজ করিতে থাক। খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন উহা পাইবেই। একবার তাঁহার স্পর্শ লাগিলেই বদলাইয়া যাইবে। এইজন্যই ত বলা হয় উলট যাও (ঘুরিয়া যাও) যেখান হইতে আসিয়াছ সেইখানে ফিরিয়া যাও।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সাধন অবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের কথা

২২শে আশ্বিন, সোমবার (ইং ৯।১০।৫০)

আজ বেলা ১০টার পূর্বেই আশ্রমে গেলাম, কারণ গতকল্য শুনিয়াছিলাম যে রামকৃষ্ণ মিশনের মৈথিল্যানন্দ মহারাজ আজ সকালে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তিনি আসিলেই ভাল ভাল কথাবার্তা হয়। কিন্তু স্বামীজী আসিতে বেলা ১১টা বাজাইয়া দিলেন। স্বামীজী আসিয়া মার কুশল প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি আপনি নাকি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন?"

মা। হ্যাঁ, শুনিয়াছি তোমরা নাকি এ শরীরটাকে কোথায় পাঠাইয়া দিবে। (সকলের হাস্য)

মৈথিল্যানন্দ। দেবীপক্ষ আসিতেছে। এ সময় আপনি অন্যস্থানে চলিয়া যাইবেন?

মা। বাবা, স্থান আবার আছে নাকি? আমি কোথায় যাইও না আসিও না।

মৈথিল্যানন্দ। থাকা থাকিলে জায়গাও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। হ্যাঁ, সেইজন্যই ত বলিতেছিলাম যে আমি যাইও না, থাকিও না। জায়গা কি? 'জায়গা'তে চলিয়া যাওয়া (হিন্দী জায়েগা অর্থ চলিয়া যাইবে) তবে ইহারা এই শরীরকে ঐদিকে অর্থাৎ বহরমপুরে) লইয়া যাইবে বলিয়া পূর্বেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

মৈথিল্যানন্দ। দেবীপক্ষ আসিতেছে তাই আপনি একসময় যে সব দেবী দর্শন করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বলুন।

মা। কি দেবী?

মৈথিল্যানন্দ। কালী, দুর্গা প্রভৃতি যে সকল দেবী আপনি দেখিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বলুন।

মা। দর্শনের কথা বলিতেছ? (সকলকে দেখাইয়া) সকলেই ত ঐ মায়ের মূর্ত্তি।

মৈথিল্যানন্দ। এ ত অদ্বৈত ভাবের কথা বলিলেন। আমি দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছি। অদ্বৈত তত্ত্ব শুনিতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু উহাতে প্রাণে আনন্দ পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণদেব যেমন কালী দেখিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ যেমন কালীকে বালিকা মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও নানারূপে কালীকে দেখিয়াছেন। আপনি সেই সব দর্শনের কথা আমাদিগকে বলুন।

মা। (স্বামীজীকে দেখাইয়া) বাবা তুমিই কালী, তুমিই মা। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সবই ত মায়ের রূপ।

মৈথিল্যানন্দ। আপনি সর্বদাই আমাদের নিকট গোপন করেন। (সকলের হাস্য)

মা। আরও এক কথা বলি, তুমি যে এশরীর দেখিতেছ ইহাও কিন্তু কালী। আমি সত্যই বলিতেছি। গঙ্গার ধারে বসিয়া মিথ্যা কথা বলিব কেন? (সকলের হাস্য) আমার যে দর্শন হইয়াছে তাহা কি করিয়া জানিলে?

মৈথিল্যানন্দ। ইহার কারণ বলিতে পারি না তবে আমার প্রাণ বলিতেছে, তাই আমি জানি।

মা। (হাসিয়া) তাহা হইলে তুমি সমজদার ছেলে। (সকলের হাস্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৈথিল্যানন্দ। না, সমজদার নই। তবে মা যখন ছোট ছেলেকে কোন জিনিষ দিবেন না বলিয়া লুকাইয়া রাখেন, ছেলে তাহা বুঝিতে পারে।

মা। কোলের শিশুর নিকট মা কিছুই লুকান না।

মৈথিল্যানন্দ। হ্যাঁ, আমরা কোলের শিশুর মতও নই, আবার সমজদারও নই। তবু মা যে কিছু লুকাইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। ইহা লইয়া কিছুক্ষণ হাসাহাসি চলিল।

মা। দর্শনের কথা বলিলে না? কালী বল, দুর্গা বল, পরাশক্তি বল, সবই ত এক শক্তিকে বুঝায়। আমরা যা কিছু দেখি সবই ত এক শক্তির বিভিন্ন রূপ। সেইজন্য তোমাকে দেখাইয়া বলিতেছিলাম যে তুমিই কালী। আবার কালী, দুর্গার প্রভৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায় উহাও ত সাময়িক। অর্থাৎ কোন কোন সময় একমাত্র শক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নিজকে প্রকট করিয়াছিলেন। যেমন চণ্ডীতে তোমরা দেখিতে পাও যে অসুর বধের জন্য দেবী কখন কি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সব মূর্ত্তির বর্ণনাও চণ্ডীতে আছে। কাজেই শব্দরূপে তোমরা ত দেবীর দর্শন পাইতেছই। এখন কথা হইল মূর্ত্তিরূপে দর্শনের ব্যাপার, তবে জানিও যে তিনি যে কোন রূপেই নিজকে প্রকট করুন না কেন ঐরূপের মধ্যেই তাঁহার অনন্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক বীজের মধ্যে অনন্ত গাছ আছে, আবার গাছের যে কোন স্থানে বীজ বা মূল আছে। সেইরূপ মহাশক্তি, কৃষ্ণ, কালী, রাম ইত্যাদি যে কোন মূর্ত্তিতেই নিজকে প্রকট করুন না কেন, উহার প্রত্যেকের মধ্যেই তাঁহার অনন্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা অনন্ত তাহা বর্ণনা করা যায় কেমন করিয়া? আবার যদি কোন একটা বিশেষ মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু উহার তত্ত্বের প্রকাশ না হয় তবে উহা দর্শনই নয়। সেইজন্য বলা হয় যে প্রকৃত দর্শন হইলে দর্শনের কথা আর কিছু থাকে না। এই হইল একদিকের কথা। আবার দেখ, দর্শন কাহার হয়? যাহার মধ্যে অভাব বোধ আছে তাহারই ত দর্শন হয়। অভাব বোধ কিরূপ? যেমন আমি রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা কালী নাম পাইলাম। এখানে শব্দরূপে আমার রাম বা কালী পাওয়া হইল। এখন ইচ্ছা হইল যে মূর্ত্তি রূপে আমি রাম বা কালীকে দেখি। এই যে দেখিবার ইচ্ছা ইহাও ত অভাব হইতে হইয়া থাকে। আমি মূর্ত্তি দেখি নাই বলিয়াই ত আমার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে? তাই বলিতেছিলাম যে অভাব বোধ হইতেই দর্শন হয়। কিন্তু এ শরীরের মাথাটা খারাপ বলিয়া ইহার অভাব বোধ কোন দিনই নাই। কাজেই এ শরীরের দর্শনও নাই। হ্যাঁ, তবে এ শরীর যখন সাধনের খেলা খেলিয়াছিল তখন ইহা অজ্ঞানী সাজিয়া এটা কি? ওটা কি? এইরূপ জানিতে চাহিয়াছিল এবং তখন ভিন্ন মূর্ত্তিও দেখা গিয়াছিল।

মৈথিল্যানন্দ। সাধনের খেলার সময় আপনার যাহা যাহা দর্শন হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে বলুন।

মা। তাহা তা কিছু কিছু বলিয়াছি; তোমরা আমাকে কিছু ধরাইয়া দেও তবেই ঐ সূত্র ধরিয়া বলিব।

শ্রীযুক্ত কমল ব্রহ্মচারী তখন ঢাকাতে যে মায়ের কালী দর্শন হইয়াছিল সেই কথা বলিতে বলিলেন। মা তখন ঐ কথা বলিতে লাগিলেন। ইহা শা'বাগের কালীপূজার গল্প। পূর্বে একবার ইহা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। তবে ঐ গল্প করিতে করিতে মা দুইটি বিষয় উল্লেখ করিলেন যাহা আমার জানা ছিল না। মা বলিলেন, "একবার কক্সবাজারে থাকিতে খেয়াল হইল যে দা দিয়া নিজের হাত কাটিয়া ফেলি। যাহা খেয়াল হয় তাহা অনেক সময় শত বাধা সত্ত্বেও হইয়া যায়। আবার কখন কখন খেয়ালটা আসিয়াও চলিয়া যায়। তখন হয়ত কাহারও কাহারও ঐ খেয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র ইচ্ছা হয়। ঐবারও খেয়াল হইতেছিল যে নিজের হাত নিজে কাটিয়া ফেলি। লোকে যেমন এক হাতে কাঠ ধরিয়া অন্য হাত দিয়া তাহা অনায়াসে কাটিয়া ফেলে, খেয়াল অনুসারে যদি কাজ হইত তবে ঐ ভাবেই হাত কাটা হইয়া যাইত। এখানে ব্যথা বেদনার কোন প্রশ্নই নাই। আমার ঐ ভাব দেখিয়া খুকুনী খুব ব্যস্ত হইল এবং সর্বদা আমার উপর লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। বাড়ীতে দা গুলিও লুকাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে লাগিল যেন উহা আমি হাতের কাছে না পাই। যেদিন রাত্রিতে কালীর হাত ভাঙ্গিয়া গহনা চুরি হইল সেদিনও ঐ হাত কাটিবার খেয়াল হইতেছিল। পরদিন ঢাকা হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে কালীর হাত ভাঙ্গিয়া সোনার চুড়ি এবং গলার সোনার গহনা চোরে লইয়া গিয়াছে। যেদিন হইতে চোরে কালীর হাত ভাঙ্গিয়া গহনা চুরির জল্পনা করিতেছিল সে দিন হইতেই এ শরীরের হাত ভাঙ্গিবার খেয়াল হইতেছিল। কারণ চোরই বা কে? আর যে মূর্ত্তি ভাঙ্গা হইয়াছে উহাই বা কে? সবই ত এক। পরে ঢাকা গিয়া ঐ কালীমূর্ত্তির হাত মেরামত করা হয়। সেই সময় এ শরীরের বাহুর রক্ত দিয়া ঐ মেরামত কাজ হইয়াছিল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

এই সব কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল দেখিয়া স্বামীজী বিদায় হইলেন। মা-ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিড়ালের প্রতি আসক্তি হইতে বৈরাগ্যের উদয়

আজ বিকালে চত্বরে বেড়াইতে বেড়াইতে মা একটি মেয়ের কথা বলিলেন। তাহার বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে। মেয়েটিকে আমি আজ দুপুরবেলা আশ্রমে দেখিয়াছিলাম। গত রাত্রিতেও মা এই মেয়েটির সম্বন্ধে গল্প বলিয়াছিলেন এবং তখন আশ্রমের অন্য একটি মহিলাকে ডাকিয়া আনিয়া ঐ গল্প শুনিতে বলিয়াছিলেন। গল্পটি হইল এই—বরিশালের মধ্যে কোন গ্রামে একটি ছেলে ছিল। সে অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তাহার পিতামাতা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া এই মেয়েটির সহিত বিবাহ দিয়া দেন। বিবাহের কিছুকাল পরে সে আবার সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যায়।

এদিকে শ্বশুর শাশুড়ীও এই মেয়েটিকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে থাকে। নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া কাশী চলিয়া আসে এবং এখানে কোন দেবালয়ে বাস করিতে থাকে। ইহার স্বামী ধর্মজীবন যাপনের সঙ্কল্প লইয়া ঘর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হইয়া গিয়াছিল, ইহারও স্বামীর মত ধর্মজীবন যাপনের ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। পরে অবশ্য জানা গিয়াছে যে ইহার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার ছেলেপেলেও হইয়াছে। যাহা হউক ঐ দেবালয়ে কিছুদিন থাকার পর মেয়েটির অল্প বয়স দেখিয়া কেহ কেহ তাহাকে চাকুরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে উপদেশ দিল; কারণ বৃদ্ধ বয়সে অর্থের প্রয়োজন ত হইবেই। তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া মেয়েটি বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না ইত্যাদির কাজ লইল, কারণ সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। এদিকে গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়া সে নিজের ঘরে গোপাল সেবাও করিতে লাগিল। মা বলিলেন, "এইভাবে কিছুদিন গেলে মেয়েটির আর একা থাকিতে ভাল লাগিল না, সে একটি বিড়ালছানা যোগাড় করিয়া নিল। ঐ বিড়ালটিকে সে সর্বদা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত এবং রোজ এক পোয়া করিয়া দুধ খাইতে দিত। এইভাবে প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গেল। চাকুরী করিয়া ইহার হাতে কিছু টাকা হইয়াছিল। এ মনে করিল আর চাকুরী করিয়া কি হইবে? যাহা কিছু আছে তাহা যদি গুরুকে দিয়া দেই আর গুরুর কাছেই যদি সেবা পূজা লইয়া থাকি তাহা হইলেই ত ভাল হয়। এই মনে করিয়া সে তাহার গুরুকে নগদ প্রায় ৪০০ টাকা এবং অন্যান্য জিনিষ দান করিল। সে তাহার বিড়ালটি লইয়া গুরুর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। এদিকে গুরুপত্নী বিড়ালটি কিছুতেই রাখিতে চান না, কারণ তাহাকে দুধ দিতে হয়। মেয়েটি গুরুমার নিকট নানাভাবে কাকুতি মিনতি করিয়াও তাহার মনের পরিবর্তন করিতে পারিল না। শেষে মনের দুঃখে একদিন রাত্রিতে সে নিজে বিড়ালটিকে রাস্তায় নিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল, মনে করিল এখন ত বাঁধন খুলিয়া দিলাম পরে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে আবার দড়ি দিয়া ইহাকে বাঁধিয়া রাখা যাইবে। কিন্তু কাজে আর তাহা হইয়া উঠিল না, কারণ সে নিজেই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন বিড়ালের খোঁজ করিয়া দেখে যে বিড়াল নাই। তখন এই বিড়ালের শোকেই সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এখন তাহার একমাত্র চিন্তা হইয়াছে যে ঐ বিড়ালটির কি গতি হইল। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে গোপাল সেবা করিত তাহাও এখন সে ছাড়িয়া দিয়াছে। গুরুর বাড়ীও ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার ধ্যানজপের বিষয় হইয়াছে একমাত্র ঐ বিড়ালটিই। গতকাল রাত্রিতে আসিয়া মেয়েটি আমাকে তাহার এই অবস্থার কথা বলে। তাই আজ তাহাকে আসিতে বলিয়াছিলাম। আজ দুপুরে সে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আজও কথাবার্তা হইয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, তোমার বিড়ালের কি নাম ছিল? সে বলিল, "মিনু"। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি আমাকে মিনু বলিয়া ধরিয়া লও। মনে কর আমিই তোমার মিনু," সে বলিল, "না, তুমি মা, তোমাকে মিনু ভাবিতে পারিব না।" তখন তাহাকে বলা হইল, "আচ্ছা, তুমি নিজকে মিনু বলিয়া ভাবিতে পারিবে?" দেখি যে সে তাহাতেও রাজি নয়। নিজকে বিড়ালজ্ঞান করাও তাহার কাছে ভাল লাগে না। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "দেখ, আর এক কাজ করিতে পার। তুমি তোমার মিনুকে গোপাল বলিয়া মনে কর না কেন? গোপাল বিড়ালরূপে ছিলেন এরূপ মনে না করিয়া ঐ বিড়ালটিই তোমার গোপাল এইরূপ মনে কর। তোমার নিকট তাহার আট বৎসর সেবা গ্রহণ করার ছিল। তাই তাহা গ্রহণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। আর মজাও দেখ, এই আট বৎসরের মধ্যে বিড়ালটি কোন মাছ মাংস খায় নাই যাহা খাইতে বিড়াল সকল সময়ই ভালবাসে। সে শুধু দুধ লইয়াই এই আট বৎসর কাটাইল। কাজেই ইহাকে সাধারণ বিড়াল মনে না করিয়া ইহাকে তোমার গোপাল বলিয়া মনে করিতে থাক এবং তোমার যে গোপাল বিগ্রহ আছে তাঁহাকেই তুমি মিনু মনে করিয়া সেবা পূজা করিতে থাক।" দেখিলাম এই প্রস্তাবটি তাহার মন্দ মনে হইল না। সে আমাকে বলিল, "আমাকে আপনি আপনার কাছে রাখুন না কেন?" আমি বলিলাম, "বেশ তাহাও পারি। তুমি যদি আমার কাছে থাকিতে চাও তবে আমি তোমাকে যেখানে থাকিতে বলিব তোমাকে কিন্তু সেইখানেই থাকিতে হইবে। তাহাতে যদি সম্মত থাক তবে আজ হইতেই আমার কাছে থাকিয়া যাও।" সে বলিল, 'না, মা, এখন আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা পারিব না। কারণ যাহাদের কাছে আমি আছি তাহারা আমাকে খুব যত্ন করে। তাহাদের কাজকর্ম এখন আমি আর ভালভাবে করিতে পারি না, কিন্তু তবুও তাহারা আমাকে ভালবাসে। তাহারাই বলিয়াছিল যে যদি আমি একবার তোমার সহিত দেখা করিতে যাই তবে আর তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইব না। কিন্তু তবুও তাহারা এখানে আসিতে আমাকে বাধা দেয় নাই। আমি তাহাদের যে কাজটুকু করি ঐ কাজের জন্য তাহারা যতদিন অন্য লোক না পাইবে ততদিন আমাকে ঐখানেই থাকিতে হইবে। তাহারা অন্য লোক পাইলে আমি তোমার নিকট চলিয়া আসিব।" মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী এবং তাহার স্বভাব চরিত্রও ভাল, কিন্তু তাহার বড়ই দুঃখের জীবন। এই বিড়ালের শোকই তাহার জীবনে বৈরাগ্য আনিয়া দিয়াছে। এখন সে বলে টাকা পয়সা দিয়া কি হইবে? কিছুর উপরই যেন এখন তাহার আকর্ষণ নাই। মেয়েটি সারাদিন এখানে ছিল। দুপুরে এখানেই খাইয়াছে। বিকালের দিকে বাসায় চলিয়া গিয়াছে।

ললিতাদেবীর মন্দির সংস্কার

২৪শে আশ্বিন, বুধবার (ইং ১১।১০।৫০)

আজ বিকালবেলা মা এলাহাবাদে রওনা হইয়া গেলেন। এলাহাবাদের ললিতা দেবী একটি প্রসিদ্ধা দেবী হইলেও বর্তমানে লোকের নিকট প্রায় অজ্ঞাত। তাঁহার মন্দিরও এতদিন ভগ্নাবস্থায় ছিল, ইহা নাকি বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় ইহার প্রচার কল্পে এইবার মন্দির সংস্কার করাইয়াছেন এবং নবরাত্রি অর্থাৎ দেবীপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিন ঐখানে পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময় শ্রীশ্রীমা যাহাতে ঐখানে উপস্থিত থাকেন সেজন্য তিনি মাকে খুব অনুরোধ করিয়াছিলেন, এইজন্যই মায়ের আজ এলাহাবাদে গমন। আগামীকালই আবার কাশী ফিরিয়া আসিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রারব্ধভোগ কাটে কিনা

২৬শে আশ্বিন, শুক্রবার (ইং ১৩।১০।৫০)

গতকল্য রাত্রি ১০।।টার সময় মা এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ সকালবেলা বৈদ্যনাথ শাস্ত্রীমহাশয় মাকে তাঁহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা হলঘরে বসিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রারব্ধ কাটান যায় কিনা।

মা। কেহ কেহ বলে যে প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হয়। আবার কেহ কেহ বলে যে ভগবান যদি সমস্ত কর্মই জ্বালাইয়া দিতে পারেন তবে প্রারব্ধটুকু কি আর কাটাইয়া দিতে পারেন না?

স্বামী শঙ্করানন্দ। এ ত ভিন্ন ভিন্ন মতের কথা বলিলে। তোমার মত কি?

মা। আমি ত সর্বদাই বলি যে, যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাহা বলিতেছে উহা তাহার পক্ষে সত্য। আমি কি বলিতে পারি যে তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে?

স্বামী শঙ্করানন্দ। দেহ থাকিতে লোকের পূর্ণজ্ঞান হইতে পারে না। দেহ থাকিলেই প্রারব্ধ ভোগ হয়। আচার্য্য যে দীক্ষা দেন তিনিইও ত দেহে থাকিয়াই দীক্ষা দেন। কাজেই তাঁহারও পূর্ণজ্ঞান নাই।

মা। বাবাজী, তুমিও শেষে আচার্য্য সম্বন্ধে ঐ কথা বলিলে? আমিও ত বলি যে দেহ থাকিলে পূর্ণজ্ঞান হয় না।

স্বামী শঙ্করানন্দ। তুমি ত ভিন্ন অর্থে ঐ কথা বল। (সকলের হাস্য)

মা। জগৎগুরু কে? জগৎ ত গতাগতি। এই গতাগতির উপরে যিনি তিনিই জগৎগুরু, আচার্য্য। গতাগতির মধ্যে থাকিয়া ত কেহ জাগতিক গতি বদলাইয়া দিতে পারে না। যিনি ঐ গতির উর্দ্ধে কেবল তাঁহার পক্ষেই সব কিছু করা সম্ভব। এম. এ. পাশ করিয়া ক, খ, পড়াইলে ত শিক্ষকের বিদ্যার হ্রাস হয় না। আচার্য্য গতাগতির উর্দ্ধে থাকিয়াও আবার গতাগতির মধ্যে আসিয়া দীক্ষা দিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সান্ন্যাল মহাশয়। প্রারব্ধ কিছুতেই কাটে না ইহা চিন্তা করিলে নিরাশ হইতে হয়।

মা। দেখ, দুই রকম কথাই ত আছে। কেহ বলেন যে তাঁহার কৃপা হইলে প্রারব্ধও কাটিয়া যায়। এ শরীর বলিতেছে তুমি এই মতটাই গ্রহণ করিও, কারণ ইহাও ত ঋষিবাক্য। অন্য মত তুমি গ্রহণ করিও না।

আমি। যদি বলি যে জ্ঞানীদের প্রারব্ধ ভোগ হয় না। যাঁহার প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে তিনি হয়ত জ্ঞানের আভাস পাইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী এখনও হন নাই। এই কথা বলিলে কি কোন দোষ হয়? প্রাকৃত জগতে থাকিয়াও যেমন অপ্রাকৃত জগতের আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান থাকিয়াও জ্ঞানের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

মা। হাঁ, উহা বলিলে দোষ হইবে কেন? তবে পূর্বেই ত বলিয়াছি যে এগুলি বিভিন্ন স্তরের কথা। সাধারণ ভাবেও দেখ না তোমাদের মধ্যে কেহ ডাক্তারী বিদ্যায় পণ্ডিত, কেহ এঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যায় পণ্ডিত, জাগতিক ভাবে ইহাদের সকলকেই জ্ঞানী বলা যায়; এঞ্জিনিয়ারীং এর জ্ঞান ডাক্তারীতে নাই আবার ডাক্তারীর জ্ঞান এঞ্জিনিয়ারীংএ নাই। কেহ যদি ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায়ই পণ্ডিত হয় তবে সে যে কোন বিষয়ই শিক্ষা দিতে পারে। যাহাকে জগৎগুরু বা আচার্য্য বলা হয় তিনি সকল বিদ্যারই পণ্ডিত। তিনি যে কোন অবস্থা গ্রহণ করিয়া যে কোন ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি পূর্ণজ্ঞানী হইয়াও তোমাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞানীর মত ব্যবহার করিতে পারেন।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। এমন সময় খুকুনীদিদি আসিয়া মাকে উপরে ডাকিয়া নিয়া গেলেন। আজ মা কলিকাতা রওনা হইবেন। পূজার সময় বহরমপুরে থাকার কথা।

বহরমপুরে দুর্গাপূজা

১৫ই কার্তিক, বুধবার (ইং ১।১১।৫০)

আজ মা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দুর্গাপূজার সময় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহরমপুরে ছিলেন। একাদশীর দিনই সেখানে হইতে রওনা হইয়া কাঁচড়াপাড়া, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। শ্রীযুক্ত ননী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহেই মায়ের কাঁচড়াপাড়া যাওয়া হয়। ঐখানে ননীবাবুর ভাইয়ের বাড়ী। উহা দেখাইবার জন্যই মাকে ঐখানে নেওয়া। সন্ধ্যার পর এই সব কথা বলিতে বলিতে মা বলিলেন, "ননীবাবা বলিয়াছিল যে ঐ স্থানটা সূর্য্যের আলোকে বড় সুন্দর দেখায়, কাজেই দিনের বেলায় যেন আমি ঐখানে যাই ইহাই তাহার ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের সময় সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া তাহাকে বলি যে দিনের বেলায় আর ঐখানে যাওয়া হইয়া উঠিবে না। আমরা চাঁদের আলোতেই ঐ স্থান দেখিব। কিন্তু যেদিন আমরা ঐখানে গিয়া পৌঁছিলাম তখন বিষম বৃষ্টি আর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। ইহা দেখিয়া ননীবাবা আমাকে বলিল, "তুমি চাঁদের আলোতে দেখিতে চাহিয়াছিলে এখন চাঁদের আলো বাহির কর।" এই বলিয়া সে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। আমরা আর কি করিব? বৃষ্টির জন্য ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে পরমানন্দ বলিল, "মা, আকাশ যেন কিছু পরিষ্কার হইয়াছে?" চাহিয়া দেখি আকাশে মেঘ আছে সত্য, কিন্তু উহার ভিতর দিয়াই চাঁদের আলো কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইহার অল্প কাল পরেই চাঁদের আলো আকাশে ছাইয়া ফেলিল আবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুর ঝুর করিয়া বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম, "চল্, এখন আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ি। বৃষ্টিতে ভিজাই বুঝি আজ ভগবানের ইচ্ছা, আর আমরা কিছু না ভিজিলে বৃষ্টিও একেবারে থামিবে না। তখন আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে ছাতা ছিল না, মাথায় কাপড় দিয়া চলিলাম কিন্তু বেশীক্ষণ আমাদের ভিজিতে হইল না। আমরা পরিষ্কার চাঁদের আলোতে ঐ স্থান দেখিয়া আসিলাম।

স্বামী প্রেমানন্দের কয়েকজন ভক্ত ডায়মণ্ড হারবারে থাকেন। তাঁহারা ঐখানে রামকৃষ্ণাশ্রম বলিয়া এক আশ্রম করিয়াছেন। উহা দেখাইবার জন্যই মাকে ডায়মণ্ড হারবারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলিলেন, "আমরা ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছিয়া কতকদূর নৌকা করিয়া গিয়া ঐ আশ্রমে পৌঁছি। ঐখানে একটি পাকা ঘর এবং দুইখানা খড়ের ঘর দেখিলাম। ইহাদের ঠাকুর ঘরে কালী, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ছবি থাকে থাকে সাজান ছিল। যাহাদিগকে ঐ আশ্রমে দেখিলাম তাহারা সকলেই নিজেদের প্রেমানন্দ স্বামীর আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিল। উহাদের মধ্যে আবার একজন বলিল, "বাবা ত কাহাকেও দীক্ষা দেন না, তবুও আমরা তাঁহারই আশ্রিত বলিয়া নিজেদের মনে করি।" এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া বলিল যে, সে বাবার নিকট হইতে এই মন্ত্র পাইয়াছে। দেখিলাম যে উহা দীক্ষা মন্ত্র। আমরা জানিতাম যে স্বামী প্রেমানন্দ দীক্ষা দেন না; কিন্তু মায়ের কথায় বুঝা গেল যে দুই এক ক্ষেত্রে হয়ত ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

মা আরও বলিলেন যে, "ঐখানকার লোকদিগকে নেতাজীর খুব ভক্ত বলিয়া মনে হইল এবং উহারা লোকও খুব ভাল। আরও শুনিয়াছি যে যুদ্ধের সময় ঐখানে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী জাতীয় কোনও কোনও ব্যাপার হইয়াছিল।"

মায়াবাদ সত্য কিনা

১৭ই কার্তিক, শুক্রবার (ইং ৩।১১।৫০)

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা হলঘরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতেছেন। ভদ্রলোকটির জিজ্ঞাস্য এই ছিল যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগৎটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহার একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে সত্য, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। এদিকে আবার শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। এখন এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য কি? মা বলিলেন, "দেখ, বাবা, এক হইল অনুভূতির কথা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অনুভূতির অবস্থায় না পৌঁছান যায় ততক্ষণ অনুভূতির কথা বুঝা যায় না। আর এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল মন দিয়া বুঝা। এ বুঝারও কোন মূল্য নাই। কারণ মন দিয়া এখন যাহা বুঝা যায় তাহারা আবার মনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তন হইয়া যায়। কাজেই অরবিন্দের মত বা শঙ্করাচার্য্যের মত তুমি যে ভাবে বুঝিয়াছ, এখান হইতে কিছু বলা হইলেও তুমি উহা সেইভাবেই বুঝিবে। অর্থাৎ মন দিয়া বুঝিবে, কিন্তু ইহাতে তোমার দ্বন্দ্ব কাটিয়া যাইবে না। আমরা বিচার করিয়া যাহা বোধ করি উহা বাস্তবিক ঠিক বোধ নয়। উহা অবোধের বোধ। কারণ এখানে মন দিয়া বিচার এবং বুঝা হইতেছে। সেইজন্য ইহা স্থায়ীও হয় না বা ইহাতে সন্দেহও চলিয়া যায় না। ইহা ছাড়া আর এক রকম বোধ আছে যাহাকে বোধের বোধ বলা যায়। এ বোধগুলির স্থায়িত্ব আছে এবং এখানে যাহা বুঝা যায় তাহা নিজের বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমরা আমাদের সুখ দুঃখ বোধ করি। যখন তত্বকে এই বোধ করা যায় তখন আর তাহাতে সন্দেহ আসে না। আবার অনুভূতিই বল, বা বোধই বল ইহার মধ্যেও কিন্তু অজ্ঞানের লেখা থাকে। কারণ এখানে যে বোধ করে, যাহা বোধ করে ঐ জাতীয় দ্বৈত জ্ঞান থাকে বলিয়াই এগুলির বোধস্বরূপ হইয়া যাওয়ার অবস্থা হইতে আলাদা। তবুও সাধারণ মন দিয়া বুঝার চেয়ে এগুলি ভিন্ন। যখন জ্ঞানস্বরূপ বা বোধস্বরূপ হইয়া যায় তখনই এইসব বিভিন্ন মতবাদের অর্থ বুঝা যায়।

ভদ্রলোক। আচ্ছা, এ কথা যেমন বুঝিলাম যে আমরা অজ্ঞানী বলিয়া সত্যবস্তু আমাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা অনুভূতি সম্পন্ন তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ কেন?

মা। বাঃ তোমরাই ত বল নানা মুনির নানা মত এবং যত মত তত পথ। কাজেই ভগবান্ সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমরা ভগবান্‌কে ত এক বলিয়াই জান, তবুও কালী, দুর্গা, নারায়ণ ইত্যাদি ভগবানের আলাদা আলাদা বিগ্রহের কাছে কি তোমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাব লইয়া প্রণাম কর না। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ও আছে। উহারা প্রত্যেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ভগবানের কথাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলে। কাজেই একজনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কারণ ভগবান এক হইয়াও অনন্ত আবার অনন্ত হইয়াও এক। তোমার বাড়ী হইতে ষ্টেশনে যাওয়ার এক পথ, আবার ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী হইতে ঐ ষ্টেশনে যাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন পথ। লক্ষ্য এক হইলেও পথ আলাদা। সেইরূপ ভগবান্‌কে লাভ করার অনন্ত পথ আছে। লোকে সংস্কার অনুযায়ী এক এক পথের সহিত যুক্ত হইয়া উহাকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করে। যতক্ষণ পথে থাকা যায় ততক্ষণ এইরূপ জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায় তখনই বুঝা যায় যে সকল মত সকল পথই ঠিক। যে সাকার উপাসক তাহার যখন ঠিক ঠিক উপাসনা হয় তখন সে সাকারের মধ্যেই নিরাকারকে পাইয়া যায়, আবার যে নিরাকারের উপাসক তাহারও ঠিক ঠিক উপাসনা হইলে সে নিরাকারের মধ্যেই সাকারকে পাইয়া যায়। ইহা হইতে বাধ্য। কাজেই তোমাদের উচিত হইবে যে মতটি তোমার ভাল বলিয়া মনে হয় উহা গ্রহণ করিয়া একাগ্র মনে এক লক্ষ্যে চলা। তাহা হইলেই একদিন তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে। কাহার মত ঠিক এবং কাহার মত ঠিক না তাহা এই শরীর বলে না, কারণ এ শরীরের কাছে সমস্ত মতই ঠিক। এ শরীরটা সর্বদাই বলে যে, যে, যেখান হইতে যাহা বলে উহা সবই সত্য, কারণ ঐখানে যে ঐরূপই দেখা যায়।

এইভাবে মা অনেকক্ষণ বুঝাইলেন। ভদ্রলোক উত্তর শুনিয়া কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন বুঝা গেল না।

বেলা প্রায় ১২টা বাজিল দেখিয়া মা উঠিলেন।

সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে গিয়া আমরা কিছুক্ষণ বসিয়াছিলাম। নারায়ণ স্বামী মাকে অন্যান্য কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জ্যোতিষবাবুর (ভাইজীর) যে গতি লাভ হইয়াছে উহা মায়ের সঙ্গ করার জন্য কিনা। উত্তরে মা বলিলেন, "আমি ত সর্বদাই বলি যে এ শরীর কাহারও অনিষ্ট করে না, ইহাকে যে, যেভাবে পারে তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবায় যোগাইয়া লইতেছে?"

নারায়ণ স্বামী। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তোমার সঙ্গ করিয়া লোকে তাহাদের আধার অনুযায়ী ফল পায়। যেমন সূর্য্যকিরণ সকলের পক্ষেই একরূপ তবে কেবল স্বচ্ছ আধারেই উহা প্রতিফলিত হয়।

মা। হাঁ, উহা এ ভাবেও ধরিতে পার।

নারায়ণ স্বামী। তাহা হইলে আর কৃপা রহিল কোথায়? আমি ত আমার কর্মের মজুরী মাত্র পাইলাম।

এই সময় ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় আসিয়া মাকে বলিলেন, "মা, তুমি দেখি এখনও ঘরে বসিয়া আছ।"

মা। না, কিছুক্ষণ বাহিরে ছিলাম, তারপর ঘরে আসিয়াছি। আবার এখন হলঘরে যাইব।

ইহার একটু পরেই মা হলঘরে গেলেন। সেখানে কীর্তন হইতেছিল। কীর্তনান্তে মৌন আরম্ভ হইল। মৌনের পর মা নিজেই পূর্বের আলোচনা তুলিলেন। মা নারায়ণ স্বামীকে বলিলেন, "তুমি মজুরীর কথা বলিতেছিলে না। মজুরী কার? কোথা হইতে মজুরী আসে?"

নারায়ণ স্বামী। ভগবানের নিকট হইতে আসে।

মা। তবেই দেখিতেছ যে কেহ খুব ধ্যান জপাদি কর্ম করিতেছে। আবার কেহ বিশেষ কিছু না করিয়াও বেশী ফল পাইতেছে। এখানে বুঝিতে হইবে যাহাকে দিয়া যতটুকু করান দরকার ভগবান তাহাই করাইয়া নিতেছেন। আবার কর্মের দিক হইতে দেখিলে ইহাও দেখা যায় যে কোন স্থানে কর্ম করিয়া বেশী ফল পাওয়া যায়। যেমন বলা হয় যে কাশীতে জপাদি করিলে অন্যান্য স্থান হইতে দশগুণ ফল বেশী পাওয়া যায়। কোন কোন জমিতে যেমন বেশী ফসল হয়, সেইরূপ স্থান মাহাত্ম্যের জন্য কোন কোন স্থানে কর্মের ফল বেশী হয়।

নারায়ণ স্বামী। কাশীতে কর্ম করিয়া যে ফল পাওয়া যায় উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত সকলেই সমানভাবে পায়। মহাপুরুষদের সঙ্গ করার ফলও কি সকলে সমানভাবে পায়?

মা। না, কর্ম, কর্মফল যেরূপ আছে আবার অহৈতুকী কৃপাও আছে। এখানে যাহা লাভ হয় তাহা কর্মের অপেক্ষা রাখিয়া হয় না।

নারায়ণ স্বামী আর কোন কথা না বলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। ভাবটা যেন এই—আমি ত এতক্ষণ চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, এইবার আপনি চেষ্টা করুন। স্বামীজীর রকম দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আমি মাকে বলিলাম, "স্বামীজীর প্রশ্ন ছিল যে ভাইজী দেহান্তে যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহা কি তোমার বিশেষ কৃপা পাইয়া হয় নাই?"

মা। এই প্রশ্ন ত ব্যক্তিগত হইয়া গেল। তা'ই নয় কি?

আমি। হাঁ।

মা। আমি ইহার উত্তর দিতে গিয়া যাহা সর্বসাধারণের বেলায় খাটে তাহাই বলিতেছি। এখন তোমরা উহা ব্যক্তি বিশেষের বেলায়ও প্রয়োগ করিয়া লইতে পার।

আমি। ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া একদিন তুমি বলিয়াছিলে, "বিশেষ আর কি? সাধারণে যেরূপ পাইতেছে উহা সেইরূপ।" ঐ উত্তর শুনিয়া সাধারণতঃ মনে হয় যে তোমার সঙ্গ করিয়া সকলে যে একরূপ ফল পায় না তাহার কারণ তাহাদের নিজ নিজ কর্মফল। এইজন্য আজ স্বামীজী মজুরীর কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে কর্মের কোন স্থান নাই; কারণ সকলই যখন ভগবানের ইচ্ছায় চলিতেছে তখন কর্ম করা বা না করাও তাঁহারই ইচ্ছা।

মা। তোমাদের মধ্যে সাধারণ এবং বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়াই তোমরা দেখিতেছ যে কেহ কেহ বিশেষ কৃপা পাইতেছে। কিন্তু ভগবানের কাছে বিশেষ বলিয়া ত কিছু নাই। তিনি তাঁহার কাছে লোকদিগকে আনিবার জন্য যাহার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহাকে দিয়া তাহাই করাইতেছেন। তাঁহার সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের দৃষ্টি অসমান বলিয়া তোমরা বিশেষ বিশেষ দেখিতেছ।

আমি। আচ্ছা, মা, তোমার যুক্তি যদি আমি এইভাবে প্রয়োগ করি যে, ভগবান আমাকে দিয়া যে জাগতিক কাজ করাইতেছেন উহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক, কাজেই আমার সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা নাই।

মা। না, তুমি ওভাবে নিজকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। কারণ তোমার আলাদা দৃষ্টি আছে বলিয়া তুমি বিশেষ দেখিতেছ, সেইজন্য কর্মের প্রয়োজন।

আমি। এই বিশেষ দৃষ্টি ত সকলেরই।

মা। সেইজন্যই ত বিশেষ কৃপার প্রশ্ন উঠে। তাহা না হইলে এসব কথা উঠিতই না। ভগবানের দিক হইতে আলাদা কিছু নাই বলিয়া তাঁহার সমভাব।

আমি। ভাইজী সম্বন্ধে তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, যেদিন তুমি তোমার সোনার হারটি ভাইজীকে পৈতা হিসাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলে সেইদিন হইতেই তাঁহার জীবনের পরিবর্তনের সূচনা হয়। এখানে ত বিশেষ কৃপা দেখা যাইতেছে।

মা। হাঁ, ঐরূপ বলিয়া থাকিতে পারি। কি উপলক্ষ্য লইয়া তাহার পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল ঐকথা বলিয়া কেবল তাহাই বুঝাইয়াছিলাম। ভাইজীর বেলায় যেমন হারকে উপলক্ষ্য করিয়া পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যের বেলায় হয়ত অন্য একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হইতে পারে। এই যে কথা বলা হয় ইহাও ত তোমরা পাঁচজনে পাঁচ ভাবে গ্রহণ কর। ইহার ফলে পাঁচজনই তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কর্ম করিয়া যায়। সেইরূপ এক কৃপাই লোকের দৃষ্টিতে আলাদা আলাদা বলিয়া মনে হয়।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ৯।টা বাজিয়া গেল। মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে মা উঠিয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী আশ্রমে মা অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা

কিছুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ভাল যাইতেছে না। এইজন্য ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে নীচের হলঘরে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মায়ের ঘরেও যাহাতে একসময় বেশী লোকে না থাকে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। কাজেই মাকে দূর হইতে দর্শন করা ভিন্ন তাঁহার সহিত বাক্যালাপের সৌভাগ্য আর হয় নাই।

এদিকে নূতন মন্দিরে মা অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা হইবে তাই নানা স্থান হইতে আশ্রমে ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। সোলন হইতে রাজাসাহেব আসিয়াছেন। কলিকাতা, এলাহাবাদ, দেরাদুন প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। সাধুদের মধ্যে মাত্র অবধূতজী আসিয়াছিলেন। ২৩শে কার্তিক কালীপূজার দিন নূতন মন্দিরে মা অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঐদিন এবং উহার পরদিন অন্নকূট উপলক্ষ্যে বহু ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছেন। এই সময় হইতেই মা আবার পূর্বের মত হলঘরে আসিয়া বসিতেছেন। তবে মায়ের সঙ্গে সদালোচনা বিশেষ কিছুই হয় না। পাঠ, কীর্তন ইত্যাদিতে দু'বেলা কাটিয়া যাইতেছিল। অবধূতজী অবশ্য দু'বেলাই আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। উৎসবান্তে রাজাসাহেব এবং দুই চারিজন ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তবে মায়ের ঘরে দশজনের বেশী লোক বসা এখনও নিষিদ্ধ আছে।

২৯শে কার্তিক, বুধবার (ইং ১৫।১১।৫০)

আজ সন্ধ্যাকীর্তনের পর মা যখন ঘরে চলিয়া গেলেন, তখন আমিও মা'র সঙ্গে গিয়া ঘরে বসিলাম। তখন নানা কথা হইতে লাগিল।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যাঁহার প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা নাই, শুধু চক্ষু লজ্জায় যদি প্রণাম করি তবে এই প্রণামের কি ফল হয়?"

মা। এক হইল শ্রদ্ধা হইতে প্রণাম বাবা; যদি সত্যি সত্যি কাহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার কাছে আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া পড়ে। আবার চক্ষু লজ্জায় কিংবা লোক দেখানো ভাবেও প্রণাম করা হয়। তবে এখানে জানিও যে যাঁহাকে প্রণাম করা হয় তাঁহার দোষ-গুণ কিন্তু যে প্রণাম করে তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। যদি দুষ্ট লোক সৎ লোককে প্রণাম করে তবে দুষ্ট লোকের অবগুণের কিছুটা সৎ লোকের মধ্যে চলিয়া যায় এবং সৎ লোকের সদ্‌গুণের কিছু অংশ দুষ্ট লোকের মধ্যে চলিয়া আসে। ভাল লোক খারাপ লোককে প্রণাম করিলেও ইহাই হইয়া থাকে। ভাল লোকের সদ্‌গুণের কিছু অংশ খারাপ লোকে পায় আবার খারাপ লোকের খারাপ গুণের কিছু অংশ ভাল লোকের মধ্যে আসে। ইহা কিন্তু স্বভাব হইতেই হইয়া যায়। প্রণাম করার অর্থই হইল অন্যের পায়ে নিজেকে ঢালিয়া দেওয়া। যদিও ঠিক ঠিক ভাবে কাহারও প্রণাম হয় না তবুও প্রণাম করার ফলে যে প্রণাম করে তাহার গুণের কিছুটা অংশ শূন্য হয়। সৎ লোক হইলে সদ্‌গুণের কিছুটা এবং অসৎ লোক হইলে অসৎ গুণের কিছুটা চলিয়া যায়। ঐ শূন্য স্থান আবার যাহাকে প্রণাম করা যায় তাহার গুণ আসিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়। হেলায় অশ্রদ্ধায় ভগবানের নাম লইলেও যেমন উহার সুফল পাওয়া যায়, সেইরূপ হেলায় অশ্রদ্ধায় কাহাকেও প্রণাম করিলেও গুণের আদান প্রদান হইয়া থাকে।

আমি। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে ত পিতামাতা গুরুজন যাহাকেই প্রণাম করে থাকি না কেন তাঁহাদের নিকট হইতে অবগুণ আসিবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

মা। না, পিতামাতার কথা আলাদা, কারণ তোমাদের শাস্ত্রেই ত বলে যে পিতা নিজে পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মদালসার কথা জান ত? সে বলিয়াছিল যে মদালসার পুত্র যেন আর কাহারও পুত্র না হয় অর্থাৎ সে যেন বিবাহ করিয়া আবার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ না করে। তা'ই দেখা যায় যে পিতা পুত্রের মধ্যে গুণের সমতা থাকে। তাহা ছাড়া পিতামাতাকে লোকে দেবতারূপেই প্রণাম করে। কাজেই পিতামাতাকে বাদ দিয়া আর যাহাকেই প্রণাম করা যায় তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে গুণের আদান প্রদান হয়। কিন্তু কাহাকেও যদি তৎজ্ঞানে অর্থাৎ ভগবদ্‌জ্ঞানে প্রণাম করা যায় তবে আর অবগুণ আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্‌জ্ঞানে সকলকেই এমন কি কুকুর বিড়ালকেও প্রণাম করা যাইতে পারে এবং এইরূপ করিলেই নিজের আর কোন ক্ষতি হয় না।

আবার আধ্যাত্মিক এমন অবস্থা আছে, যে অবস্থায় পৌঁছিলে লোকের পিতামাতার প্রতিও মমতা বোধ চলিয়া যায়। সে অবস্থায় লোকের ভিতর হইতেই "কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র? কে কাহার ভাই, কে কাহার বন্ধু?" এই জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠে। এই অবস্থায় পৌঁছিলে লোকের এমন শক্তি হয় যাহা দ্বারা সে অন্য লোক হইতে অবগুণ আসিবার পথও রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ঐ শক্তি লাভের পূর্বে এইরূপ গুণের আদান প্রদান বন্ধ করিবার আর উপায় নাই।

এক ভদ্রলোক। প্রণাম গ্রহণ করিলেও কি গুণের আদান প্রদান হয়।

মা। হ্যাঁ, তবে ভগবদ্‌জ্ঞানে তুমি কাহাকেও প্রণাম করিলে যেমন তাহা হইতে অবগুণ আসিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ কেহ তোমাকে প্রণাম করিলে তুমি যদি মনে কর যে এ প্রণাম ভগবানকেই করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম কর কবে আর ইহা হইতেও খারাপ গুণ আসিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০টা বাজিল দেখিয়া আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

মা অন্নপূর্ণার ভোগের প্রসঙ্গ

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ১৯।১১।৫০)

গতকল্য জগদ্ধাত্রী পূজা গিয়াছে। আশ্রমে অন্নপূর্ণা বিগ্রহের উপরই এই পূজা হইয়াছে তাহা ছাড়া উদাস কি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য অন্নপূর্ণা মন্দিরে জগদ্ধাত্রীর একটি ঘট স্থাপন করা হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম তিন বৎসর নাকি এই ঘট থাকিবে এবং উদাসকেও একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করিতে হইবে।

আজ বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরেই পাইলাম। হলঘরটি লোকে প্রায় পরিপূর্ণ ছিল—রাজাসাহেব, দেবশঙ্করবাবু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সান্ন্যাল, ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি হলঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইলাম যে মা হাসিতে হাসিতে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "গোপালবাবা কাল প্রসাদ খাইয়াছে।"

ডাঃ দাশগুপ্ত। মা, তুমি আমাকে বলিতেছ? আমার ত প্রসাদ খাওয়া হইয়াছেই। তুমি আমাকে প্রসাদ খাইতে বলিলে আমিও প্রসাদ খাইলাম। যাহা খাইলাম তাহা অন্নপূর্ণার ভোগে লাগিয়াছিল কি না লাগিয়াছিল তাহা দিয়া আমার দরকার কি?

মা হাসিতে লাগিলেন। পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কাল এক মজা হইয়াছে। অন্নপূর্ণার যে ভোগ দেওয়া হয় তাহা বহুদিন হইতেই নির্দিষ্ট আছে। ঢাকাতেও এইভাবে ভোগ হইত। কোনদিন শুধু ভাতে ভাত, অর্থাৎ ভাতের মধ্যেই তরকারী ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া ভোগ দেওয়া, কোনদিন খিচুড়ি, কোনদিন পঞ্চ ব্যঞ্জন এইরূপ। এতকাল যাবৎ এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্নপূর্ণা যখন কাশীতে আসিলেন তখন এই নিয়ম পরিবর্তন করার কথা উঠিল। আমি তখন বলিয়াছিলাম যে যদি দৈবাৎ কোন কারণে এই নিয়মের বিঘ্ন উপস্থিত হয় তবে ইহা বদলান যাইবে। তাহা না হইলে যেমন চলিতেছে সেইভাবেই চলিতে থাকুক। গতকাল অন্নপূর্ণার উপর জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে অন্নপূর্ণাকে নানাভাবে ভোগ রান্না করিয়া পূজা দেওয়ার কথা, কালও কথা উঠিয়াছিল যে যখন অন্নপূর্ণাকে নানা পদ দিয়া ভোগ দেওয়া হইবে তখন আর তাঁহার নির্দিষ্ট ভোগ ঐদিন ভিন্নভাবে রান্না করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কালও আমি আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলাম যে এখন পর্য্যন্ত ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই কাজেই নির্দিষ্ট যে ভোগ আছে তাহা ত রান্না করিয়া ভোগ দিতে হইবেই। তাহা ছাড়া তোমরা জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য নানাভাবে ভোগ রান্না করিয়াও ভোগ দিও। গতকল্য অন্নপূর্ণার নির্দিষ্ট ভোগ ছিল খিচুড়ি। সেইজন্য সকালবেলায়ই খিচুড়ি ও বেগুন ভাজা রান্না করিয়া ইহারা রাখিয়া দিয়াছে। এদিকে খুকুনী বেলা ৯টার মধ্যে আটপদ রান্না করিয়া উহা দিয়া অন্নপূর্ণার সপ্তমী পূজা ও ভোগ শেষ করিয়া আবার অষ্টমী পূজার জন্য নূতন করিয়া রান্না আরম্ভ করিয়াছে। গোপালবাবা সকালবেলা আসিলে আমি তাহাকে প্রসাদ পাইয়া যাইতে বলিলাম, কারণ তখন ত ভোগ হইয়াই গিয়াছে। গঙ্গাদিদি গোপালবাবাকে প্রসাদ দিতে গিয়া অন্নপূর্ণার জন্য যে খিচুড়ি ও বেগুনভাজা রান্না করা ছিল উহা দেখিয়াই মনে করিল যে উহা দিয়াই বুঝি অন্নপূর্ণার ভোগ দেওয়া হইয়াছে, কারণ এত সকালে এর বেশী আর কি রান্না হইতে পারে? সে আর কোন খোঁজ খবর না লইয়াই ঐ খিচুড়ি দিয়া গোপালবাবাকে খাওয়াইয়া দিল। ইহার পর যখন উহারা জানিতে পারিল যে ঐ খিচুড়ি তখন পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করা হয় নাই তখন উহাদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। উহারা আসিয়া আমাকে বলিল, "মা, আজ এমন দিনে এরূপ একটা কাণ্ড হইল।" তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, "দৈবক্রমে আজ যখন অন্নপূর্ণর নির্দিষ্ট ভোগে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল তখন আজ হইতে আর পূর্বের নিয়ম চলিবে না, এখন হইতে তোমরা ইচ্ছামত অন্নপূর্ণার ভোগ দিতে পারিবে। অন্নপূর্ণা পূর্বের নিয়ম বদলাইবেন বলিয়াই বোধহয় এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। উক্ত ভুলের জন্য ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত যে প্রসাদ না পাইয়া শুধু খিচুড়িই পাইয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া অন্যান্য সকলেও হাসিতে লাগিলেন।

বিষয় লইয়া সাধন করিলে নির্বিষয় হওয়া যায় কিরূপে?

কিছুক্ষণ হাসাহাসি হওয়ার পর দেবশঙ্করবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে জপ ধ্যান করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বলা হয়। এখন কথা হইল যে জপধ্যানাদি ত বিষয় লইয়াই হয়। কাজেই বিষয়ের সংস্পর্শে থাকিয়া লোকে নির্বিষয় হয় কিরূপে?"

মা। তোমার প্রশ্ন হইল যে লোকে যে মন্ত্র জপ করে উহা ত শব্দ সমষ্টি মাত্র, আবার লোকেযে ধ্যান করে উহা ত রূপ কল্পনা করিয়া, কাজেই নামরূপের মধ্যে থাকিয়া জীব উহা অতিক্রম করিয়া যায় কিরূপে?

দেবশঙ্করবাবু। হ্যাঁ।

মা। তোমরা সাবান দিয়া পায়ের ময়লা পরিস্কার কর না? এই সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতে কিন্তু জলেরও প্রয়োজন হয়। যেখানে জল নাই সেখানে আর পায়ে সাবান মাখে না। জল থাকিলেই পায়ে সাবান মাখিয়া পরে জল দিয়া সব পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। জগতের বিধান এমন সুন্দর যে আধ্যাত্মিক পথে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান জপ ইত্যাদি করিয়া গেলেই জ্ঞানগঙ্গার আবির্ভাব হয় এবং ঐ জ্ঞানগঙ্গাই লোকের অজ্ঞানতা ধুইয়া ফেলিয়া তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। ভগবৎ উদ্দেশ্যে বিষয় লইয়া থাকিলেও লোকে এইভাবে নির্বিষয় হয়। বিষয় কি? না, যাহা বিষ হয়। একমাত্র ভগবানই ত আছেন। ভগবান ভিন্ন আর কিছুকে স্থান দিলেই দুই হইল। যেখানে দুই, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, দুঃখ। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ধ্যান জপাদি লওয়া যায় আবার বিচারের পথও লওয়া যায়। সাকার উপাসনা অথবা নিরাকার উপাসনা দুই-ই একলক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়। সাকার উপাসনায় যেমন ভগবানের নামরূপ মন দ্বারা মানিয়া লওয়া হয়, নিরাকার উপাসনায়ও কিন্তু ঐ মনই অন্যভাবে কাজ করে। নেতি নেতি, তিনি ইহা নন, তিনি ইহা নন যখন বেলা হয় তখন তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু ধারণা থাকে বলিয়াই ত বিষয়কে তোমরা 'তিনি' হইতে আলাদা কর। কিন্তু এখানে যে ভগবানের ধারণা করা হয় তাহাও ত মন দিয়াই করা হয়। যেখানে মন সেইখানেই বিষয়। কাজেই সাধন অবস্থায় যে পথেই সাধন কর না কেন উহাতে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবেই। এই মন লইয়া সাধন করিতে করিতে লোকে অ-মন হইয়া যায় এবং তখনই লোকের স্বরূপ প্রকাশ হয়। তখনই বুঝা যায় যে সর্বরূপে সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। আরও যদি এগিয়ে যাও তবে তখন দেখিবে যে 'আছে' রূপেও তিনি, 'নাই' রূপেও তিনি, অথবা 'আছে' বা 'নাই' এর কোন প্রশ্নই নাই। তখন বলা হয় যা' তা', ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা।

দেবশঙ্করবাবু। নামরূপাতীত একমাত্র সত্তা আছেন ইহা বেশ বুঝি, কিন্তু যখন লীলা বলা হয় তখনই ত রূপ আসে এবং রূপ থাকিলেই মন থাকে। কারণ মনই রূপের কল্পনা করে। কাজেই লীলার মধ্যে দ্বৈত ভাব আসিয়া পড়ে।

মা। তুমি যে অবস্থায় থাকিয়া ঐ কথা বলিতেছ উহা তোমার পক্ষে সত্য, কারণ ঐ স্থানে ঐরূপই দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সাকার এবং নিরাকারে কোন পার্থক্য নাই, যেমন জল আর বরফ। ভগবান্ এক হইয়াও অনন্ত। তাঁহার যে চিন্ময় রূপের কথা বলা হয় উহা বহু হইয়াও এক। এগুলি মন দিয়া বুঝা যায় না। ভগবানের লীলায় যে অনন্তরূপ আছে তাহা কিন্তু জাগতিক রূপ নয়। ইহা তাঁহার চিন্ময় রূপ। এই অনন্তরূপ লইয়াও ভগবান এক। যেমন দেখা যায় যে বড় একটা অঙ্ক কষিতে একটা শূন্যের অভাব হইলেই উহা অশুদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ শূন্যটি লইয়াই অঙ্কটি পূর্ণ ও অখণ্ড হয়। এইজন্যই বলা হয় যে, বিন্দুতে সিন্ধু, অর্থাৎ বিন্দুর মধ্যেও ভগবান পূর্ণভাবে আছেন। তাই বলিতেছিলাম যে ভগবান এক আবার অনন্ত। যেমন দেহের আঙ্গুল ইত্যাদি আলাদা আলাদা থাকিলেও সব লইয়াই তুমি এক, সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খণ্ড খণ্ড সব কিছুর মধ্যেই তিনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। সেইজন্য বলা হয় যে পূর্ণ হইতে পূর্ণ পাইলে পূর্ণই থাকে। লীলার মধ্যে বহুত্ব থাকিলেও উহা একত্বের বাধক নয়। যেখানে বাধক, জানিও সেইখানেই সাধক। সাধক অবস্থায়ই সাকার নিরাকার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন স্বরূপে স্থিত হওয়া যায় তখন আর দুই থাকে না, তখন বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া কিছু থাকে না। এখানে সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে একমাত্র তিনিই। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

গীতা জয়ন্তী উৎসব

৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার (ইং ২১।১১।৫০)

গতকল্য হইতে গীতাজয়ন্তী আরম্ভ হইয়াছে। সকালবেলা গোপালদাদা* ছয় অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। বিকালবেলা গীতার ব্যাখ্যা হইতেছে। রাত্রিতেও অল্প সময়ের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। গতকল্য গোপালদাদা কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। রাত্রি বেলা মা গোপালদাদাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এই যে কর্ম্ম করিতে বলা হয় ইহার শেষ কোথায়?" সময়াভাবে গতকল্য ইহার আলোচনা হইতে পারে নাই। ঐ প্রশ্নের উত্তরই গোপালদাদা আজ এইভাবে দিলেন। গোপালদাদা বলিলেন, "কর্ম্ম করিয়া অবশ্য কর্ম্ম শেষ করা যায় না। কিন্তু কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আমাদের কর্ম্মের বিফলতা অনুভূত হয় তখনই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে আমরা যখন বুঝিতে পারি যে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই তখনই ভগবানের প্রকাশ হয় এবং ভগবানের প্রকাশ হইলেই কর্ম্মের সমাপ্তি হয়। সেইজন্য গীতা বলিয়াছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" গীতা আরও বলিয়াছেন,

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।"

মা। আচ্ছা, কেহ যদি ভগবান্‌কে বাদ দিয়া শুধু কর্ম্ম লইয়া থাকে, যেমন কেহ শুধু সেবা লইয়াই আছে। এখানে ভগবদ্ জ্ঞানে কাহাকেও সেবা করা হইতেছে না, তাহা হইলে এই জাতীয় কর্ম্ম

*এলাহাবাদ সত্যগোপাল আশ্রমের আচার্য্য শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কেহ কি ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে ?

গোপালদাদা। না, যে কর্মের সহিত ভগবান্ যুক্ত নন সে কর্ম কখনও ভগবানকে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে সেবা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং ইহার সহিত ভগবান্ কোন না কোন ভাবে যুক্ত থাকেন বলিয়াই সেবা দ্বারা ভগবান্ লাভ হইতে পারে।

মা। কেহ আমাকে এমন কথাও বলিয়াছে যে সে সেবা লইয়াই আছে এবং ইহাই তাহার ভাল লাগে। ইহার মধ্যে ভগবান্ আছেন কি নাই এরূপ কোন প্রশ্নই তাহার নাই। তাহাকে আমি বলিয়াছি, "হ্যাঁ, এরূপ কর্ম হইতেও ভগবানের প্রকাশ হইতে পারে, কারণ সর্বরূপে সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন, কর্মরূপেও তিনি। কাজেই কর্ম লইয়া একাগ্র হইলে কর্মের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। তবে যদি প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম করা হয় তবে ঐ জাতীয় কর্ম হইতে তাঁহার প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। প্রশংসা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম করিলে আঘাত খাইতে হয়। এইরূপ আঘাত খাইয়াই অনেকের হয়ত জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। কর্মের জন্যই কর্ম করা সহজ নয়। সেইজন্য ভগবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয় এবং উহাই সহজ পথ। তবে কেহ যদি শুধু কর্ম লইয়াই একাগ্র হইতে পারে তবে ঐখানেই ভগবানের প্রকাশ হইবে, কারণ তিনি নাই কোথায়? যাহা লইয়া একাগ্র হওয়া যায় সেইখানেই তাঁহার প্রকাশ হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল

৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ২২।১১।৫০)

আজ রাত্রি ৯।।টার সময় সদালোচনা আরম্ভ হইল। গোপালদাদা আমাকেই প্রশ্ন করিতে বলিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি যে খেয়াল শব্দটি ব্যবহার করা উহার অর্থ কি ?"

মা। (হাসিয়া) তোমরা ইহার যাহা অর্থ কর।

আমি। আমরা খেয়ালটা দুই অর্থেই ব্যবহার করি—খেয়াল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে ইচ্ছা বুঝায় আবার স্মৃতিও বুঝায়, কিন্তু এই দুই অর্থই তোমার বেলায় অচল।

মা হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা বল না এ খেয়ালী? ঐ ভাবেই খেয়াল শব্দটি ধরিয়া লইতে পার। যখন উহা বলা হয় তখন তোমরা উহার সম্বন্ধে ত একটা ধারণা করিয়া লওই।"

আমি। আমাদের জাগতিক ব্যাপারে এমন কিছু কি নাই যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা ঐ খেয়াল সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি?

মা। হ্যাঁ, পাগলের কাজকর্মের সহিত এই খেয়ালের তুলনা করিতে পার। আর এ শরীরের মাথাটা ত খারাপই।

আমি। পাগলের কাজের সহিত তোমার খেয়ালের তুলনা চলে না কারণ তোমাকে অনেক সময় খেয়াল করাইয়া দিতে হয়। পাগলকে ত কিছু খেয়াল করাইয়া দিতে হয় না। তারপর পাগল খেয়াল বশে অপকর্মও করিয়া ফেলে, কিন্তু তোমার কোন কর্মকেই অপকর্ম বলা যায় না।

মা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া গোপালদাদা গত পরশু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই কথাই তুলিলেন। গোপালদাদার প্রশ্ন ছিল এই যে, যখন অবতাররূপে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয় তখন সমসাময়িক লোকদের মধ্যে অধিকাংশই উহা ধরিতে পারে না কেন? কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন তখনকার লোকেরা ভগবানের উপাসনা করিতে গিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" না বলিয়া রাম বা অন্য কোন নামে উপাসনা করিয়াছে কেন? ঐদিন উত্তরে মা এইমাত্র বলিয়াছিলেন, "ইহা তাঁহার দোষ বলিতে পার, তাঁহার স্বভাবও বলিতে পার।" আজ মা আবার গোপালদাদার প্রশ্ন তুলিয়া গোপালদাদাকে বলিলেন, "তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে উহার উত্তর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?"

গোপালদাদা। এই বিষয়ে আমার ধারণা এই যে, আমাদের যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আছে সমস্তই কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া যেমন এদিক ওদিকে খুঁজিয়া বেড়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হইলেও তিনি সকলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকর্ষণ না করিয়া পূর্ব যুগের অন্যান্য অবতারের দিকে লোকের দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেন।

মা। এখন বুঝিলে ত?

আমি। হ্যাঁ।

মা। বাবার (অর্থাৎ গোপালদাদার) প্রশ্নের উত্তর পাইলে ত?

আমি। প্রশ্নের উত্তর পাইলাম কোথায়? প্রশ্ন ত রহিয়াই গেল। আমি অজ্ঞান অবস্থায় যে আচরণ করিয়া থাকি ভগবানের বিশেষ প্রকাশের পরও তাহার অন্যথা হয় না। কাজেই আমার কাছে ভগবানের বিশেষ প্রকাশের কোনও সার্থকতাই নাই।

গোপালদাদা। (হাসিয়া) ঐ কথাই ত আমি মায়ের নিকট হইতে জানিতে চাহিয়াছিলাম।

মা। (হাসিয়া) দেখ, ভগবানের যে ভিন্ন ভিন্ন নাম ভিন্ন ভিন্ন লোকে জপ করে উহা কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ সংস্কার হইতেই হয়। এমন কোন যুগ নাই যখন সকলেই এক নাম জপ করিয়াছে। কাজেই সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে ইহা ভগবানের দোষ বলিতে পার অথবা ইহাই তাঁহার স্বভাব বলিতে পার। তাহা ছাড়া ভগবানের প্রকাশ হইলেই যদি সকলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বসে তবে আর লীলা হয় কেমন করিয়া? এক অর্থে ত সমস্ত জগৎটাই ভগবানের লীলা। জগৎরূপে তিনি নিজকে লইয়া নিজেই লীলা করিতেছেন। তিনি সর্বত্র সর্বদাই আছেন এবং প্রকাশমানরূপেই আছেন। এই গেল একদিকের কথা। আবার তিনি আসেন, অবতীর্ণ হন। তোমরাই বল যে ভগবান যখন আসেন তখন লীলার জন্য তিনি তাঁহার পরিবার সঙ্গে করিয়াই আসেন। এই লীলাতে কে কি অংশ গ্রহণ করিবে, কে কে তাঁহাকে চিনিবে এবং কে কে তাঁহাকে চিনিবে না তাহাত পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে। কাজেই এ অবস্থাতে কেহ কেহ যে তাঁহাকে চিনিতে পারে এবং কেহ কেহ পারে না তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এখন বুঝিলে ত?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি। হ্যাঁ, মা, বুঝিয়াছি। তবে খেয়ালের অর্থ এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

মা। (হাসিয়া) দেখ, খেয়াল বলিতে ইচ্ছা বুঝায় না। কারণ ইচ্ছা বলিলে অনিচ্ছা থাকে, একটা অভাব বোধ থাকে। আবার ইচ্ছার সহিত আগ্রহও থাকে। কিন্তু যখন খেয়াল বলা হয় তখন উহার আগ্রহ অনাগ্রহের কিছুই নাই।

গোপাল দাদা। আমি খেয়াল অর্থে এই বুঝি যে ইহা পরম-সত্তার একটা তরঙ্গ বিশেষ যাহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

আমি। কিন্তু মা ত দুই রকম খেয়ালের কথা বলেন যেমন পাকা খেয়াল ও কাঁচা খেয়াল।

মা। (হাসিয়া) হ্যাঁ, দুই রকম খেয়ালই হয়। যখন পাকা খেয়াল হয় তখন যাহা হইবে বলিয়া খেয়াল হয় তাহা হইতে বাধ্য। উহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। আবার অনেক সময় খেয়ালটাকে তোমাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলাইয়া দেই। তখন উহা ঐরূপই হইয়া যায়। ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে ত এ শরীর হইতে কথা সকল সময় বাহির হয় না। অনেক সময় ব্যবহারটা কতকটা এইরূপ হয়—যেমন কেহ একটা কাজের জন্য এলাহাবাদে যাইতে চাহিতেছে। আমি দেখিতেছি যে এলাহাবাদে গেলে তাহার কাজ কিছুই হইবে না এবং তাহার ঐখানে যাওয়াটা বৃথাই হইবে। কিন্তু সে যখন এলাহাবাদে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন আমিও বলি, "হ্যাঁ, এলাহাবাদে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।" এলাহাবাদে গিয়া কিন্তু সে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহাকে যদি প্রথমেই এলাহাবাদে যাইতে নিষেধ করিতাম তবে আমার কথায় এলাহাবাদে না গেলেও তাহার মনের কোণে কিন্তু এ চিন্তাটাই গজগজ করিতে থাকিত যে যদি সে যাইত তবে হয়ত বা তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু এলাহাবাদে গিয়া সে যখন বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত। কাজেই অনেক সময় এ শরীরের খেয়ালটা তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার যখন পাকা খেয়াল হয় তখন ত উহা অব্যর্থভাবে হইয়াই যায়।

আমি। আচ্ছা, এই খেয়ালটাকে কি আমরা লীলা বলিতে পারি?

মা। তোমরা সব কিছুই বলিতে পার, তোমরা যদি ইহাকে ইচ্ছা ব'ল, তবে ইহা ইচ্ছা, আবার যদি ইচ্ছা নয় বল, তবে ইহা তাহাই। যে কোন ভাব তোমরা ইহার উপর আরোপ কর না কেন, উহা তাহাই। তোমাদিগকে অনেক সময় বলি না যে এমন স্থিতি আছে যেখানে 'আছে' 'নাই' সবই সত্য হয়, আবার 'আছে' 'নাই' এর কোন প্রশ্নই উঠে না। খেয়ালটা সেই ভাবের কিছু।

মা'র এই সব কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে মায়ের খেয়ালটাও বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন বিষয় নয়; ইহাও অতীন্দ্রিয়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ১১।টা বাজিল দেখিয়া মা উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীশ্রীমা
৯ই অগ্রহায়ণ, শনিবার (ইং ২৫।১১।৫০)

গতকল্য গীতাজয়ন্তী শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত দিনই পূজা হোমে কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমা প্রায় সমস্ত সময়টা পূজাস্থানেই উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে আবার এতদ্দেশীয় লোকের রামলীলা হইয়াছিল। উহাও রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সর্বদাই ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, মা যেখানেই উপস্থিত থাকুক না কেন সেইখানে অবিশ্রান্ত দিনরাত্রি উৎসব চলিতে থাকে। আজ কয়েকদিন যাবৎ এখানেও ঐরূপ চলিতেছে। খুকুনীদিদিরা যে কিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই সব উৎসবের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া আসিতেছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

আজ সকালবেলা মাকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হইল। তিন চারিদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্‌চ্যানসেলার আসিয়া মাকে ঐখানে যাইবার জন্য বিশেষ নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ সকালবেলা মাকে লইবার জন্য বাস এবং মোটর আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সকলে গেলাম। আজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। কন্‌ভোকেশন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী উৎসবের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাবর্তনে যোগদান করেন। এবার সমাবর্তন উৎসবের যে কর্মসূচী বাহির হইয়াছে তাহাতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের তালিকার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের নামই সর্বপ্রথম দেখিলাম। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানই হোমাদি করিয়া আরম্ভ হয়। সেই অনুসারে আজ সকালবেলা হইতেই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে এবং এই যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া মাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হইয়াছে।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিলাম তখন যজ্ঞ চলিতেছিল। মাকে যজ্ঞশালার মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসনে বসান হইল। দিদিমা, গোপালদাদা, খুকুনীদিদি প্রভৃতি যজ্ঞশালায় গিয়া উপবেশন করিলেন। দিদির ইঙ্গিতে আমিও যজ্ঞশালার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পূর্ণাহুতির পূর্বক্ষণে মাকে যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে আনিয়া বসান হইল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার শ্রীগোবিন্দ মালব্যজী পুষ্পমাল্য দ্বারা মাকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিলেন যে মায়ের মুখমণ্ডল ভিন্ন তাঁহার শরীরের আর কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হইল না। মালব্যজী যখন পূর্ণাহুতি দিতে উঠিলেন তখন মাকে ঐ পূর্ণপাত্র স্পর্শ করিয়া দিতে বলিলেন। মাও তাহাই করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল। পরে যজ্ঞেশ্বরের আরতি করিয়া মাকেও আরতি করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার সময় মা কিছু মিষ্টি, ফল এবং ফুলের মালা লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। ঐ সব ফল মিষ্টি মা নিজ হাতে মালব্যজী এবং গণমান্য ব্যক্তি এবং হোতাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিকও ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ শেষ হইলে মাকে আর্টস্ কলেজের প্রাঙ্গনে লইয়া যাওয়া হইল। ঐখানে জাষ্টিস্ মল্লিক একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দ্বারা সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধন করিলেন। ইহার পর আমরা মায়ের সহিত ফিরিয়া আসিলাম। এখানকার লোক মাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে তাহা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

বেলা ১১।টার সময় যখন আবার আশ্রমে গেলাম তখন পাটনার সুধীরবাবু পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে মায়ের সম্মুখে যে এক ঝুড়ি ফল সাজান ছিল তাহা হইতে মা সকলকেই একটি করিয়া ফল ছুঁড়িয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর রাজঘাট স্কুলের ছাত্রীরা আসিয়া মাকে গান শুনাইয়া গেল। তাহারা কয়েকটি ভজন গান করিয়াছিল। উহা শুনিতে খুব ভালই লাগিয়াছিল। একটি ছাত্রী মাকে নৃত্য করিয়াও দেখাইল।

গোপালদাদা নিয়ম করিয়াছিলেন যে গীতাজয়ন্তী শেষ হইলে মা একদিন গান করিয়া সকলকে শুনাইবেন। ইহা একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মত দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসরও ইহাই হইয়াছিল। আজও রাত্রি ৯।টার পর প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত মা গান করিলেন। এই গানগুলির মধ্যে দুইটি গান ইতিপূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখ হইতে রেকর্ড করা হইয়াছে।

১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবার (ইং ২৭।১১।৫০)

গতকল্য গোপালদাদা প্রভৃতি স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। আজ মা দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার রওনা হইলেন। শুনিলাম নরেন্দ্রনগর (টিহিরী গাড়োয়াল), দিল্লী, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া প্রায় দুই মাস পর মা কাশী ফিরিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া শ্রীশ্রীমার কাশীতে প্রত্যাবর্তন

[দুই]

মা আনন্দময়ী করুণার উদঘাটন

১২ই মাঘ, শুক্রবার (ইং ২৬।১।৫১)

গতকল্য রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মা বিন্ধ্যাচল হইয়া কাশী আসিয়াছেন। শুনিলাম গত ৯ই মা দিল্লী হইতে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছেন। শুনিয়াছিলাম যে মা ঐখানে ৪।৫ দিন থাকিবেন। ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় গতকল্য মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিন্ধ্যাচলে গেলে মা তাঁহারই গাড়ীতে কাশী চলিয়া আসেন, আজ আবার বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যাইবেন।

দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কাশী আশ্রমে "মা আনন্দময়ী করুণা" নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আজ খোলা হইল। একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তারও নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রত্যহ সকালবেলা এখানে রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হইবে। আশ্রমের দ্বারদেশে যে নূতন একটি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে ঐখানেই এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে বিন্ধ্যাচল হইতে আনিয়া ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। ডাঃ দাশগুপ্তের সাহায্য এবং প্রচেষ্টায়ই এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বেলা প্রায় ৪টার সময় মা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মোটরে আবার বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন।

১৬ই মাঘ, মঙ্গলবার (ইং ৩০।১।৫১)

আজ বিকাল ৫।।টার সময় মা বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আমার কন্যা সতীও আসিয়াছে। সে আজ প্রায় দুই মাস যাবৎ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেই দিল্লী, আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ডাঃ নাথের গাড়ীতে মা বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তাহার একটু পরেই ডাঃ নাথ মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। মা হাসিতে হাসিতে ডাঃ নাথকে "আমার ড্রাইভার" বলিয়া একটি ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় ডাঃ নাথের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আজ ৪।৫ দিন হয় রমণ মহর্ষির আশ্রম হইতে একটি মার্কিন মহিলা এবং দুইটি সাহেব আসিয়া আশ্রমে আছেন। আরও কয়েকজন সাহেব নাকি আসিবেন, ইহাদের জন্য আশ্রম হইতে একটি বাড়ী ভাড়াও লওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) এই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনিই দোভাষীর কাজ করিলেন। মার্কিন মহিলাটি হিন্দী জানেন কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে তিনি জানেন না। ইহা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে মহিলাটিকে বলিলেন, "তুমি No Hindi" (নিজকে দেখাইয়া) এখানেও "No English"। মার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত মা চত্বরের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

রাত্রিতে যখন আশ্রমে গেলাম তখন মা নিজের ঘরে ছিলেন, ঘরে আরও অনেক লোক ছিল। আমি গিয়া ঐখানে বসিতেই মা আমাকে গোপীবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার শরীরটা যে বিশেষ ভাল নয় তাহা আমি মাকে বলিলাম। অখণ্ডযোগ সম্বন্ধেও কথা উঠিল। এ সম্বন্ধে গোপীবাবু যাহা বলেন তাহা শুনিয়া মা নানা কথার মধ্যে বলিলেন, "তোমরা Theoretical এবং Practical বল না? পুঁথি পুস্তক পড়িয়া আধ্যাত্মিক কোন অবস্থার ধারণা করা হ'লে ঐ Theoretical জ্ঞান, ঐ অবস্থা যখন বাস্তবিক লাভ হয় তখন উহার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়। বাবা পুঁথি পুস্তক হইতে ধারণা করিয়া ঐসব কথা বলে কিনা তাই এমন হয়।"

এই কথাবার্ত্তার সময় রমণ মহর্ষির আশ্রমের সাহেবদের মধ্যে একজন বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহা দেখিয়া মা তাহাকে ডাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে আনিয়া বসাইতে বলিলেন। ইনিও হিন্দী জানেন না। মিস ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) এবারও দোভাষীর কাজ করিল। ইহার একটু পরেই মৌনের ঘন্টা বাজিল। ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভাইয়া একটা সবুজবর্ণের আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। আমরা সকলে ধ্যান করিতে বসিয়া গেলাম। মৌন শেষ হইলে দেখি যে ঐ সাহেবটি দুই হাত ছড়াইয়া বসিয়া আছে। মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যানের সময় তোমার যে দুই হাত নড়িতেছিল তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ?" সাহেব উত্তর করিল যে সে উহা জানিতে পারিয়াছিল কিন্তু সে উহা ইচ্ছা করিয়া করে নাই।

মা। ধ্যানের সময় তোমার অন্য কোন অঙ্গও কি নড়ে?

সাহেব। না, আমার হাতই শুধু নড়ে।

ইহার পর তিনি মায়ের সহিত একান্তে কথা বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সতীকে বিপদ হইতে উদ্ধার

১৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার (ইং ১।২।৫১)

গঙ্গাদিদির ভ্রাতার ফাঁড়া কাটাইবার জন্য গত দুই মাস যাবৎ স্বস্ত্যয়ন হইতেছিল। গতকল্য উহা শেষ হইয়াছে। সেইজন্য মা গতকল্য প্রায় সমস্ত দিন ঐসব পূজা ইত্যাদির কাছে উপস্থিত ছিলেন। বিকালবেলা কিছুক্ষণ চত্বরের উপর বসিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পর হলঘরে আসিয়া সত্য (রায়) বাবুর কীর্তন ও গান শুনিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গতকল্য আর কোন কথাবার্তা হয় নাই।

আজ বেলা প্রায় ১০টার সময় মাকে আশ্রমের হলঘরে পাইলাম। সেখানে যোগেন (ভট্টাচার্য্য) বাবু প্রভৃতি গীতাপাঠ করিতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে মুক্তিবাবা মাকে বলিলেন, "আমেদাবাদে যে মোটর accident হইয়াছিল উহা আমরা শুনিতে চাই।"

মা। (হাসিয়া) উহা বিশেষ কিছু নয়। ব্যাপার হইয়াছিল কি আমেদাবাদ থাকিতেই ইহারা (অর্থাৎ মায়ের সঙ্গীয় লোকেরা) দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন ভাগে দ্বারকা দেখিতে গেল। আমার প্রথম হইতে খেয়াল হইতেছিল যে সতীর কোন বাধা হইবে অর্থাৎ দ্বারকা দর্শন তাহার পক্ষে ভাল হইবে না। যদি খুকুনী কিংবা পটল সঙ্গে যায় তবেই সতীকে দ্বারকা দেখিতে যাইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু পটল দ্বারকায় যাইতে চাহিতেছিল না। এদিকে কোন না কোন কারণে সতীরও অন্য কোন দলের সহিত দ্বারকায় যাওয়া হইয়া উঠিতেছিল না। ইহা দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম যে ভালই হইতেছে। শেষে আমাদের একদিনের জন্য মোরভি যাওয়া ঠিক হইল। পটল যখন দেখিল যে একদিন সে মায়ের সঙ্গে থাকিতে পারিবে না তখন সে দ্বারকায় যাইতে সম্মত হইল। তখন পটলের সঙ্গে সতী, ক্ষমা, রেণু, গঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি মেয়েকে দ্বারকা দেখিয়া আসিতে বলা হইল। আমরা সকলে একত্র হইয়াই রওনা হইলাম। বাংকানীড় ষ্টেশন হইতে আমরা মোরভিতে চলিয়া গেলাম আর ইহারা দ্বারকায় গেল। পটল মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে দ্বারকানাথ দর্শন হউক বা না হউক, পরদিন সে আবার আমাদের সঙ্গে মিলিয়া আমেদাবাদে ফিরিবে। দ্বারকা হইতে আমেদাবাদের গাড়ী সকাল ৭।।টায়, এদিকে সকাল ৭।।টার পূর্বে দ্বারকানাথের মন্দির খোলা হয় না। কাজেই আমাদের সঙ্গে ফিরিতে হইলে তাহাদের আর বিগ্রহ দর্শন করিয়া ফিরিবার কোনই উপায় ছিল না, কিন্তু একটা বিশেষ তিথির জন্য ভোর ৫টায় মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছিল। এইজন্য উহারা সকলেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া সকাল ৭।।টার গাড়ী ধরিয়া বাংকানীড়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল। একেই বলে যোগাযোগ সকলে ইহা ধরিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে পূর্ব হইতে সবই ঠিক করা থাকে শুধু লোককে বলিবার সময় যোগাযোগ বলা হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। আমরা আবার একত্র হইয়া আমেদাবাদ রওনা হইলাম। কান্তিভাই ভিরন্দ্রম ষ্টেশন হইতে মোটরের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐখানে পৌঁছিলে স্থির হইল যে মোটরে আমরা অল্প কয়েকজন যাইব আর সকলে ট্রেনেই আমেদাবাদ যাইবে। মেয়েদের মধ্যে বেলুনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(উৎপলা ঘোষ) শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাকে আমাদের মোটরে লওয়া হইল এবং সতীকেও সঙ্গে আসিতে বলা হইল। সতীকে সঙ্গে লওয়াতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইল, কারণ সতী অসুস্থ নয় বা আশ্রমের মেয়েও নয়। আশ্রমের মেয়ে গঙ্গাসহ এতগুলি মেয়ে ট্রেনে যাইতেছে আর তাহাদের মধ্য হইতে সতীকে বাছিয়া সঙ্গে করিয়া যাওয়া একটু দৃষ্টিকটু হয় বলিয়া খুকুনীরও আপত্তি ছিল। কিন্তু আমি বলিলাম, "না,সতী আমাদের সঙ্গেই যাইবে।" তাহাই হইল। মোটরখানা ছিল কান্তিভাইয়ের নিজের। যখন মোটর ছাড়া হইল তখন আমি ড্রাইভারকে সাবধান মত গাড়ী চালাইতে বলিলাম। তাহাতে কান্তিভাই বলিল যে এই ড্রাইভার প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ গাড়ী চালাইতেছে এবং এ বিষয়ে সে খুব ওস্তাদ।

এদিকে হইয়াছে কি যে, গাড়ী যখন চলিতেছিল তখন সতী গাড়ীতে বসিয়া দেখিতেছিল যেন কতকগুলি লোক একটি মরা কাঁধে করিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক কোন মরা কিন্তু সেখানে ছিল না। সে জোর করিয়া মনের ঐ ভাবকে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না। একবার নয় তিন তিন বার সে ঐ দৃশ্য দেখিয়াছিল। উহা দেখিয়া সে আমার দিকে তাকাইয়া দেখে যে আমি একদৃষ্টে উহার দিকে তাকাইয়া আছি। উহার একটা বাধা আসিবে বলিয়া সর্বদাই আমার দৃষ্টি উহার উপরে ছিল। আমাকে ঐভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া ও আর আমাকে কিছু বলিল না। এদিকে একটা খড় বোঝাই ট্রাক্ আমাদের বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। উহার সহিত আমাদের মোটরের একটা ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কার ফলে কিন্তু যা' কিছু সবই হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু ধাক্কা লাগা সত্বেও ড্রাইভার গাড়ী না থামাইয়া একেবারে আমেদাবাদে আসিয়া পৌঁছিল। আমরা যখন আসিয়া নামিলাম তখন দেখা গেল যে মোটরের একটি অংশ (mudguard) নিশ্চিহ্ন হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। সতী যে দিকে বসিয়াছিল ঐ অংশটি ঐদিকেরই ছিল। আমি তখন বলিলাম "আজ যে বাধাবিঘ্ন হইয়াছে তাহা সতীর জন্যই।" ইহা শুনিয়া সতী ব্যস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা আমি কি করিয়াছি?" আমি বলিলাম, "ইহা তোকে পরে বলিব।" ভাবিয়াছিলাম যে গোপনে উহাকে এই কথা বলা হইবে। কিন্তু ও আমার কথা শুনিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল যে মা এরূপ বলিলেন কেন? হঠাৎ উহার মরা মানুষ দেখার কথা মনে হইল, তখন ও আমাকে বলিল, "মা, আমি বুঝিয়াছি তুমি ঐ কথা বলিয়াছ কেন?" আমি তখন বলিলাম, "তবে তুইই বল। তোর মুখ হইতেই ঐ কথা শুনি।" "সতী তখন মরা দেখার কথা বলিল। বাস্তবিক মৃত্যুসময় লোকের দেহ হইতে প্রাণটা যেমন হঠাৎ বাহির হইয়া যায়, মোটরের ঐ এত বড় অংশটি ঐ ভাবেই উড়িয়া গিয়াছিল। দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে কেহ যেন ছুরি দিয়া কাটিয়া ঐ অংশটি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এই গল্প করিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। মুক্তিবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে বিপদ কাটাইয়া দেওয়া হয় ইহাতে কি আধ্যাত্মিক কোন মঙ্গল হয়? এমনিতে মনে হয় যে এরূপ করিয়া শুধু শারীরিক ক্লেশই কমাইয়া দেওয়া হয়।"

মা। এরূপভাবে ভোগ কাটিয়া যাওয়া ত মঙ্গলই। তোমরা বল না যে ভোগ করিয়া ভোগ কাটানই মঙ্গল? আবার দেবতা ইত্যাদির দৃষ্টি দ্বারাও ভোগ কাটিয়া যায়। এরূপ দৃষ্টি লাভ করাও মঙ্গল। দীক্ষার বেলায় যেরূপ বলা হয় যে স্পর্শ দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা মন্ত্র দ্বারা বা দূর হইতেও অনন্ত প্রকারে দীক্ষা দেওয়া যায়। সেইরূপ নানাভাবে ভোগও কাটাইয়া দেওয়া যায়। এই দুইটি প্রায় এক জাতীয়ই। তাহা ছাড়া তোমরা ত বল যে দেহ মন ভাল থাকিলেই ভগবানের নাম করা যায়। দেহ অসুস্থ থাকিলে আর ভগবানের নাম মনে আসে না। কাজেই ভোগ কাটিয়া যাওয়াও মঙ্গল। আবার অনেক সময় ভোগ হওয়াটাও মঙ্গল। ছেলে বিপথে যাইতেছে দেখিয়া এবং তাহাকে রোধ করা যাইতেছে না দেখিয়া পিতামাতাও অনেক সময় এরূপ প্রার্থনা করে যে ছেলে যদি রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে উহাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক। এখানে যে ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া অধঃপতনের পথ বন্ধ করে ইহা মঙ্গল বই আর কি? কাজেই ভোগ হইয়া যাওয়া এবং ভোগ কাটিয়া যাওয়া দুই-ই ভাল।

আমি। আচ্ছা, এই যে বিপদ আসিতে দেখা যায় ইহা কিরূপ দেখা যায়? যে ঘটনাটি ঘটিবে তাহার দৃশ্যই কি দেখা যায়, না অন্য কোনরূপে উহা বুঝা যায়?

মা। ইহাও নানারূপ হইতে পারে। এইসব রোগ এবং বাধারও অনন্তরূপ আছে। জীব যেমন এক আবার অনন্ত, এই সব রোগ এবং বাধারও অনন্তরূপ হইতে পারে। অনেক সময় এই সব বাধার বিকট মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। আবার যেভাবে উহা কাটিয়া যাইবে তাহাও দেখা যায়। স্বপ্নে ভোগ হইয়াও অনেক সময় ভোগ কাটিয়া যায়। তোমরাও শুনিতে পাও যে জন্মজন্মান্তরের ভোগ হয়ত একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়াই কাটিয়া গেল। অনেক সময় হয়ত যে ভোগটা শরীরের উপর দিয়া যাইত তাহাকে কোন জিনিষের উপর দিয়াও চালাইয়া দেওয়া হয়, যেমন সতীর ভোগটা মোটরগাড়ীর উপর দিয়াই গেল।

স্বামী শঙ্করানন্দ। তুমি যে বলিলে যে ভোগটা কাটাইয়া দেওয়া হয় এ কথাটা আমরা মনে রাখিব।

মা। ভোগ কাটাইয়া দেওয়া হয় অর্থ হইল ভোগ কাটিয়া যায়।

স্বামী শঙ্করানন্দ। ভোগ কাটাইয়া দেওয়া হয় আর ভোগ কাটিয়া যায় এক কথা নয়। তোমার জন্য কি নূতন অভিধান করিতে হইবে?

মা। আসল কথা হইল যাহা হইবার তাহাই হইয়া যায়। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে ভোগ কাটাইয়া দেওয়া হয় অর্থ হইল ভোগ কাটিয়া যায়।

মা। আসল কথা হইল যাহা হইবার তাহাই হইয়া যায়। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে ভোগ কাটাইয়া দেওয়া হয় অর্থ হইল ভোগ কাটিয়া যায়।

আমি। যাহা হইবার তাহাই যদি হইয়া যায়, তবে ভগবদ্ ইচ্ছা এ কথা হয় কেন?

মা। আত্ম ইচ্ছা, পরের ইচ্ছা, অনিচ্ছা এইসব কথা যে বলা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা হইল দ্বৈতভাবের কথা। যেখানে ইচ্ছা থাকে সেইখানেই ক্রিয়া থাকে অর্থাৎ শক্তি বা প্রকৃতি থাকে। এইগুলিই দ্বৈতভাব। যেখানে মাত্র এক সত্তাই সেখানে আবার ইচ্ছা কোথায়? কে কাহার উপর ইচ্ছা প্রয়োগ করিবে? দ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই লোকে ভগবদ্ ইচ্ছা ইত্যাদি বলে। আবার লীলা হিসাবেও ভগবানের ইচ্ছা বলা যায়। এখানে ভগবান নিজের উপরই নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি নিজকে লইয়া নানাভাবে খেলা করিতেছেন।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। আজ সন্ধ্যাবেলা উত্তরকাশী হইতে কয়েকজন পাণ্ডা গঙ্গোত্রীর জল লইয়া মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা রামেশ্বরে চলিয়াছেন। গঙ্গোত্রীর জল দিয়া তাঁহারাও ঐখানে শিবপূজা করিবেন বলিলেন। মাকে কিছু গঙ্গোত্রীর জল দেওয়া হইল। মা মনোজবাবুকে উহা একটু একটু করিয়া সকলকেই দিতে বলিলেন। ছোট একশিশি জল সকলকে দিতে দিতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। মনোজবাবু শূন্য শিশিটি মাকে ফিরাইয়া দিলেন। পাণ্ডারা আবার ঐ শিশিতে একটু জল দিলে মা উহা কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) দাদাকে দিয়া বলিলেন, "শিবরাত্রির দিন এই জল দিয়া আশ্রমের শিবলিঙ্গদিগকে স্নান করাইও।" পরে উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা যে যাহা পার তাহা পাণ্ডাদিগকে দাও।" মনোজবাবু, প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রী এবং জগদীশবাবু প্রত্যেকেই একটি করিয়া টাকা পাণ্ডাদিগকে দিলে তাঁহারা খুব সন্তুষ্ট হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

১৯শে মাঘ, শুক্রবার (ইং ২।২।৫১)

Phillips নামক একটি মার্কিন যুবককে গোপীবাবু একখানা চিঠি দিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে যুবকটি প্রকৃতই জ্ঞানলিপ্সু এবং সাধন পথের প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্খা সম্পন্ন। আমি যেন ইহাকে মায়ের নিকট লইয়া যাই এবং যাহাতে ইহার উপর মায়ের কৃপাদৃষ্টি পড়ে তাহা যেন গোপীবাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষ হইয়া অনুরোধ করি।

বেলা ১২টার সময় মা হলঘর হইতে উঠিবামাত্র আমি ঐ কথা মাকে নিবেদন করিলাম। মা বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আহারের পর বিরজা মন্দিরে কথাবার্তা হইবে।" ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনটারন্যাশনাল হোষ্টলে থাকেন। বেলা ১।টার মধ্যে ঐখানে ফিরিতে পারিলে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

মা আহার করিয়া আসিয়া বিরজা মন্দিরের একটি চেয়ারে বসিলেন, আমরা নীচে মাদুরের উপরে বসিলাম। মার্কিন যুবকটির প্রশ্ন ছিল এই যে, তিনি যে কাজ কিংবা চিন্তা করেন ইহা তাঁহার নিজের কাজ বা চিন্তা বলিয়া মনে হয় না। কাজেই এইগুলির প্রকৃত কর্ত্তা কে এবং তাঁহাকে কিভাবে জানা যায় ইহাই তিনি জানিতে চাহেন। মাকে এই কথা বলিলে মা বলিলেন, "এ জ্ঞানমার্গের প্রশ্ন করিতেছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে এ পথে কোন সাধন করিয়াছে কিনা এবং এ সম্বন্ধে সে কোন উপদেশ পাইয়াছে কিনা।" মার কথা সাহেবকে বলিলে তিনি বলিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে নূতন আসিয়াছেন। গোপীবাবুর উপদেশ অনুসারে তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। স্বরূপানন্দজী তাঁহাকে ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য কি ধ্যান করিতে হইবে তাহা প্রকাশ্য নহে, তবে তিনি কোন মন্ত্র পান নাই। স্বরূপানন্দজী ঐ ধ্যানের উপদেশ দিয়া ইহাও নাকি বলিয়াছেন যে তিনি সাহেবকে নিজের করিয়া নিলেন। সাহেব বলিলেন যে তিনি বিদেশী। তিনি এ সব কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "তুমি যখন ধ্যানের উপদেশ পাইয়াছ তখন উহাই করিয়া যাও। এখান হইতে যদি তোমাকে নূতন করিয়া কিছু করিতে বলা হয় তবে উহা কেবল তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবে। একজনকেই ধরিয়া থাকিতে হয়। তুমি যে ধ্যান পাইয়াছ উহা তোমার কেমন লাগে? স্বরূপানন্দকে কেমন লাগে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহেব। আমি মাত্র ৭।৮ দিন যাবৎ এই ধ্যান করিতেছি, কাজেই বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি না। আর স্বরূপানন্দকে মানুষ হিসাবে আমার ভালই মনে হয় তবে তিনি আমার গুরু কি না তা বুঝিতে পারি না। স্বরূপানন্দ আমাকে কিছুদিন তাঁহার সহিত ঘুরিতে বলিয়াছেন।

মা। শাস্ত্রে আছে যে গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করিবে এবং শিষ্যও গুরুকে পরীক্ষা করিবে। সেই হিসাবে তুমি কিছুদিন স্বরূপানন্দের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। হঠাৎ কাহাকেও গুরু করিতে নাই। এরূপ করিলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। বিশেষতঃ আজকাল গুরু সম্বন্ধে কত কিছু শুনিতে পাওয়া যায়।

সাহেব। দেখামাত্র যেমন প্রেমের উদয় হয় সেইরূপ গুরুকে কি দেখামাত্র গুরু বলিয়া চেনা যায় না?

মা। হাঁ, সেরূপও হয়। কখন কখন গুরুকে দেখামাত্র এরূপ মনে হইতে পারে যে আমি এতদিন যাহা চাহিয়া আসিতেছি তাহা একমাত্র ইনিই আমাকে দিতে পারেন। কেবল যে ইহা মনে হয় তাহা নহে, ইহা একেবারে নির্দ্বন্দ্বভাবে মনে হয়। আবার এমনও হয় যে কাহারও বেশভূষা, আচার ব্যবহার বা কথাবার্ত্তা শুনিয়া হয়ত মনে হইতে পারে যে ইনিই আমার গুরু এবং সাময়িকভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু কিছুদিন পর ঐভাব আর থাকে না। এ দেশের সব কিছু তোমাদের কাছে নূতন। কাজেই এ জাতীয় ভুল করিবার আশঙ্কা তোমাদের আছে।

সাহেব প্রথম যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন আবার সেই প্রশ্ন তুলিলে মা বললেন, "এই প্রশ্ন কি তোমার কোন পুস্তক পাঠ করিয়া উঠিয়াছে বা কাহারও নিকট কিছু শুনিয়া উঠিয়াছে?"

সাহেব। না, ইহা আমার নিজের ভিতর হইতেই উঠিয়াছে।

মা। ইহার যথার্থ উত্তর তুমি কোন পুস্তক পড়িয়াও পাইবে না বা কোন উপদেশ শুনিয়াও পাইবে না, ইহাকে তোমার অনুভূতির মধ্যে পাইতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহেব। উপদেশ হইতে কি জ্ঞান লাভ হয় না?

মা। উপদেশও অনেক রকমের আছে। একজাতীয় উপদেশ আছে যাহা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উদয় হয়। আবার এমন উপদেশ আছে যাহা পালন করিতে হয় এবং কিছুকাল ঐ উপদেশ পালন করিয়া গেলে শেষে জ্ঞানের উদয় হয়, আবার এমনও হয় যে গুরু শিষ্যের মধ্যে এক স্নেহের বন্ধন স্থাপিত হইয়া এক মাদকতা সৃষ্ট হয় যাহার ফলে উপদেশ পালন হইয়া যায় সত্য কিন্তু উহার বেশী আর কিছু হয় না এবং ঐ মাদকতার মধ্যেই জীবনটি কাটিয়া যায়। তুমি জানিতে চাহিতেছ যে তোমার কর্মের এবং চিন্তার প্রকৃত কর্তা কে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন একমাত্র তিনিই তোমার সকল কর্মের এবং সকল চিন্তার কর্তা। কিন্তু ইহা মুখে বলিলে কিছু হইবে না। ইহা নিজের ভিতর অনুভব করা চাই। এই অনুভূতি পাইতে হইলে গুরু যাহা বলিয়াছেন তাহাই সকল সময় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিতে হইবে। গুরুর উপরে একান্ত নির্ভর হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয়।

সাহেব। যদি গুরুর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করিতেই হয় তবে আমার বন্দোবস্ত কে করিবে? আমার বন্দোবস্ত কি আমি করিব না?

মা। তুমি কি বিবাহ করিয়াছ?

সাহেব। হাঁ, আমার দুইটি সন্তানও আছে।

মা। এক কাজ কর, লোকে যেরূপ অন্যের সম্পত্তির ম্যানেজার হইয়া উহার সুবন্দোবস্ত করে তুমিও ভগবানের যন্ত্র হিসাবে সংসারের কাজ করিয়া যাও। 'আমি', 'আমার' এই বোধ হইতে কিছু করিও না। এ ভাবে চলিতে চলিতেও সত্যের প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। সকলকে সাধারণভাবে যাহা বলা হয় তোমাকেও তাহা বলিতেছি। তুমি যে ধ্যান পাইয়াছ তাহাই দুই বেলা করিয়া যাও। অন্য সময়েও সদ্‌গ্রন্থ, সৎচিন্তা ইত্যাদি লইয়া থাক। চরিত্রটি ভাল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহার খুব প্রয়োজন, আর সর্বদা সত্য অবলম্বন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবে, ইহা যেন তোমার কথাবার্ত্তায় এবং আচার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। বেলা প্রায় ২টা বাজে দেখিয়া আমি সাহেবকে বলিলাম যে এখন তিনি হোষ্টেলে গেলেও আহার পাইবেন না। ইহা শুনিয়া মা সাহেবকে আশ্রমেই প্রসাদ পাইতে বলিলেন। কিন্তু সাহেব অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কারণ ২টার সময় তাঁহাকে Vice-Chancellor-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। মা তাঁহাকে কিছু ফল দিয়া দিতে বলিলেন।

ফরাসী ডাক্তার ডঃ এডল্‌ফ উইনট্রবের শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রথম আগমন

সন্ধ্যার পর আশ্রমের হল ঘরে গিয়া একটি সাহেবকে বসা দেখিলাম। তখন হল ঘরে কীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও উপস্থিত ছিলেন। পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত কীর্তন হইল, কীর্তন এবং মৌন শেষ হইলে মা উপরে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময় মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) আসিয়া আমাকে বলিলেন যে মা আমাকে ডাকিতেছেন, আমি মার কাছে গেলে মা আমাকে সেই সাহেবটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এর সঙ্গে কথা হইবে তাই তোমাকে ডাকিয়াছি।" ভাবিলাম দ্বিপ্রহরের মত এখনও বোধহয় আমাকে দোভাষীর কাজ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না। মিস্ ব্ল্যাঙ্কা উপস্থিত ছিলেন তিনিই ঐ কাজ করিলেন। সাহেবটি জাতিতে ফরাসী। তিনি ভাল করিয়া ইংরাজীও জানেন না, কথাবার্ত্তা জার্ম্মান ভাষায় হইল। আমি শুধু দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে ঐখানে উপস্থিত ছিলাম, এবারও কথাবার্ত্তা বিরজা মন্দিরে হইল, সাহেবের সঙ্গে প্রায় ১।। ঘন্টা আলাপ হইল। ইনি অবিবাহিত এবং একজন চিকিৎসক, অল্প কয়েকদিন হয় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত ইনি কাহাকেও গুরু করেন নাই। আজ ১৫ বৎসর যাবৎ ইনি অধ্যাত্ম পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছেন, অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের আশায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। যদি এখানে সাধন ভজন করিয়া তাঁহার ভাল লাগে তবে তিনি এ দেশেই থাকিয়া যাইবেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহার অর্থের ভাবনা বিশেষ নাই। ইহার বয়স ২৫।৩০ বৎসর হইবে, সকালবেলা যে সাহেবটি আসিয়াছিলেন তাহার বয়সও এইরূপ এবং তিনি মার্কিন দেশের একজন দর্শনের অধ্যাপক। মা এই সাহেবটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি এ যাবৎকাল কি সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। সাহেব বলিলেন যে তিনি ভ্রূমধ্যে মন স্থির রাখিয়া শান্তি এবং সমতার ভাব আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মা আমাকে বলিলেন, 'আজকাল যে সকল সাহেব আসিতেছে তাহারা জ্ঞানমার্গে চলিতে চেষ্টা করিতেছে।" পরে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে ধ্যানের সঙ্গে কোন মন্ত্র জপ করে কিনা।

সাহেব। না।

মা। ওঁ এই শব্দটি মনন কর কি?

সাহেব। হাঁ।

ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "এ যে ওঁ মন্ত্র জপ করে ইহা আমার খেয়ালে আসিয়াছিল। দুপুরবেলার সাহেবটিকে দেখিয়াও খেয়াল হইয়াছিল যে, সে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে; ইহারা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের কথা বলে এ সম্বন্ধে ইহাদের আন্তরিকতা নাই। ইহাদের যেমন দশটা নূতন জিনিষ দেখিবার আগ্রহ, আধ্যাত্মিক বিষয়েও ইহাদের আগ্রহ সেইরূপ। (সাহেবকে) তুমি যখন আজ্ঞাচক্রে ধ্যান কর তখন তোমার চক্ষু দুইটি কি ভাবে থাকে?"

সাহেব। চক্ষু মুদিয়া থাকি, তবে মনে হয় যে ভ্রূমধ্যে মন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুর মণি দুইটি যেন ভ্রূর নিকটে আসিয়া পড়ে।

ইহা শুনিয়া মা আবার হাসিয়া বলিলেন, "এ যখন হল ঘরে বসিয়াছিল ইহার চক্ষু দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি যে এইরূপ ধ্যান করে। সত্যানন্দের (মিঃ পেতিত) চক্ষু দেখিয়াও আমি বুঝিয়াছিলাম যে সেও ভ্রূমধ্যে ধ্যান করে। সে দীর্ঘদিন এরূপ ধ্যান করিয়াছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াই তাহার মৃগীরোগের মত হইয়াছিল, আমি যখন তাহাকে ধ্যান ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে আর তাহা পারিল না, কারণ এতদিনের অভ্যাস তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্য সে অবস্থা হয় নাই, কারণ এ বেশীদিন ধরিয়া এরূপ ধ্যান করিতেছে না। (মিস্ ব্ল্যাঙ্কাকে) ইহাকে বুঝাইয়া বল যে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করা তাহার পক্ষে ঠিক নয়। কারণ ঐরূপ ধ্যান করিলে চক্ষুর মণি দুইটিও ঐখানে আসিয়া মিলিত হইতে চেষ্টা করিবে, ফলে ঐখানে যে সব নাড়ী আছে তাহাও বক্রভাব ধারণ করিবে, এই সব নাড়ীর সহিত মস্তিষ্কের যোগ আছে। যদি শান্তি ও সমতার ভাব সর্বদা রাখা যায় তবে এরূপ ধ্যানে কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু সাধন অবস্থায় যদি জাগতিক ব্যাপার লইয়া ক্ষোভ বা ক্রোধাদির উদয় হয় তবে উহা ঐ সব নাড়ীতে গিয়া আঘাত করে ফলে ইহাতে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। সত্যানন্দের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল, যাক্ ইহাকে সত্যানন্দের কথা বলিবার দরকার নাই। এ যখন ডাক্তার তখন এ সহজেই বুঝিবে যে কি ভাবে নাড়ীর যোগাযোগ আছে।"

সাহেবকে ঐ কথা বলা হইলে সাহেব বলিলেন যদিও তিনি আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু মন ঐখানে বেশীক্ষণ থাকে না। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "মন ঐখানে না থাকিলেও চক্ষের মণি দুইটিতে ঐখানে আনিবার প্রভাবটা থাকিয়া যায়। যেমন জপের সময় মন এদিকে সেদিকে গেলেও জপ-ক্রিয়ার প্রভাবটা থাকিয়া যায়। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করিতে নাই। হৃদয়ে ধ্যান করাই হইল সবচেয়ে ভাল। হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে মন স্বাভাবিক ভাবেই আজ্ঞাচক্রে উঠিয়া যায়। তখন আর দৈহিক অনিষ্টের কোন আশঙ্কা থাকে না। মস্তকেও ধ্যান করা যায়। দেহ বৃক্ষের মূল হইল মস্তক। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত ডাল পাতাই উহা পায় সেইরূপ মস্তকে (সহস্রারে) ধ্যান করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এসব কথা ইহাদের না বলাই ভাল, কারণ ইহারা ত বেশীদিন এ পথে থাকিয়া সাধন ভজন করে না। পরে ইহাদের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব সাধনের কথা শুনিয়া অন্যেও ঐরূপ সাধন করিতে গিয়া বিপদে পড়ে। (মিস্ ব্ল্যাঙ্কাকে) "ইহাকে বল যে, সে আজ্ঞাচক্রে মন না রাখিয়া সাধারণ সহজ ভাবেই যেন ধ্যান করে। চক্ষু স্বাভাবিক ভাবে যেমন থাকে উহা সেই ভাবে রাখিয়া চোখ বুজিয়া যেন শান্তি, সমতার ইত্যাদি ধ্যান করে। স্বাভাবিক ভাবে চলিলে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না।" সাহেবকে ঐ কথা বলা হইলে সাহেব বলিলেন যে মায়ের আশ্রমটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছে। তিনি ঐখানে কিছুদিন থাকিতে চান।

মা। এখানে অন্যান্য সাহেব যে ভাবে আছে, তুমিও সেইভাবে থাকিতে পার। আমি যেভাবে বলিলাম এখন সেইভাবেই ধ্যান করিয়া যাও। পরে যদি এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠে তবে তখন শুনা যাইবে।

আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ১০।।টা।

বার বার নাম করার ফল

২০শে মাঘ, শনিবার (ইং ৩।২।৫১)

আজ মা বেলা ১১টার সময় আশ্রমের হল ঘরে আসিলেন। গীতাপাঠ এবং কীর্তনাদি হইতে হইতে বেলা ১১।টা বাজিয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সান্যাল মহাশয় মাকে বলিলেন, "মা, এরূপ শুনা যায় যে, রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ দ্বারা তিনটি ব্রহ্ম হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার কি প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা জানিতে তিনি বশিষ্ঠের কাছে গেলেন। বশিষ্ঠ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পুত্র রাজা দশরথের কথা শুনিয়া প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দশরথকে তিনবার রাম নাম জপ করিতে বলিলেন। বশিষ্ঠ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পুত্র পিতাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও বলিলেন। উহা শুনিয়া বশিষ্ঠ পুত্রকে গালি দিয়া বলিলেন, "যখন একবার রাম নাম নিলেই সমস্ত পাপ কাটিয়া যায়, তখন তুমি দশরথকে তিনবার রাম নাম লইতে বলিয়াছ কেন?" এখন আমার প্রশ্ন হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে একবার রাম নাম নিলেই যদি সব হয় তবে আমরা দিবারাত্র গগনভেদী চীৎকার করিয়াও কিছু পাইতেছি না কেন?

মা। (হাসিয়া) "আমরা দিবারাত্র গগনভেদী নাম করিতেছি" বলিয়াই পাইতেছি না। (সকলের হাস্য)

সান্ন্যাল মহাশয়। আপনার কথার অর্থ বুঝিলাম না।

মা। তোমার প্রশ্ন হইল যে একবার নাম করিলেই যখন সব হইয়া যায় তখন বার বার নাম করিয়াও আমরা ফল পাই না কেন? তেমন করিয়া একবার নাম করিবার জন্যই ত বার বার নাম করা। যেভাবে একবার নাম করিলে তাঁহার প্রকাশ হয় সেইভাবে নাম করিতে পারি না বলিয়াই ত বার বার নাম করিতে হয়। আশা এই যে ঐরূপ নাম করিতে করিতে কখনও হয়ত হঠাৎ ঐভাবে একবার হইয়া যাইবে। একবার নাম করিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে সে বিশ্বাস আমাদের নাই বলিয়া আমরা বার বার নাম করিয়া ঐ বিশ্বাস আনিতে চেষ্টা করি। এইভাবে বার বার নাম করাও বৃথা নয়। কারণ জানিও যে যতবার নাম করিয়া আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি ততবারই আমরা ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আবার ভগবানে বিমুখ হইয়া যাহা করিতেছি তাহাতে আমরা বিষয়ের দিকে, জন্ম-মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রত্যেক কর্মেরই ফল আছে। কিছুই বৃথা নয়। এখানে তোমরা পাপক্ষয়ের কথা বলিতেছিলে। দশরথের আধার হয়ত এমন ছিল যে তাহার পক্ষে একবার রাম নাম লওয়াই যথেষ্ট ছিল। ঐ অবস্থায় তাহাকে তিনবার রাম নাম লইতে বলা ঠিক হয় নাই। আরও জানিও যে 'আমি' 'আমার' থাকিতে ভগবানের প্রকাশ কোথায়? তা'ই বলিতেছিলাম যে আমরা দিবারাত্র নাম করিতেছি বলিয়াই তাঁহাকে পাই না। আবার তুমি যে বলিলে যে, গগনভেদী চিৎকার করিয়াও কোন ফল পাই না, উহা ঠিক নয়। আমি এত চিৎকার করিয়াও যে তাঁহার সাড়া পাইতেছি না ইহা হইতে যে গভীর নৈরাশ্য হয় উহা হইতে তেমনি গভীরভাবে অভাব বোধও জাগিয়া উঠে। অভাব বোধ তীব্র হইলেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার বাবু। আমি একটা কথা বলিতে চাই যে বিশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম করিলে তাঁহার প্রকাশ হয়, বিশ্বাসের সেই মাত্রাটা আমাদের জানা নাই এবং নাম করিতে করিতে আমাদের বিশ্বাসের মাত্রা কতটুকু বাড়িতেছে তাহাও আমাদের জানা নাই। এমতাবস্থায় নাম করিয়া যাওয়াই ঠিক। যখন বিশ্বাস ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়া যে মাত্রায় গেলে ভগবানের প্রকাশ হয় সেই মাত্রায় পৌঁছিবে তখনই সব হইয়া যাইবে।

মা। হাঁ, তুমি যাহা বলিলে তাহাও ঠিক। আবরণ কাটিবার জন্যই নাম করা। নাম করিতে করিতে আবরণ কাটিয়া গেলেই তাঁহার প্রকাশ। তাঁহার প্রকাশ হইলে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু থাকে না।

ভগবান্ এক আবার অনন্ত। আবার মজাও এমন, জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ বা যাহা কিছু করা হইতেছে তাহাতেও কিন্তু ঐ এক এবং অনন্তের প্রকাশ হইতেছে। ধর না, তুমি বাজার যাও, কি স্নান কর বা আহার কর, এগুলি অনন্ত, কারণ একবার বাজারে গেলেই বাজারে যাওয়া শেষ হয় না। একবার স্নান বা আহার করিলেই চিরদিনের মত স্নানাহার শেষ হয় না। এক কাজই বার বার করিতে হয়। এই হিসাবে প্রত্যেক কাজই অনন্ত। আবার যে কাজটি তুমি একবার কর সেই কাজটি কিন্তু ঠিক সেইভাবে করিতে পার না। এক কাজ দুই বার করিতে গেলেই কিছু না কিছু পার্থক্য আসিয়া পড়িবেই। এই হিসাবে তুমি যাহা করিতেছ উহা এক। কারণ উহা ত ঐ ভাবে আর হইতেছে না। তাই ভগবানকে যে এক এবং অনন্ত বলা হয় উহা আমাদের প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলে স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, "আমি বলিব যে, নাম করিলে যে ভগবানের প্রকাশ হয় উহাতে বিশ্বাসের কোন স্থান নাই। কারণ যিনি মন্ত্র দান করেন তিনি যদি তেমন শক্তি সম্পন্ন হ'ন তবে ঐ শক্তির ফলেই ভগবদ্ লাভ হইয়া যায়। এখানে আমি ঐ মন্ত্রে বিশ্বাস করি বা না করি উহার কোন কথাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। কিন্তু বিশ্বাসের স্থান আছে, অবস্থা আছে। ঐ স্থান বা অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বিশ্বাসের কথা বলা হয়। তাহা ছাড়া তুমি যে বলিলে যে শক্তিসম্পন্ন নাম পাইলেই বিশ্বাসের দরকার হয় না। এখানে যদি বলা হয় যে যিনি ঐ নাম দিলেন তিনি যদি উহার সহিত বিশ্বাসটুকুও দিয়া দেন তাহা হইলে ত বিশ্বাসের স্থান রহিল। ঐ নামে যে অবিশ্বাস আসিল না তাহার কারণ এখানে বলা যাইতে পারে যে নামের সঙ্গে গুরু বিশ্বাসও দিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই অবিশ্বাস আসিলনা। সেইজন্য বলা হয় যে বিশ্বাসের স্থান আছে আবার নাইও। সব কিছুই যে অনন্ত।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

আজ বিকালে মোহনানন্দজী মহারাজ কয়েকজন শিষ্যসহ মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার তিনটি শিষ্য গত দুইদিন যাবৎ বিকালে মায়ের কাছে আসিয়া গান শুনাইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা আজও উপস্থিত ছিলেন এবং গান করিলেন। বেশ ভাল গান করিলেন। মায়ের জন্য মোহনানন্দজী এক ঝুড়ি ফল আনিয়াছিলেন। মা ঐ ফলগুলি উপস্থিত সাধু এবং অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। যে শিষ্যটি প্রধান গায়করূপে গান করিয়াছিলেন তিনি মাকে বলিলেন, "মা, আমি ত গান শুনাইলাম, কিন্তু তোমার গান শুনিতে পাইলাম না।"

মা। আমি কি গান জানি?

শিষ্য। মা যদি গান না জানে তবে সন্তান গান শিখিল কোথা হইতে?

মা হাসিতে লাগিলেন। শিষ্যটি তাহার ঐ প্রশ্ন আবার করিলে মা বলিলেন, "মায়ের সম্পত্তি সন্তানের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া মা এখন বসিয়া বসিয়া উহা দেখিতেছে।"

শিষ্য। সন্তানদিগকে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কি এই ভাবে ঘুমাইয়া থাকা উচিত হইতেছে?

মা। এ কি বলিলে? মা কি কখনও ঘুমায়? মা ঘুমাইয়া থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি সন্তান বাঁচিতে পারে? (সকলের হাস্য) মা যে সদা জাগ্রত।

শিষ্য। সংসারের চাপে আমরা যে শেষ হইয়া গেলাম।

মা। কোথায় শেষ হইলে?

শিষ্য। আমাদের যে প্রাণান্তকর অবস্থা।

মা। কোথায় প্রাণান্তকর অবস্থা? সংসারের খেলা ভাল লাগে কাজেই তাহা লইয়া আছ। অবশ্য খেলার যে ক্লান্তি হয়, মাঝে মাঝে তাহাই বোধ করিতেছ। এগুলি খেলার ক্লান্তি, খেলার প্রতি বিতৃষ্ণা নয়।

মার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ইহার একটু পরেই সকলেই বিদায় হইলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আজ দু'দিন যাবৎ খুব শীত পড়িয়াছে। আমি বাসায় চলিয়া আসিব মনে করিয়া হল ঘর হইতে উপরে আসিয়াছি, এমন সময় খুকুনীদিদি আমাকে বাসায় যাইতে দেখিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি কমল (ব্রহ্মচারী) দাদার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই কমলদাদার সহিত মায়ের কাছে গেলাম। তখন মাকে খাওয়ান হইতেছিল। দিদি সাবিত্রীযজ্ঞের সম্বন্ধে যে পুস্তকখানি লিখিতেছিলেন সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেন।

ভগবান এক আবার অনন্ত

রমণ মহর্ষির আশ্রম হইতে যে মহিলাটি আসিয়াছেন, আজ তিনি মায়ের সহিত গোপনে কথা বলিয়াছেন। ঐ সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। বিল্লোজী দোভাষীর কাজ করিয়াছেন। কমলদাদা এই কথাবার্ত্তার সময় উপস্থিত ছিলেন। মা এই মেমসাহেবের কথা তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ইহারা মন্ত্র কাহাকে বলে তাহা জানে না, দেবতা অর্থ বুঝে না। অথচ ধর্ম করিতে আসিয়াছে। ইহারা একটু ধ্যান অভ্যাস করিয়াছে মাত্র। একই যে অনন্ত আবার অনন্তই যে এক ইহার ধারণা ইহারা করিতে পারে না।"

কমলদাদা। যদিও মেমসাহেব তখন এইসব কথা শুনিয়া বলিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ইহা বুঝিয়াছে; কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে সে কিছুই বোঝে নাই।

মা। একই যে অনন্ত, আবার অনন্ত যে এক ইহা ধারণা করা খুব শক্ত নয়। ধর একটি আমের আঁটি আছে। যদি ইহা দেখিয়া বলা হয় যে এই আঁটিটি অতীতেও অনেক আম দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেক আম দিবে তাহা হইলে ত ইহা ধারণা করা শক্ত নয়। অতীতের কোন আম গাছের ফল হিসাবেই এই আঁটিটি আসিয়াছে এবং ইহাকে যদি মাটিতে লাগান যায় তবে উহা হইতে গাছ হইয়া ভবিষ্যতে কত ফল দিবে। আবার ঐ সব ফল হইতে কত গাছ, কত ফল, কত আঁটি হইবে। তাহা হইলে দেখা যায় যে আঁটিটি এক হইয়াও অনন্ত। আঁটি হিসাবে ইহা এক, কিন্তু গতি বা ক্রিয়া হিসাবে ইহার অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, অনন্ত প্রকাশ। এইরূপ কাঁঠাল বা যে কোন জিনিষ ধরিতে পার। এখন যদি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ এক হইতে আসিয়া থাকে তবে তিনি এক হইয়াও অনন্ত। যখন আমরা সত্তার দিকে লক্ষ্য করি তখন ঐ আমের আঁটির মত বলা যায় যে ইহা এক। যখন ঐ সত্তার ক্রিয়া বা গতির দিকে লক্ষ্য করি তখন ইহা অনন্ত, পরমাত্মা বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা ঐ সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। উহা এক, অদ্বয়। আবার দেখ, ক্রিয়া ত শক্তির খেলা। উহাও কিন্তু এক। কারণ ক্রিয়াগুলি অনন্ত হইলেও শক্তি হিসাবে ওগুলি এক শক্তিরই খেলা। জলে অনন্ত তরঙ্গ উঠিলেও উহা জল বই আর কিছু নয় এবং এক শক্তির ক্রিয়ার জন্যই ঐ অনন্ত তরঙ্গ। আবার জলের নিস্তরঙ্গ অবস্থাও আছে। আঁটির মত জলের নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে সত্তা বলিতে পার। ঐ সত্তা বা নিস্তরঙ্গ অবস্থাই হইল জ্ঞান যোগের লক্ষ্য। কর্ম যোগের লক্ষ্য হইল ঐ সত্তার তরঙ্গায়িত অবস্থা। ইহার মধ্যে তোমরা ভক্তি বল, প্রেম বল সমস্তেরই স্থান করিয়া দিতে পার। ভক্তির গাঢ় অবস্থাই হইল প্রেম। প্রেম রসস্বরূপ। উহাও এক রস।

আবার যদি বলা যায় যে এক সত্তা ভিন্ন আর কিছু নাই—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এ কথাও সত্য, কারণ যখন আমের আঁটিটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন ত আর উহাতে গাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় যদি বলা যায় যে গাছ নাই, উহা যেমন সত্য আবার যদি বলা হয় যে এই আঁটিতে গাছ আছে, উহাও সেইরূপ সত্য। কারণ আঁটিতে গাছ না থাকিলে গাছ আসিল কোথা হইতে?

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। এমন সময় কন্যাপীঠের মেয়েরা মাকে দোতলায় লইয়া গেল। আমরাও বিদায় হইয়া আসিলাম।

২১শে মাঘ রবিবার (ইং ৪।২।৫১)

আজ সকালবেলা মা আর হলঘরে আসেন নাই। বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে তাঁহার ঘরেই পাইলাম। এক ঘর লোক বসা ছিল, রমণ মহর্ষির আশ্রম হইতে যে ক'টি সাহেব এবং মেম আসিয়াছেন তাঁহারাও ঐ ঘরে ছিলেন। মা যে সব কথা বলিতেছিলেন তাহা আবার সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেছিলেন, কারণ তাঁহাদের ঐ সব কথা শুনিবার ও বুঝিবার খুব আগ্রহ তাহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। মিস্ ব্ল্যাঙ্কাই (আত্মানন্দ) এ কাজ করিতেছিলেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঐখানে থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর যেরূপ কীর্তনাদি হয় আজও সেইরূপ হইল। মৌনের পর যখন বাসায় চলিয়া আসিব বলিয়া মনে করিতেছি তখন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট ডাক পড়িল। মায়ের ঘরে গিয়া দেখি যে কমল (ব্রহ্মচারী) দাদা সেখানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীমতী বুনী মাকে খাওয়াইয়া দিতেছে। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "দিদি (খুকুনী দিদি) এখানে নাই তাই পরামর্শ করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।" মনে মনে ভাবিলাম যে মা পরামর্শ করিবার জন্য ভাল লোককে ডাকিয়াছেন। আগামী শ্রীসরস্বতী পূজার সময় পাটনার সুধীরবাবু মাকে ঐখানে নিয়া যাইবেন—বর্তমান সময়ে সরকার দ্বারা খাদ্য দ্রব্য যেভাবে নিয়ন্ত্রিত তাহাতে বেশী লোক সেখানে গেলে অসুবিধা হইবে এই সব কথা সুধীরবাবু চিঠি দ্বারা জানাইয়াছেন। মা ঐ চিঠিখানা আমাকে ভাল করিয়া শুনিতে বলিলেন। লোকসংখ্যা পূর্বেই অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এখন যাহাদের মার সঙ্গে পাটনা যাওয়ার কথা তাহাদিগকেও বাদ দেওয়া হইবে কিনা তাহাই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মার সঙ্গে প্রায় ১০।১২ জন লোক যাইবার কথা, চিঠির ভাবে বুঝা গেল না যে এই কয়েকটি লোক গেলেও সুধীরবাবুদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

২২শে মাঘ সোমবার (ইং ৫।২।৫১)

আজ মা বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন। আশ্রমের সমস্ত সাহেব এবং মেমও বিন্ধ্যাচল আশ্রম দেখিবার জন্য মায়ের সঙ্গে যাইবেন। শুনিলাম সাহেবদের মধ্যে দুইজন পাটনাতেও যাইবেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মাকে কন্যাপীঠের বারান্দায় দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ সকালে দাঁত মাজিবার জন্য নুন না দিয়া পুষ্প (ব্রহ্মচারিণী) আমাকে ভুলে সোডা দিয়াছে, চলিয়া যাইব কিনা তাই দাঁত এইভাবে পরিষ্কার করিয়া দিল। দিদি এখান হইতে যাইতে না যাইতেই এইরূপ ভুল করিয়া বড় লজ্জায় পড়িয়াছে। ঐ ভুলের জন্য তাহাকে না বকিয়া আমি যে এতগুলি লোকের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিয়া দিলাম ইহাতে তাহার আরও দুঃখ। বোধহয় গালি দিলেও তাহার এত দুঃখ হইত না।" মা হাসিতে হাসিতে এমন ভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন ইহাও একটি মহাআনন্দ করিবার বিষয়।

ইহার পরই মা গোশালায় চলিয়া গেলেন। ঐখানে গোপূজা এবং নারায়ণ পূজা হইল। ঐখান হইতে যখন ফিরিলেন তখন বেলা ১২টা। ইহার পর আহার করিয়া বেলা ১টার সময় বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কাশীতে আগমন

৭ই ফাল্গুন, সোমবার (ইং ১৯।২।৫১)

আজ বেলা ১টার সময় মা পাটনা হইতে এখানে আসিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে নারায়ণ স্বামী, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। আমরা সদর রাস্তায় মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। গাড়ী কিংবা রিক্সা আশ্রমের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যায় না দেখিয়া মনোমোহনের উৎসাহে একটি ছোট গাড়ী তৈয়ার রাখা হইয়াছে। উহা দেখিতে সাইকেল রিক্সার মত, তবে ইহাকে invalid chair-এর মত ঠেলিয়া নিতে হয়। এই গাড়ী দেখিয়া খুকুনীদিদি আনন্দ প্রকাশ করিলেন, মাকে মালা পরাইয়া এই ছোট গাড়ীখানিতে উঠাইয়া লওয়া হইল। দিদির নির্দ্দেশ মত মাকে প্রথমেই মনোমোহনের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল, কারণ মনোমোহন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীমা বরাবর আশ্রমে না গিয়া প্রথমেই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া মনোমোহন সজল নয়নে মাকে প্রণাম করিল। এখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমে আসিয়া মা কিছুক্ষণ চত্বরের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "পাটনায় সতীর খুব জ্বর হইয়াছিল, যেমন জ্বর তেমনই মাথাধরা। কেহ কেহ মনে করিয়াছিল যে উহার গা দিয়া বসন্ত বাহির হইবে। যাক্ অল্পতেই সারিয়া গেল।"

আমি। উহার যে ফাঁড়াটা ছিল তাহা মোটরের উপর দিয়া কাটিয়া গেলেও বোধহয় উহার একটু আঁশ ছিল।

মা হাসিতে লাগিলেন, আমেদাবাদের দুর্ঘটনা হওয়ার পরও মা যে সতীর উপর দৃষ্টি রাখিতেছিলেন এবং পাটনায়ও যে মা সতীকে সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন তাহাতেই আমার ঐ ধারণা হইয়াছিল। মুক্তিবাবা বলিলেন, "রাজগীরের পথে আমাদেরও একটি ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে, যে মোটরে আমরা যাইতেছিলাম উহার একটি চাকা হঠাৎ খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। গাড়ীখানা উল্টাইয়া পড়ে নাই ইহাই আমাদের ভাগ্য।" মা ঐকথা স্বীকার করিলেন। ইহার পর মা আহার ও বিশ্রাম করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসমর্পণের লক্ষণ

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ২০।২।৫১)

আজ বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করার পর মা আমাকে গোপীবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে তাঁহার শরীর এখন ভালই আছে। গোপীবাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে যে প্রসঙ্গটি আলোচিত হইয়াছিল ঐ প্রসঙ্গ মায়ের নিকট উত্থাপিত করিলাম। মাকে বলিলাম, "যদি কোন দেবতা বা মহাত্মার নিকট আত্মসমর্পণ করা যায় উহা যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, তাহা যে দেবতা বা মহাত্মা কর্তৃক গৃহীত হইল তাহা বুঝিবার উপায় কি? আত্মসমর্পণের পরও যদি রোগশোকের জন্য অন্যের কাছে ছুটাছুটি করিতে হয় তাহা হইলে ত বুঝা যায় যে ঐ আত্মনিবেদন গৃহীত হয় নাই।

মা। এই প্রশ্নের নানা দিক হইতেই উত্তর হইতে পারে। তুমি জানিতে চাও যে যাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা যায়, তিনি যদি উহা গ্রহণ করেন তবে উহার প্রকাশটা কিরূপ হইবে। একভাবে এরূপ বলা যায় যে, যে নিজকে সমর্পণ করা, যাহার নিকট সমর্পণ করা এবং সমর্পণ ক্রিয়াটি যখন এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় তখনই বলা যায় যে ঐ সমর্পণ গৃহীত হইয়াছে।

আত্মসমর্পণ হওয়ার পরও যদি কাহাকেও রোগের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায় তাহা হইলেও মনে করিতে হইবে না যে তাহার আত্মসমর্পণ হয় নাই; কারণ ঐ আত্মসমর্পণের প্রকাশটা এরূপও হইতে পারে যাহার ফলে সে ডাক্তার এবং ঔষধ ইত্যাদিকে গুরু হইতে আলাদা দেখিতেছে না। যাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করা হইল তিনিই নিজকে ডাক্তাররূপে প্রকট করিয়া ব্যবস্থা দিলেন এবং ঔষধরূপে যাহা গ্রহণ করা তাহাও তিনি স্বয়ং। এইজন্য বলা হইয়াছে যে তাঁহার প্রকাশ হইলে, যে আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং যাঁহার নিকট করিতেছে এবং সমর্পণ ক্রিয়াটিও যে একমাত্র তিনি—ইহা অনুভবে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার এই আত্মসমর্পণ খণ্ড ভাবেও দেখিতে পার, যেমন গুরুকে তুমি তোমার ক্রোধ অর্পণ করিলে। উহার পর হইতেই যদি তোমার আর ক্রোধ না হয় তবেই বুঝিতে পারিলে যে তিনি তোমার ক্রোধ গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়ের প্রতি তোমার যে লোভ আছে উহা যদি তুমি ভগবান বা গুরুকে অর্পণ কর এবং উহার ফলে যদি তোমার ভগবানকে লাভ করিবার লোভ বাড়িয়া যায় তবেই বুঝিতে হইবে যে তিনি তোমার লোভ গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাকে যদি কিছু দেওয়া যায় তবে উহাই আবার বিশুদ্ধভাবে ফিরিয়া আসে। ভগবানকে কিছু দিলে কিন্তু কিছু হয় না; যখন কিছু দেওয়া হইয়া যায় তখনই ঐরূপ হয়। তাই আত্মসমর্পণ যেমন অনন্ত প্রকারের হয় উহার প্রকাশটাও সেইরূপ।

সেদিন পাটনায় একজন বলিতেছিল যে যাহাদের মন strong (সবল) তাহাদের ভগবান না হইলেও চলে, অর্থাৎ মনের দুর্ব্বলতার জন্যই লোকে ভগবান ভগবান করে। তাহাকে বলা হইয়াছিল যে strong মন বলিতে সে কি বুঝে। মন অর্থ ত মানিয়া নেওয়া। যাহা মানিয়া নিলাম তাহা লইয়াই মত্ত হইয়া থাকিলাম। ইহাই ত হইল সরল মনের লক্ষণ? কাজেই strong মনের অর্থ হইল মত্ততা। কিন্তু এই মত্ততা থাকে কতক্ষণ? তোমাদের নিজের দিকেই লক্ষ্য করিয়া দেখ না, যে চুল কালা ছিল তাহা এখন সাদা হইয়া গিয়াছে, যে দাঁত শক্ত ছিল তাহা পড়িয়া গিয়া এখন বেদন্ত হইয়াছ। ছোটবেলা যাহা মনে করিতে এখন কি তাহা মনে কর? সবই ত পরিবর্তনশীল। কাজেই যাহা আজ সত্য বলিয়া মানিয়া নিতেছ উহাও ত দুইদিন পরে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

তাহাছাড়া ছোটবেলার অনেক কথাই এখন তোমাদের মনে নাই। আগামীকল্য কি হইবে তাহাও জান না। কাজেই সরল মনের শক্তি কতটুকু তাহা ত বুঝিতেই পার। সেইজন্য মন তাহাতেই দিতে হয় অর্থাৎ তাহাই মানিয়া নিতে হয় যাহার ফলে অজানা কিছুই থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময় তোমরা বল, "আমার এই মত" এবং অন্যে যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে তাহা সত্য নয় বলিয়া তোমরা উহা ত্যাগ কর। কিন্তু তুমি যেমন কতকগুলি জিনিষ প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার মতটি গঠন করিয়াছ অপরেও ত সেইরূপ করিতে পারে। তোমার মনের যে অবস্থা হইতে কোন বিষয়কে সত্য এবং কোন বিষয়কে মিথ্যা বলিতেছ অপরেও ত সেইরূপ করিতে পারে। তুমি অপরের মনের খবর কি জান? যখন তোমার মনের খবর তুমি যে ভাবে জানিতেছ, অপরের মনের খবরও যখন সেইভাবে জানিবে অর্থাৎ যখন তোমার মন এবং অপরের মন বলিয়া আলাদা কিছু থাকিবে না, তখনই এক মন হইয়া যাইবে। এক মন অর্থ হইল এক জীব। এক জীববাদ আছে না? এক মন এক জীব হইল এক আত্মা, যাঁহাকে জানিলে আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না। সেইজন্য একের মধ্যে অনন্তকে এবং অনন্তের মধ্যে এককে পাওয়াই হইল জীবের চরম লক্ষ্য।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, খুকুনীদিদি মাকে ডাকিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মা এইবার উঠিয়া পড়িলেন।

আজ বিকালবেলা মা যখন চত্বরে বসিয়াছিলেন তখনও আবার সকালবেলার প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়। আমি মার কাছে গিয়া বসিলে মা আমাকে বলিলেন, "এখানে কেহ কেহ বলিতেছে যে ভগবানকে যদি আত্মসমর্পণ করা যায় তবে তিনি উহা গ্রহণ করিলেন কি করিলেন না তাহা আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্ত্তব্য হইল আমাদের যা কিছু আছে তাহা দেওয়া এবং প্রতিদান হিসাবে তাঁহার নিকট কিছু প্রত্যাশা না করা। কারণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি হইতেই লোকে দান করিয়া প্রতিদানের প্রত্যাশা করে। যে প্রকৃত ভক্ত দানেই তাহার আনন্দ প্রতিদান গ্রহণে নয়। এই সম্পর্কে কেহ কেহ গোপিনীদের কথাও উদাহরণ স্বরূপ দিয়াছে। গোপিনীরা কখনও তাহাদের নিজের সুখ লক্ষ্য করিত না। কৃষ্ণকে সুখী করিয়াই তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখী।

আমি। ব্যবসায়ী বুদ্ধি দ্বারাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। ফলের উদ্দেশ্যেই আমরা কর্ম করিয়া থাকি এবং কোন কর্ম করিয়াই আমরা ফলের প্রত্যাশা করি। সর্ব্ববিষয়েই আমাদের এই ভাব। কেহ যদি বলেন যে সাংসারিক লোকের কাছেই মাত্র আমরা দান করিয়া প্রতিদানের আশা করি, ভগবানের কাছে উহা করি না, তবে আমার মনে হয় যে ইহা মিথ্যা কথা বলা হইবে।

মা। (হাসিয়া) সকালবেলাই বলিয়াছি যে আত্মসমর্পণেরও নানাদিক আছে। ভগবানকে আমি শুধু দান করিয়াই যাইব, তিনি আমার দান গ্রহণ করুন আর নাই করুন, ইহা ত হইল একদিকের কথা। কেহ কেহ এইভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি পায়। ভগবান্ যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন উহা তাহার তৃপ্তিরূপেই প্রকাশ পায়। সেইজন্য কিছুক্ষণ পূর্বে বলিতেছিলাম যে যেখানে রাম সেইখানেই আরাম বা শান্তি। যেখানে শান্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় বুঝিতে হইবে সেইখানেই রাম আছেন। রামের লক্ষণই হইল আরাম। তাই বলা হয় রামলক্ষ্মণ একত্রই থাকেন।

আমি। গোপীবাবুর নিকট ঐ আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একটি গল্পও শুনিয়াছিলাম। গল্পটি এই—পারস্য দেশে এক রাজা ছিলেন তিনি খুব প্রতাপান্বিত ও অত্যাচারী ছিলেন। একদিন দৈবক্রমে তাঁহার এক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি খুব আকৃষ্ট হন। ঐ মহাত্মাও তাঁহাকে এই কথা বলেন যে তিনি তাঁহাকে (রাজাকে) সর্বদাই রক্ষা করিবেন। কিছুদিন পরে রাজা ঐ মহাত্মার কথা ভুলিয়া গেলেন এবং পূর্বে যে ভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন সেইভাবে অত্যাচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে বৃদ্ধ হইলে তাঁহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল। তখন আর তাঁহার পূর্বের প্রতাপ নাই। এমন সময় তাঁহার সম্মুখে এক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল এবং ঐ জ্যোতির মধ্যে রাজা তাঁহার পূর্বপরিচিত সেই মহাত্মাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মহাত্মা তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন যে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত ইতঃপূর্বেই রাজাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া অভয় দিয়াছেন কাজেই এখন তাঁহার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমরাও আশা করি যে ঐ মহাত্মার মত কেহ আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে বলুন যে আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই। তবেই আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি। তাহা না হইলে ভগবানের চরণে নিজকে সমর্পণ করিয়াই বা আমাদের শান্তি কোথায়? তুমি অবশ্য বলিয়াছ যে যখন তাঁহার প্রকাশ হইবে তখনই আমরা বুঝিতে পারিব যে আত্মসমর্পণের প্রকৃত মর্ম কি এবং উহা কত অনন্ত প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন ত আমাদিগকে এই আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেই হইবে। এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তির পথ কোথায়?

মা। (হাসিয়া) তোমরা যে ভগবানের দিকে যাইতেছ, তোমাদের আত্মনিবেদন তিনি যে গ্রহণ করিতেছেন তাহার প্রমাণই হইল ঐ যন্ত্রণা। যতই নিরাশ হইবে, যতই নিজকে নিঃসহায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করিবে ততই যে তাঁহার প্রকাশ নিকটবর্তী হইয়া আসিবে। ঐ রাজা নিজকে অসহায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত মনে করিয়াছিল বলিয়াই ত ঐ মহাত্মার প্রকাশ হইয়াছিল।

৯ই ফাল্গুন, বুধবার (ইং ২১।২।৫১)

আজ সকালবেলা ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "গতরাত্রিতেও তোমার ঐ প্রশ্নের বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। প্রেমানন্দ (Mr. Turnbull) দেশে ফিরিয়া যাইবে কিনা সেই সম্বন্ধে গত রাত্রিতে প্রাইভেট করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছিল। সে যখন প্রথম এখানে আসে তখন সে আমার নিকট মন্ত্র চাহিয়াছিল। তখন তাহাকে বলা হইয়াছিল যে এ শরীর কাহাকেও মন্ত্র দেয় না। তবে তাহাকে তখন শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া মন স্থির করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এতদিন সে তাহাই করিয়া আসিতেছিল। গত রাত্রিতেও যখন আবার মন্ত্রের কথা উঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ব্লাঙ্কা (আত্মানন্দ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে সে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রণব জপ করে কি না। প্রণব কাহাকে বলে প্রেমানন্দ কিন্তু তাহা জানেও না। কিন্তু মজাও এমন যে ব্ল্যাঙ্কার ঐ কথা শুনামাত্র সে নিজেই শ্বাসের সঙ্গে প্রণব উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে ঐ ভাবে জপ করিবে নাকি ? আমি সম্মতি জানাইয়া তাহাকে বলিলাম যে তাহাকে কি করিতে হইবে তাহা কিন্তু ব্ল্যাঙ্কাই তাহাকে বলিয়া দিল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

পরে আবার বলিলেন, "প্রেমানন্দের সঙ্গে যখন কথা হয় তখনও আত্মসমর্পণের কথা উঠিয়াছিল। আত্মসমর্পণ ধীরে ধীরে হইতে পারে, আবার একবারেই হইতে পারে। ভগবানের কাছে পূর্ণ সমর্পণ হইয়া গেলে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হয়। আবার এই সমর্পণ খণ্ড খণ্ড ভাবে হইতে পারে; কিছু সমর্পণ হইতেছে আর আংশিকভাবে তাঁহার প্রকাশ হইতেছে। এই জাতীয় সমর্পণের মধ্যে কিন্তু কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে। থাকে বলিয়াই কিছু দিয়া কিছু পাওয়া যায়। আবার এই আংশিক সমর্পণ হইতেও ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে। তা'ই প্রেমানন্দকে বলিতেছিলাম, "তুমি তোমার নিজ বলিতে যাহা বুঝ, যতটুকু বুঝ, তাহাই ভগবানকে অর্পণ কর। তাহাকে থোড়া (অল্প) দিলে পুরা পাওয়া যায়।

এমন সময় যোগেশ (ব্রহ্মচারী) দাদা মাকে ডাকিতে আসিলে মা বলিলেন, "আজ এখনই উঠিতে হইবে।" এই বলিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

১০ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ২২।২।৫১)

আজ সকালে মা আর হলঘরে আসেন নাই, নিজের ঘরেই ছিলেন। বেলা ১১টার সময় আমি ঐ ঘরে গিয়াই বসিলাম, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সান্যাল মহাশয়, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ঐ ঘরে আসিয়া বসিলেন। মা শুইয়াছিলেন। উদাস (ব্রহ্মচারিণী) মাকে যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি একটা তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। গঙ্গাদিদি এবং হীরু (ব্রহ্মচারী) কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করিলেন। এই সময় একটি এ দেশীয় লোক আসিয়া মায়ের শ্রীচরণে একটি মালা দিয়া প্রণাম করিলেন এবং একটা পাত্র সহ কিছু গঙ্গাজলও দিলেন। তিনি বলিলেন, "এগুলি পশ্চিমবাহিনী গঙ্গার জল।" এই পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা কোথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে ইহা এলাহাবাদ এবং কাশীর মধ্যে কোন জায়গায়। মায়ের দর্শনের পর হইতেই ভদ্রলোকটি ভাবে গদ্‌গদ। চোখ দিয়া তাঁহার জল পড়িতেছিল। মা তাঁহাকে ভাগবত সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। মায়ের আদেশের জন্যই তিনি কিছু বলিলেন, তবে ভাবের আবেগে বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না।

ইতঃপূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলে মায়ের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। সেই সূত্রেই তিনি এখানে আসিয়াছেন। আজ বিকালে তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিতে বলা হইল। শুনিলাম লোকটি পণ্ডিত, ব্যাকরণাচার্য্য। মা, স্ত্রী এবং সন্তানাদিও আছে। গৃহে মায়ের সহিত স্ত্রীর বনিবনাও নাই। তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হইত। এইজন্য স্ত্রীকে শাসন করিতে মাঝে মাঝে উত্তম মধ্যমও দিতেন। একদিন মাকেও ঐরূপ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই তাঁহার বিষম অনুতাপ হয় এবং সেই সময় হইতেই ইনি গৃহ ছাড়িয়া দিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। পণ্ডিত বলিয়া ছেলেরা ইহার নিকট পাঠ গ্রহণ করে এবং রান্না ইত্যাদি করিয়া ইহাকে আহার করায়। মা বলিলেন, "গতবার বিন্ধ্যাচলে রাত্রি ১২টার সময় ইহার দুইজন ছাত্র ইহার বিছানা এবং খাবার নিয়া ইহার খোঁজ করিতে আসিয়াছিল, মহারতন এতরাত্রে ঐ দুইটি লোক দেখিয়া উহাদিগকে ডাকাত মনে করিয়া খুব ভয় পাইয়াছিল। এই সময় কমলও (ব্রহ্মচারী) বিন্ধ্যাচলে ছিল। মহারতনের চীৎকার শুনিয়া সে হারিকেন লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া উহারা কে জানিতে চাহিলে উহারা বলিয়াছিল যে তাহারা তাহাদের শিক্ষকের খোঁজে আসিয়াছে। এইসময় ইনি বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল কথা হইতে হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, খুকুনীদিদি আসিয়া মাকে আহারের জন্য তাগাদা দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সান্ন্যাল মহাশয় মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া মা বলিলেন, "কি বাবা, চলিলে নাকি?"

সান্ন্যাল মহাশয়। আপনাকে ইনি (অর্থাৎ খুকুনীদিদি) তিনবার ডাকিয়াছেন। তাই উঠিলাম।

মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে রাখিও যে তিনবার ডাকিলেই উঠিতে হয়। যে স্থানে আছ তাহা হইতে উর্দ্ধে যাইতে চেষ্টা করিতে হয়। ইহার জন্য চাই ভগবানের নিকট সর্বক্ষণ আত্মসমর্পণ। যাহা কিছু করিবে সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিবে। এইরূপ করিতে আরম্ভ করিলে নিজ হইতেই প্রশ্ন উঠিবে যে খারাপ জিনিষ ভগবানকে দেওয়া যায় কেমন করিয়া। উহার ফলে দেখিবে যে ভগবানকে অর্পণ করিতে পার না বলিয়া কুকর্মই তোমার ছুটিয়া যাইতছে। তাহা ছাড়া সমর্পণের ভাবটা সর্বক্ষণ রাখিতে হয়। প্রত্যেক ক্ষণের এক একটা প্রভাব আছে। কোন ক্ষণে কোন কাজ করিতে বিফল হয়, আবার কোন ক্ষণে কাজ অর্দ্ধসিদ্ধ হয়। আবার কোন ক্ষণে যাহা কিছু করা যায় তাহাই পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়। কাজেই সর্বদা সমর্পণের ভাব থাকিলে যদি কখনও শুভমূহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ হইয়া যায় তবে উহার পূর্ণ ফল পাইয়া যাইবে। সমর্পণের ফলই হইল তাঁহার প্রকাশ।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ কথা বলিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিকাল বেলা এক ভদ্রলোক আশ্রমস্থ সকল সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের সহিত মার একটা ফটো তুলিলেন। পরে মায়ের একক একটি ফটো তুলিলেন। ইহার পর পাঠ আরম্ভ হইল। পাণ্ডেজী কিছুক্ষণ রামায়ণ পাঠ করিলেন। পরে সকাল বেলার সেই পণ্ডিতজী কিছুক্ষণ ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এ বেলাও তাঁহার মধ্যে ভাবের আধিক্য পরিলক্ষিত হইল, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রূদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তির গল্প

বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি এইবার মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যাইবার সময় মায়ের নিকট হইতে ফল ফুল চাহিয়া নিয়া গেলেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বেশ সরল। মা তাঁহার সরলতার কথা তুলিয়া বলিলেন "বৃদ্ধ হইলে লোকের ভাব সরল হইয়া থাকে। যতদিন যৌবন থাকে ততদিন লোকের ভাব দমন করিবার সামর্থ্য থাকে। বৃদ্ধ হইলে ভাব দমন করিবার শক্তি কমিয়া যায় বলিয়া সরলতা দেখা·দেয়। তখন যে ভাবটা মনে উদয় হয় তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

মুক্তিবাবা। মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত কেহ সরল হইতে পারে না। সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। যখন উহার মৃত্যু হয় তখনই তাহা সোজা হয়।

মা। হ্যাঁ, তোমার সাপের কথা শুনিয়া আমার একটি নিয়তির গল্প খেয়ালে আসিতেছে। অবশ্য এ গল্প অনেকেই জান।

কেহ কেহ উহা জানি না বলিলে মা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এক ব্রাহ্মণ ছিল। এক দিন সে তাহার স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাসহ শুইয়া আছে এমন সময় দেখিতে পাইল যে একটি সাপ আসিয়া তাহার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে কাটিয়া গেল, ইহা দেখিয়া তাহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সে ঐ সাপের অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইল যে ঐ সাপ এক মহিষের আকার ধারণ করিয়া অন্য একটি মহিষকে শেষ করিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে সে মহিষের আকৃতি ছাড়িয়া এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের আকার ধারণ করিল। ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া দুইজন লোক যাহারা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল উভয়েই ঐ স্ত্রীলোকটিকে লাভ করিবার জন্য ঝগড়া আরম্ভ করিল। ঝগড়া হইতে মারামারি উহার ফলে দুইজন হতাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তখন ঐ স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল সে কে? কেনই বা সে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া লোকের মৃত্যুর কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি নিয়তি। যাহার যে ভাবে মৃত্যু লেখা আছে আমি সেইভাবে তাহাদের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "তাহাই যদি তুমি হইয়া থাক তবে বল ত আমার মৃত্যু কি ভাবে হইবে?" ইহা শুনিয়া নিয়তি বলিল, "এসব কথা পূর্বে প্রকাশ করা যায় না। তবে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি যে জলই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।" এই বলিয়া নিয়তি অন্তর্হিত হইল।

নিয়তির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করিল যে সে এমন জায়গায় গিয়া বাস করিবে যেখানে জলাশয় নাই। সেইজন্য সে নিজের ঘর ছাড়িয়া কোন এক পাহাড়িয়া অঞ্চলে গিয়া এক শেঠের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। শেঠের একটি ছোট ছেলে ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইত এবং সর্বদা তাহার সহিত থাকিতে থাকিতে তাহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়িল। কিছুকাল এই ভাবে গেলে এক দিন শেঠজী কোন যোগ উপলক্ষ্যে সকলকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতে মনস্থ করিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই স্নান করিতে যাইবে না। জলে যে তাহার মৃত্যু লেখা আছে একথা শেঠজীকে বলা হইলে শেঠজী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে স্নান করিতে গিয়া যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। শেঠের ছেলেও ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলে ব্রাহ্মণ স্নানে যাইতে সম্মত হইল স্নানের দিন শেঠজী জলের মধ্যে বাঁশ ইত্যাদি পুঁতিয়া এমন সব ব্যবস্থা করিল যাহাতে কাহারও ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা না থাকে। ব্রাহ্মণ শেঠের ছেলে লইয়া যখন জলে নামিল তখন ঐ বালকই ব্রাহ্মণকে বলিল যে সে-ই নিয়তি। এই বলিয়া সে এক কুমীরের আকৃতি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া গভীর জলে চলিয়া গেল। সকলে মনে করিল যে কুমীরই শেঠের ছেলে এবং ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়াছে।"

এই গল্প বলিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, "যেদিন রাজগীর যাওয়া হইয়াছিল সেদিন এই জাতীয় কথা হইতেছিল। গাড়ীতে যাইতে যাইতে নিয়তির এই গল্প এবং ভরদ্বাজ মুনির শিষ্যের গল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছিল। ইহা শুনিয়া আমার খেয়াল হইয়াছিল যে নিয়তির সম্বন্ধে আজ যখন এত কথা হইতেছে তখন আজ কোন দুর্ঘটনা না হয় এবং একটা যে দুর্ঘটনা হইবে তাহাও খেয়ালে আসিয়াছিল। আমাদের মোটর গাড়ীর পেছনে একটি বাস ও একটি স্টেশন ওয়াগনে ইহারা (অর্থাৎ মায়ের ভক্তরা) আসিতেছিল। আমাদের গাড়ী রাজগীর পৌঁছিল, কিন্তু ইহাদের গাড়ীর কোন খবর নাই। আমাকে স্নান করিবার কথা বলা হইলেও আমি স্নান না করিয়া ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘন্টা পর ইহারা আসিয়া পৌঁছিল। তখন শুনিতে পাইলাম যে একটি গাড়ীর চাকা খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং যে স্থানে ঐ ঘটনা ঘটে তাহাতে ঐ গাড়ীর লোক যে প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য।

"যাহা হউক রাজগীরে গরম জলে স্নান করিয়া আমার শরীরের যত ব্যথা ছিল তাহা তৎক্ষনাৎ দূর হইল। বিকালের দিকে যখন আমরা ফিরিলাম তখন আবার এক দুর্ঘটনা, আমরা ত গাড়ীতে পাটনায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু ইহাদের গাড়ী আর আসিতেছে না। রাস্তায় অবশ্য আমি আমাদের গাড়ী থামাইয়া ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু গোপালবাবা উহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে এরূপ ভাবে রাস্তায় অপেক্ষা করার কোন অর্থই নাই। উহা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। অনেক রাত্রি হইলেও যখন ইহাদের গাড়ী আসিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন মনে করিলাম যে আমার ব্যথা বেদনা আবার না আসিলে ইহারা আসিবে না। তখন ব্যথা বেদনাকে ডাকিয়া লইলাম এবং উহা নিয়াই পা'চারি করিতে লাগিলাম। গোপালবাবাও আমার সঙ্গে সঙ্গে পা'চারি করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্যথাটা খুব বাড়িয়া উঠিল তখন গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। এমন সময় ইহারাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শুনা গেল যে রাস্তায় মোটর গাড়ী বিগ্‌ড়াইয়া যাওয়াতে ইহারা এতক্ষণ আসিতে পারে নাই পরে অন্য এক বাসের সাহায্যে ইহারা অতি কষ্টে আসিয়াছে। (পণ্ডিতজীকে দেখাইয়া) ইহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়াও নিয়তির কথা মনে হইতেছিল। ইহারাও স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী থাকিতেও নিয়তির জন্য আজ এখানে। অনেকেই মনে করি যে যদি এরূপ করিতাম বা ঐরূপ করিতাম তবে বোধহয় এরূপ হইত না, কিন্তু তাহারা জানে না যে এইরূপ হইবার ছিল বলিয়াই ইহা হইয়াছে এবং ইহা অন্যথা হইবার নয়। এই ভাবটা মনে রাখিলে অনেক সময় কৃতকর্মের জন্য কষ্ট হয় না। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া যদি মনে করা যায় যে এইরূপ হইবার ছিল বলিয়াই ইহা হইয়াছে তাহা হইলে দুঃখ এবং অনুশোচনা অনেকটা কম হয়। কিন্তু লোকে ত ঐ ভাব মনে আনিতে পারে না তাই যাহা ঘটে তাহার জন্য তাহাদের এত দুঃখ কষ্ট হয়।

সূক্ষ্মাত্মার সহিত দর্শন

এই সব কথাবার্ত্তা যখন হইতেছিল তখন বিশুদাদা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলিতেছি, ইহার যদি কোন ব্যবস্থা থাকে তবে তোমরা বল— যেদিন আমি এইখানে (অর্থাৎ কাশীতে) আসি সেই দিন রাত্রিতে দেখিতেছি কি যে একটা বড় ময়দান এবং উহার মধ্যে দুইটা পুকুর। গ্রাম দেশে পুকুরের এবং নদীর ধারে যেরূপ যূপকাষ্ঠ জলে পোঁতা দেখা যায় ঐ পুকুরের মধ্যেও পাঁচ ছয়টি যূপকাষ্ঠ দেখিলাম। প্রত্যেকটি যূপকাষ্ঠ হইতে এক একটি মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের শরীরে অস্থি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এবং ঐ অস্থি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে উহা স্পর্শ করা মাত্র গুড়া হইয়া যাইবে। কিন্তু উহাদের মুখগুলি খুব জ্বল জ্বল করিতেছিল। উহারা আমার কাছে আসিলে আমি উহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখন কোথায় থাক?" সে বলিল যে কিষণপুর আশ্রমের নিকটে একটা গাছে সে থাকিত, কিন্তু ঐ গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া দোকান করা হইয়াছে; কাজেই এখন সে উহার নিকটে অন্য একটি গাছে থাকে। সে যে গাছটির কথা বলিল তাহাও তাহার বলার পূর্বেই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেয়ালে আসিয়াছিল। অবশ্য ঐ গাছটি আশ্রমের বাহিরে ছিল। এখন ঐ গাছটিকে কাটিয়া ঐখানে দোকান করা হইয়াছে। এখন বল ত ইহাদের জন্য কিছু করার প্রয়োজন আছে কি? ইহারা কিন্তু আমাকে কিছু করিতে বলে নাই।"

বিশুদাদা। উহারা যখন কিছু বলে নাই তখন উহাদের জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ যখন ইহাদের নামগোত্রও জানা নাই, তখন গয়ার পিণ্ডই বা কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে?

মা। অবশ্য ইহারা উদ্ধার পাইয়াছে অথবা উদ্ধারের উপায় পাইয়াছে।

মুক্তিবাবা। মায়ের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল তবে আর ইহাদের উদ্ধারের বাকীই বা কি রহিল? আচ্ছা, পাটনাতেও এবার নাকি সূক্ষ্ম দেহধারীর সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল?

মা। (হাসিয়া) হ্যাঁ, যেদিন আমরা পাটনাতে পৌঁছি সেইদিনই তাহাদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখিতে পাইলাম দুইটি লোক, একজন খুব বৃদ্ধ এবং আর একজন বৃদ্ধা। ইহারা স্বামী স্ত্রী। দেখিতে দুইজনই খুব সুন্দর। বৃদ্ধা আসিয়া আমাকে বলিল, "আমার এই স্বামী এখানকার নবাবের বন্ধু ছিল। মুসলমানদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ইহার আচার ব্যবহারও মুসলমানদের মত হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহার মাথায় হাত দিয়া ইহার মতি গতি বদলাইয়া দিন।" বৃদ্ধকে দেখিলাম যে সে কতকগুলি ছেলেপেলে লইয়া বসিয়া আছে। এই ছেলেপেলেগুলি তাহার বন্ধু নবাবের পৌত্র। বৃদ্ধ আমাকে ঐ ছেলেপেলেগুলির মাথায় হাত দিতে বলিল। বৃদ্ধা হিন্দু আচারে অটুট থাকিয়া পূজা ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে এবং তাহার এই নিষ্ঠাযুক্ত পূজার ফলে তাহার স্বামীও কিছুটা আকর্ষিত হইতেছে। নবাবের আমলে ঐ স্থানের যে চেহারা ছিল তাহাও ফুটিয়া উঠিল। তখন দেখিতে পাইলাম সুন্দর সুন্দর চকমেলানো বাড়ী। ঐ সব বাড়ীর একটির মধ্যে দুই বন্ধু সাজিয়া গুজিয়া এক সোফার উপর বসিয়া আছে। ঐখান হইতে সদর রাস্তা দেখা যাইতেছে। সেখানে অগণিত লোক যাতায়াত করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবাবের দাসীদিগকেও দেখিলাম। তাহারা সুন্দর সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সংখ্যায় তাহারা ১০/১২ জন হইবে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি খুকুনীকে বলিলাম, "খুকুনী, দেখছিস্ ইহারা কিন্তু রানী নয়, চাকরাণী, তবুও ইহাদের এত সাজসজ্জা।" এই সব দৃশ্য দেখিয়া যাহারা আমার কাছে উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখানে (অর্থাৎ পাটনায়) পূর্বে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল কিনা তাহারা বলিল, "হ্যাঁ, মা, পূর্বে এখানে মুসলমানেরাই রাজা ছিল।"

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা একাগ্রচিত্তে এই সব অলৌকিক কথা শুনিতেছিলাম। এইবার মা উঠিলেন দেখিয়া আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

১১ই ফাল্গুন, শুক্রবার (ইং ২৩/২/৫১)

আজ ১০।টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। ঐখানে গীতাপাঠ চলিতেছিল। প্রত্যহই চারি অধ্যায় করিয়া গীতাপাঠ হইতেছে। আজকার চারি অধ্যায়ের মধ্যে একাদশ অধ্যায় ছিল।

গীতাপাঠ সমাপন হইলে মাকে কেহ কিছু প্রশ্ন করিতেছে না দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সান্যাল মহাশয় মাকে বলিলেন, "মা, কেহ কেহ বলেন, 'তুমি অমুক ব্যক্তির শ্রীচরণ ধ্যান কর তাহা হইলেই তুমি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবে।' কিন্তু এ সকল কথা আমার বিশ্বাস হয় না। ভগবানের চরণ ধ্যান না করিয়া আমি অপরের চরণ ধ্যান করিতে যাইব কেন?"

মা। তোমার কি গুরু আছে?

সান্যাল মহাশয়। (জোরের সহিত) না, আমার কোন গুরু নাই।

মা। তবে কে তোমাকে অপরের চরণ ধ্যান করিতে বলে?

সান্যাল মহাশয়। কেন? যাহারা আমার মিত্র এবং বন্ধু তাহারাই আমাকে ঐ কথা বলে। কিন্তু তাহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। আমি বলিব যে তোমার কোন মিত্র বা বন্ধু নাই। মিত্র কাহাকে বলে? যাহার সহিত মতের মিল থাকে তাহাকেই মিত্র বলে। আর বন্ধু হইল যাহার সহিত মনের বন্ধন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই ত ভগবানকে পরম বন্ধু বলা হয়, কারণ তাঁহার সহিত যে আমাদের চির বন্ধন। আচ্ছা, তবে তুমি কি করিতে চাও? মিত্র এবং বন্ধুদের কথামত যদি কাহারও ধ্যান না করিবে তবে কি করিবে?

সান্যাল মহাশয়। শুধু মুখের কথা নয়, কেহ যদি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতে পারেন তবেই আমি ভগবানের চরণ ধ্যান করিব।

মা। কি? ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের চরণ ধ্যান করিবে? (সকলের হাস্য) প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে একই কথা। ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিলে আবার ধ্যান করিবার কিছু থাকে নাকি? (সকলের হাস্য)

এইবার সান্যাল মহাশয় আর কোন উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব হইলেন।

হীরু (তন্ময়ানন্দ)। মা, আমি একটি প্রশ্ন করিতে চাই। প্রশ্নটি হইল এই—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিলে কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়, রাম, রাম, বলিয়া ডাকিলে রামের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবান, ভগবান বলিয়া ডাকিলে কোন মূর্ত্তির দেখা পাওয়া যাইবে?

মা। ভগবান ভগবান বলিয়া ডাকিলে, ভগবান সম্বন্ধে তোমার যে সংস্কার আছে তাহার দেখা পাইবে।

হীরু। আমার যদি কোন সংস্কার না থাকে; তবে কি দর্শন হইবে?

মা। কোন না কোন সংস্কার তোমার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে আছেই যদিও এখন তুমি তাহা জান না। ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সেই সংস্কার ফুটিয়া উঠিবে।

হীরু। রাম নাম জপ করিতে করিতে যদি কৃষ্ণের দেখা পাই তবে কি তখন কৃষ্ণ নাম-ই জপ করিতে থাকিব?

মা। এ শরীর বলিতেছে, তুমি যে মূর্ত্তিই দেখ না কেন ইষ্ট নামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর শ্রদ্ধা হারাইও না।

হীরু। রামকে ডাকিলাম, তিনি দেখা দিলেন না। দেখা দিলেন কৃষ্ণ তবে কৃষ্ণকেই ডাকিব না কেন?

মা। যদি তেমন ভাবে রাম নাম করিতে পার যাহার জন্য কৃষ্ণের প্রকাশ হয় তাহা হইলে যে নামে ডাকিয়া এই দেখা পাইলে তাহার উপর অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা আসিবে কেন? বরং তখন মনে হইবে যে এই নাম করিয়া যখন এইরূপ দর্শন হইল তখন দেখা যাক্ যে আমার ইষ্টের আরও কত রূপ আছে। দর্শন দর্শন যে বলিতেছ, দর্শনের মধ্যে কি আছে? দেব-দেবীর ছবিও ত দেখা যায়। মনের সংস্কারও ছবির আকারে ফুটিয়া উঠে। উহাতে কি হয়? দর্শনের ফলে যদি শান্তি, মমতা, সর্বজীবের প্রতি মিত্রভাব, সকল জীব জন্তুই যে আমার আপন জন—এই সব ভাব ফুটিয়া না উঠে, আমি এখন যাহা আছি, দর্শনের পরেও যদি তাহা থাকিয়া যাই, অর্থাৎ দর্শনের ফলে যদি বদলাইয়া না যাই তবে ঐ দর্শন কিছু নয়। যদি দুর্বৃত্তিই নাশ না হয় তবে আবার দর্শন কি? দুর্বৃত্তির অর্থ হইল যাহা দ্বারা ভগবান্ দূরে আছেন বলিয়া মনে হয় তাহাতে ব্রতী থাকা। তাহাই হইল আসল দর্শন যাহাতে ভগবানের সহিত দূরত্ব ভাব নষ্ট হয়। যাহার ফলে লোকের অজ্ঞানের পরদা হটিয়া যায়। পরদা হটিয়া যায় বলা বইল, কিন্তু হটিয়া যাইবে কোথায়? অর্থাৎ পরদারূপেও যে তিনিই তাহা তখন বুঝা যায়। তুই বলিতেছিস যে রাম নাম করিয়া যদি কৃষ্ণের দেখা হয় তবে কৃষ্ণ নামই তুই করবি না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছি যে আগে তুই তেমন ভাবে ডাকিয়া কৃষ্ণের দেখা পা' পরে যদি এই প্রশ্ন উঠে তবে তখন ইহার উত্তর বলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ নাম করিতে করিতে কোন মূর্ত্তির প্রকাশ হইলে তখন আর এ জাতীয় প্রশ্নই উঠিবে না। কাজটি যে ভাবের হয় প্রকাশটিও সেই ভাবের হয়। তবে সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে নিজ নিজ ইষ্ট নামের উপর নিষ্ঠা থাকা উচিত। এই নিষ্ঠা থাকিলেই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়া যায় তখন আর জানিবার বুঝিবার কিছু থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার (ইং ২৫/২/৫১)

আজ সকালবেলা আশ্রমে যাইতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া গেল। যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় ১১।।টা। রবিবার বলিয়া আজ অনেকেই মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মাকে বোধহয় কোন প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমি গিয়া মাকে বলিতে শুনিলাম—"মুক্তির রাস্তা নাই। মুক্তি ত স্বপ্রকাশভাবে সর্বত্র আছেই। রাস্তা, উপায় ইত্যাদি যাহা বলা হয় তাহা আবরণের জন্যই বলা হয়। আবরণ নাশ করিবার জন্যই রাস্তার দরকার। আবার ঐ রাস্তাও অনন্ত। নাশ কি? না স অর্থাৎ তিনি না। ভগবান্ যে সর্বত্রই আছেন তাহা না মানিয়া অন্য কিছু মানাই হইল নাশ। ভগবান্ নাই কোথায়? তিনি ত সর্বত্রই সদাপ্রকাশমান ভাবে আছেন। তিনি এখানে নাই, কোথায়ও আছেন এরূপ ভাব ত আবরণের জন্যই হয়। এককে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য কিছু মানাই হইল দ্বৈতভাব। যেখানে দুই, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অন্ধকার। দুই থাকিলেই নাশের প্রশ্ন উঠে। তোমরা দুই লইয়া থাক বলিয়াই তোমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব, দুঃখ।

ভগবান সর্বত্র আছেন এ কথাও যেমন তোমরা মানিতে পার না, ভগবান নাই এ কথাও সেইরূপ মানিতে পার না। তোমাদের ভাব কতকটা এইরূপ—ভগবান আছেন, তবে এখানে নাই। সুখ আছে, তবে এখন বা এখানে সুখ নাই। এইভাবে তোমরা দুই সৃষ্টি করিয়া লও। যদি ভগবান নাই বলিয়া দৃঢ় থাকিতে পারিতে তবে ঐ 'নাই' রূপেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইত। 'আছে' রূপে যেমন তাঁহার প্রকাশ হয়—আবার 'নাই' রূপেও তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম দুই থাকিলেই দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অন্ধকার। উহা নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকাশ কোথায়? সর্বদা এককে লইয়া না থাকিলে একের প্রকাশ হয় না। আর যদি দুই রাখিতেই হয় তবে প্রভু দাসরূপে উহাকে রাখ। তিনি প্রভু, আমি তাঁহার দাস এইভাব সর্বদা রাখিতে পারিলেও তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে।

কুমার বাবু। মা, আমার একটি প্রশ্ন আছে—সর্ববিষয়েই আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে কর্ত্তা করিয়া রাখিয়াছি। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত আমাদের এই কর্ত্তৃভাব থাকে। যাহা কিছু করিতেছি উহার কর্ত্তা যে আমরা এই ভাবই ত প্রবল। ইহার মধ্যে দাস্যভাব আনা যায় কিরূপে?

মা। উহা আনিবার উপায় হইল এই যে সর্বদা নিজকে ভগবানের দাস মনে করা। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন যাহার জন্য যাহা করিতেছি উহা শুধু আমি ভগবানের দাসরূপেই করিতেছি। এইভাবে সর্বদা চলিতে চলিতেও নিজের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। জীব যে ভগবানের নিত্যদাস ইহা বোধরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে। এখানে প্রভুও যেমন নিত্য, দাসও সেইরূপ নিত্য।

সান্ন্যাল মহাশয়। দাস হইতে প্রভু হওয়া কি ভাল নয়? সেবা করিয়া সুখ কি? (সকলের হাস্য)

মা। (হাসিয়া) তুমি যে প্রভু হইতে চাও তাহা ত ভোগের জন্য; কিন্তু ভোগ বলিয়া কিছু ত ভগবানের মধ্যে নাই। জীবই ভোগ করিতে চায় কারণ জীবের দ্বৈত বুদ্ধি থাকে। ভগবানের ত দ্বৈত বুদ্ধি নাই কাজেই সেখানে ভোগ কোথায়? সেখানে প্রভু যে, দাসও ত সেই। আবার বলিলে যে সেবা করিয়া সুখ কি? সেবা করিয়াই ত সুখ। তুমি যাহাকে আপনজন বলিয়া মনে কর তাহার সেবা করিয়া কি সুখ পাও না? এই সেবা ত নিজেরই সেবা। কাজেই সেবা করিয়াই সুখ।

তোমরা মিলন বিরহ বল না? জানিও মিলনে যেরূপ সুখ, আবার বিরহেও কিন্তু সেইরূপ সুখ। মিলন যেমন তাঁহার একটা রূপ, বিরহও তাঁহার একটা রূপ। পূর্ণ মিলন পূর্ণ বিরহ তাঁহারই রূপ। যে বিরহের কথা বলা হইতেছে উহা কিন্তু ভগবান দর্শনের পূর্বে হয় না। দর্শন কি? না একত্ব বোধ। ভগবানের সঙ্গে একত্ব বোধ হইতে যেমন পূর্ণ মিলন হয়, আবার ঐ একত্ব বোধ হইতেই পূর্ণ বিরহ হয়। এই বিরহকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" তোমরা বিরহ বলিতে যাহা বুঝ তাহা কিন্তু ইহা নয়। এখানে দুই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহ ইত্যাদি ভাবের কথা যাহা বলা হয় তাহা শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। এগুলি অনন্ত। হ্লাদিনী ইত্যাদি যে সব শক্তির কথা বলা হয় ওগুলি প্রধান প্রধান শক্তি হিসাবে বলা হয়। উহার মধ্যেও অনন্ত শক্তি আছে।

এক ভদ্রলোক। ভগবানের কিসের অভাব যে সেবা করিতে হইবে?

মা। (হাসিয়া) সেবা বলিয়া যাহা কিছু করা হয় উহা কি ভগবানকে করা হয়? আহার নিদ্রা বেশভূষা যাহা কিছু করিতেছ তাহা সমস্তই নিজের জন্য এবং এসব অতি যত্নের সহিত করিয়াও দেখিতেছ যে অভাব বোধ থাকিয়াই যাইতেছে। কেবল থাকিয়া যাইতেছে না, উহা আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বলা হয় যে, যে সেবাটা নিজের ভাবিয়া করিতেছ উহা ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া কর। অর্থাৎ তোমার সকল কাজের মধ্যে ভগবানকে লইয়া আস। তাহা হইলে কি হইবে? না, ভগবানের যে কিছুরই প্রয়োজন নাই এই বোধ তোমার মধ্যে আসিয়া যাইবে। ভগবানকে সর্বদা তোমার সঙ্গে রাখিতে রাখিতে তুমিও তাঁহারই মত আত্মারাম হইয়া যাইবে।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

১৪ই ফাল্গুন, সোমবার (ইং ২৬।২।৫১)

আজ সকালবেলা ১১টার সময় গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। তখন গীতাপাঠ হইয়া গিয়াছে। যে পণ্ডিতজী আশ্রমে থাকিয়া আজ কয়েকদিন যাবৎ ভাগবত পাঠ করিতেছেন তিনিই মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাপাচরণ সকলের নিকট নিন্দনীয় এবং শাস্ত্রে উহা গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তবুও মন পাপ পথে চলে কেন?

মা। আগুন বা সাপ দেখিলে লোকে যেরূপ ভয় পায়, কুকার্য্যকেও যখন ঐরূপ মনে করিবে তখন আর উহা করা সম্ভব হইবে না। আগুন স্পর্শ করিলেই শরীর জ্বলিয়া যায় তাই তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগুন স্পর্শ কর না। সেইরূপ শাস্ত্রে যাহাকে পাপ বলে উহাকেও যখন আগুনের মত মনে হইবে তখন আর উহা করিতে পারিবে না।

পণ্ডিতজী। কুকর্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবান শাস্তি দিতেন তাহা হইলে ত লোকে আর কুকর্ম করিত না।

মা। তাহা হইলে ত ভগবান তোমার মতই একজন হইতেন। (সকলের হাস্য) তুমি যাহা করিতে বল ভগবান যদি সেইরূপই করেন তবে তিনিও তোমার মত একজন।

পণ্ডিতজী। আমি যে দেবতাকে পূজা করি অনেক সময় তাঁহাকেই লাথি মারিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ আচরণ রাক্ষসেরাও করে না। আমার এমন হয় কেন?

মা। এগুলি বায়ুর খেলা।

পণ্ডিতজী ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া মা আবার বলিলেন, "অনেক সময় দেখ না যে এমনভাবে বাতাস বয় যাহাতে শরীর জুড়াইয়া যায়। আবার বাতাস এমন ভাবেও বহিতে পারে যাহার জন্য নিজের ইষ্টকে লাথি মারিতে ইচ্ছা হয়।"

পণ্ডিতজী। এরূপ ইচ্ছা দূর করিবার উপায় কি?

মা। এক কাজ করিও, যখন তোমার উপাস্যকে পূজা করিবে তখন চিন্তা করিবে যে তাঁহার চরণখানি যেন তোমার মাথার উপরে আছে এবং উহার স্পর্শে তোমার সর্বাঙ্গ যেন শীতল হইয়া যাইতেছে। পূজা করিতে করিতে উপাস্যকে লাথি মারিতেও ইচ্ছা হয়, তবুও মনে করিবে যে ঐ উপাস্যের চরণ তোমার মাথার উপরেই আছে। অন্যান্য সময়েও এই ভাবটি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই ঐরূপ ইচ্ছা একদিন চলিয়া যাইবে।

কৃত কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়

হীরু। আগুন স্পর্শ করিলে শরীর যেমন জ্বলিয়া যায়, পাপকার্য্য করিলে সেরূপ হয় না কেন?

মা। পাপকার্য্য করিলেও ঠিক তাহাই হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীরু। যদি তাহাই হয় তবে লোকে বার বার পাপকার্য্য করে কেমন করিয়া? আমরা ত আর বার বার আগুন স্পর্শ করি না। একবার স্পর্শ করিয়াই উহার ফল বুঝিয়া সাবধান হইয়া যাই। খারাপ কার্য্যের বেলায় সেরূপ হয় না কেন?

মা। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির কথা। এমন স্থিতি আছে যেখানে কর্ম্ম করা মাত্র তাহার ফল প্রকাশ হইয়া যায়। সাধারণতঃ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ফল প্রকাশ হয় না। তাই বলিয়া যে কর্ম্মের ফল থাকে না তাহা নয়। তুমি এই শরীর ধারণ করিয়াছ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার জন্য এবং কতকগুলি কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য। তাই একের পর এক কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছ; কিন্তু ইহার ফল থাকিয়া যাইতেছে। সুকর্ম্মের ফল যেমনভাবে থাকে, কুকর্ম্মের ফলও সেইভাবে থাকে। তোমাকে একদিন জ্বালাইবে বলিয়াই উহা থাকিয়া যায়। আগুনে হাত দিলে যে কেবল উহা পুড়িয়া যায় তাহা নহে আবার পোড়ার দাগও থাকিয়া যায় অর্থাৎ উহার আকৃতি বদলাইয়া যায়, সেইরূপ কুকার্য্যের যে পুটুলি রাখিয়া যাইতেছ উহাও একদিন তোমাকে অনুতাপে জ্বালাইয়া বদলাইয়া দিবে। কর্ম্ম করা মাত্রই যদি উহার ফল হাতে হাতে মিলে তবে আর লীলা হয় কেমন করিয়া? তাহা ছাড়া ভগবানের অনন্ত দিক আছে ত? কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যেমন একটা দিক, এবং ওরূপ যে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার কর্ম্মের ফল যখন তখন না দিয়া কিছু দিন পরে বা পরজন্মে দেওয়াও ভগবানের আর একটা দিক। এইরূপ তাঁহারও অনন্ত দিক আছে।

হীরু। সু বা কু আমি যে সব কর্ম্ম করি উহা ত ভগবানের কর্ম্ম তবে উহার ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে কেন?

মা। এত সত্য কথা; কিন্তু উহা যে ভগবানের কর্ম্ম তাহা কি তোমার বোধ আছে?

হীরু। আমি বিশ্বাস করি যে গাছের একটি পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না।

মা। বিশ্বাস ত অন্ধ। বিশ্বাস ত মন দিয়াই করা হয়। যাহা মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া মানা হয় তাহা কি সত্য?

হীরু। ভগবানকে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে মানিব কেন?

মা। (হাসিয়া) দর্শন করিলে আবার মানিবার প্রয়োজন?

(সকলের হাস্য) দর্শন কি? যাহা দেখা যায়। যে দেখে এবং দর্শন ক্রিয়ার একত্ব বোধই দর্শন। যখন এই অবস্থা লাভ করা যায় তখন আর সু কু বলিয়া কিছু থাকে না। তখন পাপও নাই পূণ্যও নাই, কারণ সর্বরূপে তিনি স্বয়ং যে।

একটি ভদ্রলোক। যাহার ঐরূপ দর্শন হয় তাহার কি অলৌকিক শক্তি লাভ হয় না।

মা। (হাসিয়া) অলৌকিক যখন বলিতেছ তখন আবার লাভ অলাভ কি? যেখানে লোক বা অবস্থা আছে সেইখানেই লাভা-লাভের প্রশ্ন। আর যেখানে লোক নাই, অবস্থা নাই সেখানেত তিনি স্বয়ং। বিভূতি তাঁহার স্বভাব। যাহা সর্বদাই স্বভাবে আছে তাহা আবার লাভ করে কেমন করিয়া? তবে এ কথা সত্য যে সাধক যখন ভগবানের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহার বিভিন্ন শক্তি লাভ হইতে থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও বদলাইতে থাকে। কিন্তু এগুলি অবস্থা মাত্র, কারণ এখানে সাধক, বিভূতি এবং লাভ ক্রিয়ারূপ তিনটি পুটলি রহিল। যতক্ষণ ঐ তিনটি পুটলি থাকে ততক্ষণ অবস্থা বা লোক রহিল। যখন এই তিনটি পুটলির নাশ হয় তখনই অলৌকিক বা স্বরূপাবস্থা। আমার ত লেখাপড়া জানা নাই তাই আমি পুটলি ইত্যাদি বলি। যাহাদের শাস্ত্র জ্ঞান আছে তাহারা আমার কথা হইতে ধারণা করিয়া লইতে পারিবে যে শাস্ত্রে ইহাকে কি বলে।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার (২৭।২।৫১)

আজ বেলা পৌনে এগারটার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা তখনই হলঘরে যাইতেছেন। আমিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হলঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়া বলিলাম, ঘড়িতে পৌনে এগারটা বাজিয়াছে দেখিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম যে আজ অন্যদিনের চেয়ে সকালেই নীচে যাইতেছি, কারণ যে ঘড়িটা আমার ঘরে ছিল তাহাতে এখন দশটাও বাজে নাই। কিন্তু অমূল্যকে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল কারণ সে ত এত সকালে আসে না। তোমরা ঘড়িগুলি মিলাইয়া ঠিক করিয়া রাখিও।"

ইহার পর এক ভদ্রলোক এবং শ্রীমান্ হীরু মাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। মা-ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে তাহাদের কথার জবাব দিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিলে মুক্তিবাবা মাকে বলিলেন, "জগতে নানা মতবাদ দেখা যায়। এমন কোন মতবাদ নাই যাহা বিরুদ্ধ মতবাদ দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এমন কি কোন মতবাদ নাই যাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই খণ্ডন করিতে পারে নাই?"

মা। তোমরা কি বল?

মুক্তিবাবা। আমরা ত ঐরূপ কোন মতবাদের কথা জানি না। ভবিষ্যতে এমন কি কোন মতবাদ দাঁড়াইবে যাহা সকলেই মানিয়া চলিবে?

মা। (হাসিয়া) ও, এই কথা? মতবাদ যখন বলিতেছ তখন পথ সম্বন্ধেই কথা হইতেছে। তোমরা বল না যে যত মত তত পথ। আবরণের মধ্যে যতদিন থাকা যায় ততদিন এইরূপই হইবে। যে, যে পথে চলে তাহার নিকট উহাই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হয়। অন্য পথের বিষয় সে কিছু জানিতে পারে না বলিয়া সে উহা মানিতেও পারে না। সেইজন্যই ত বলা হয় যে, যে যেখানে থাকিয়া যাহা বলে উহা ঐখানে সত্য। যখন নিজের পথটা সকলের পথ এবং সকলের পথগুলি নিজের পথ বলিয়া জ্ঞান হইবে তখনই সমস্ত মতবাদের সমাধান হইয়া যাইবে। নিজের ইষ্টের মধ্যে সকলের ইষ্ট এবং সকলের ইষ্টকে নিজের ইষ্ট বলিয়া অনুভব করাই হইল নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। যতক্ষণ তাহা নয় ততক্ষণ বুঝিতে হইবে আবরণ কাটিয়া যায় নাই। আবরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকার অর্থ হইল দুই থাকা। যেখানে দুই সেইখানেই দ্বন্দ্ব।

মুক্তিবাবা। এই যে বিভিন্ন মতবাদ আচার্য্যেরা খণ্ডন মণ্ডন করিয়া স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কেহই কি নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন নাই ?

মা। সে কথা বলা হইতেছে না। এখানে শুধু মতবাদের কথাই বলা হইতেছে। আচার্য্যেরা নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় থাকিয়াও যে সময়ে যে মতটি প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন তাহাই করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের নিকট খণ্ডন মণ্ডন যে এক জিনিষই। খণ্ডনরূপে যিনি, আবার মণ্ডনরূপেও যে তাঁহাদের নিকট তিনিই। যাহা 'না' বলা হইতেছে উহা যেমন সত্য আবার যাহা 'হাঁ' বলা হইতেছে উহাও যে সেরূপ সত্য। কাজেই তাহারা কোন বিশেষ মতবাদ প্রচার করিয়া সত্যকে কখনও খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই। দ্বৈত, অদ্বৈত ইত্যাদি যে মতবাদের কথা বলা হয় উহা যে স্থান বিশেষে সবই সত্য তাহা বুঝা যায়। এই হইল এক দিকের কথা। আবার এরূপ বলা যায় যে যিনি যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরও এক কথা—ভগবান এক আবার অনন্ত। বিভিন্ন মতবাদ বলিয়া যাহা বলা হইতেছে উহা হইল তাঁহার অনন্তত্বের দিক। তাঁহার অনুভূতি অনন্ত প্রকারের হইতে পারে। উহাই নানা মতবাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে। সৃষ্ট জীবও যেমন অনন্ত সেইরূপ ভগবানের প্রকাশও অনন্ত। তোমরা ত এমনিও দেখিতে পাও যে এক সম্প্রদায়ের সাধক হইলেই তাহাদের সকলের অনুভূতি একরূপ হয় না। এক আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। সকলের উপলব্ধি ঠিক একরূপ হয় না। ইহাতেই বুঝা যায় যে ভগবানের প্রকাশও অনন্ত এবং উহার উপলব্ধিও অনন্ত। একত্বের দিক হইতে যদি কিছু বলা যায় তবে বলিতে হয় যে, যা আছে তা'ই আছে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। ইহা ত হইল তোমার কথা।

মা। আমার কথা হইবে কেন? যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তাঁহারাও এইরূপ বলিবেন। যতক্ষণ দৃষ্টি সৃষ্টির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা যায় ততক্ষণই মতবাদ। তাহা না হইলে যা' আছে তাই আছে। যে যাহা কিছু বলিতেছে অবস্থা ভেদে উহা সবই সত্য।

এইভাবে মা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় উদাস মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিল দেখিয়া মাও উঠিয়া পড়িলেন। তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্বদা জপ ও ধ্যান করার লক্ষণ

১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (ইং ১।৩।৫১)

আজ ১০।টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে হলঘরের উত্তর দিকের এক ছোট প্রকোষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়েরা কীর্তন করিতেছে। কারণ জিজ্ঞসা করিয়া জানিলাম যে ছাপড়ার জমিদার গৃহিণী, যিনি আশ্রমে স্বয়ম্ভূ বিশ্বনাথ নামে যে দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, মাকে ঐখানে পূজা করিতেছেন। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন।

এক ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ভক্তি করা যায় কি করিয়া?"

মা। ভক্তি করা যায় না, ভক্তি হয়।

ভদ্রলোক। উহা হইবারই বা উপায় কি?

মা। গুরু যাহা করিতে বলিয়াছেন দিবারাত্র তাহা করা।

ভদ্রলোক। আমার গুরু ত মরিয়া গিয়াছেন।

মা। গুরু মরে না। তিনি তোমাকে যে মন্ত্র জপ বা ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন তাহাই সর্বদা করিয়া যাও। তাহা হইলে একদিন ভক্তি হইবে।

ভদ্রলোক। উহা ত সর্বদাই করিতেছি, কিন্তু ভক্তি হইতেছে কৈ? ওসব কথা না বলিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে কিভাবে কি করিলে ভক্তির উদয় হয় বল। আমি তাহাই করিব।

মা। (হাসিয়া) তুমি যে সর্বদা জপ বা ধ্যান কর তাহা ত তোমার লক্ষণে প্রকাশ হইতেছে না। তাহা যদি হইত তবে তুমি ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাহা করিয়া দিতে বলিতেছ তাহা করিয়া দিতাম। এখন পূর্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বলিলাম তাহা কর পরে দেখা যাইবে।

ভদ্রলোক। সর্বদা জপ করিতে করিতে যদি ইষ্টের প্রকাশ হয় তবে তাঁহাকে চিনিব কি করিয়া?

মা। যদি ইষ্টের প্রকাশ হয় তবে তিনিই চিনাইয়া দিবেন।

ভদ্রলোক। কল্পনা হইতেও ত দর্শন হয়।

মা। আগে তোমার কাছে কিছু প্রকাশিত হউক তারপর দেখা যাইবে।

আমি। মা, সর্বদা জপ বা ধ্যান করিলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ হয়?

মা। সর্বদা জপ হইলে?

আমি। না, জপ করিলে।

মা। (হাসিয়া) সর্বদা জপ করিলে, জপটা যে ভাল লাগে তাহা বুঝা যায়। কারণ তাহা না হইলে এতক্ষণ জপ করে কেমন করিয়া এই একটা লক্ষণের কথাই এখন খেয়ালে আসিতেছে।

আমি। আর কি?

মা। আর হইল যদি কিছুক্ষণের জন্য জপ না হয় তবে উহার জন্য অনুতাপ হয়। প্রথম লক্ষণ হইল জপে আনন্দ পাওয়া, দ্বিতীয় লক্ষণ হইল যে কোন কারণে জপ বন্ধ হইলে উহার জন্য অনুতাপ হওয়া। আরও একটু অগ্রসর হইয়া গেলে দেখা যায় যে কোন কারণে জপ বন্ধ হইয়া গেলে, নিজের কি একটা জিনিষ যেন হারাইয়া গিয়াছে এইরূপ একটা বোধ আসিয়া পড়ে। তোমরা যে সব জামা কাপড় সর্বদা ব্যবহার কর উহার কোন একটা হারাইয়া গেলে যেমন কি নাই কি নাই এইরূপ একটা ভাব হয় সেইরূপ যাহারা সর্বদা জপ করে, যদি কোন কারণে তাহাদের জপ বন্ধ হয় তবে তাহাদেরও ঐরূপ একটা অভাব বোধ হয় এবং ঐ অভাব হইতে যে অনুতাপ হয় তাহা পূর্বে যে অনুতাপের কথা বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক তীব্র। এই অনুতাপের তীব্রতাই তাহাকে আরও একাগ্রভাবে জপে প্রবৃত্তি আনিয়া দেয়।

আমি। সর্বদা জপ বা ধ্যান করিতে করিতে অনেকে ত পাগল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যায়।

মা। হাঁ, তবে একটা কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি যে এ পথে যাহারা চলে তাহারা ত পাগলই।

আমি। আমি ও অর্থে পাগল বলিতেছি না। সর্বদা জপ ধ্যান করিতে করিতে মাথার যন্ত্রণা হইয়া কেহ কেহ বাস্তবিকই পাগলের মত হইয়া যায়।

মা। হাঁ, ধ্যান হইতে অনেক সময় ঐ অবস্থা হয়। জপ হইতে ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ জপে ক্রিয়া আছে কিনা। ধ্যান হইতে যে মাথার যন্ত্রণা এবং গণ্ডগোল উপস্থিত হয় তাহার নানা কারণ থাকিতে পারে। গুরু এমন ভাবে ধ্যানের উপদেশ দিতে পারেন যাহা হইতে ঐরূপ হইতে পারে। আবার ঠিক ঠিক ভাবে গুরুর উপদেশ অনুসারে ধ্যান না করিলেও ঐরূপ হইতে পারে। তাহা ছাড়া লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তি থাকে ত? ভোগের প্রবৃত্তিগুলির একরকম গতি। আবার ধ্যান ইত্যাদি করিলে দেহে অন্যরূপ গতির সৃষ্টি হয়। যাহাদের চিন্তা স্ব ভাবতঃই ভগবদ্‌মুখী নয় তাহারা যদি জোর করিয়া উহাকে বেশীক্ষণ ঐদিকে রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ত্যাগের পথে যে জোর করিয়া গতি সৃষ্টি করা হইল উহা তাহাদের ভোগ লালসার স্বাভাবিক গতির সহিত এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে যাহার ফলে অনেকের মাথা খারাপ হয়। সেইজন্য আমি অনেক সময় ভোগ ত্যাগের উপদেশ দেই। কারণ ভোগের প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে উহাকে হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সেইজন্য বলা হয় যে কতকটা সময় ধ্যান ইত্যাদি করিলে আবার সাংসারিক যে যে কাজ করিবার আছে তাহাও করিয়া গেলে। এইভাবে চলিলে ধ্যান ধারণার সময় ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং উহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

মুক্তিবাবা। কেবল ধ্যান করিয়া যে লোকের মাথা খারাপ হয় এমন নহে। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে গুরু হইতে মন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের মাথার গণ্ডগোল হয়।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে দেখা যায়। যদি আবার বিচার না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি সম্পন্ন মন্ত্র দেওয়া যায়, তাহা হইলেও এইরূপ হইতে পারে। আবার অনেকের নিয়তিই এরূপ থাকে যে, যে সময়ে গুরুমন্ত্র পাইবে সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে তাহার মাথা খারাপ হইবে। এইসব ক্ষেত্রে মাথা যে খারাপ হয় তাহা মন্ত্রের দোষে নয়। উহা শিষ্যের কর্মফলেই হইয়া থাকে। সেইজন্য এই শরীর কাহাকেও কোন ক্রিয়ার কথা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়া দেয় যে এই ক্রিয়া করিয়া যদি তাহার মাথা খারাপ হয় তবে ক্রিয়ার জন্য যে উহা হয় নাই তাহা বুঝিতে হইবে।

আমি। এরূপও ত দেখা যায় যে কেহ চারি পাঁচ ঘন্টা একটানা জপ ধ্যান ইত্যাদি করিয়া আসিয়াই আবার অপরের সমালোচনায় আনন্দের সহিত যোগ দেয়।

মা। হাঁ, ঐরূপ অবশ্য হয়; কিন্তু কেবল উহার জন্যই এ কথা বলা চলে না যে তাহার ধ্যান, জপ বৃথাই যাইতেছে, যতটা সময় সে ধ্যান, জপে ব্যয় করিতেছে উহার ফল ত থাকিয়াই যাইতেছে। আরও এক কথা, লোকের যে সব সংস্কার আছে ওগুলি ত বাহির হইয়া পড়িবেই। কেবল এই জন্মের সংস্কারের কথা বলিতেছি না। পূর্ব পূর্ব জন্মের কত সংস্কার সঞ্চিত হইয়া আছে সে গুলিও ত পরিষ্কার হইয়া যাওয়া দরকার।

চিন্তা দ্বারা ভোগ কাটিয়া যায় কিনা

আমি। আচ্ছা, চিন্তা দ্বারা কি ভোগ কাটিয়া যায়?

মা। হাঁ, অনেক সময় তাহাও হয়। মন দিয়াও হইয়া যায়। তোমরা এরূপ কথা কি শুন না যে, এক জন্মের ভোগই একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

আমি। যদি মনে মনে ভোগ হইলে ভোগ কাটিয়া যায় তবে গীতায় ইহাকে মিথ্যাচার বলা হইয়াছে কেন? গীতাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কেহ কেবল ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া মনে মনে ভোগ করে তবে সে মিথ্যাচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। সে ত সত্য কথাই। ইচ্ছাপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা করা যায় উহা ত পাপই। যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেমন স্বপ্নে, যদি কোন ভোগ হইয়া যায় তবেই বলা যায় যে উহাতে ভোগ কাটিয়া গেল। ভোগ বাসনা লইয়া থাকিলে তাহাতে ভোগই সৃষ্টি হয়। বাসনা কি? বাস বা স্থিতি স না অর্থাৎ ভগবানে স্থিতি না। ভগবান ভিন্ন তুমি যে চিন্তা বা স্থিতি লইয়া থাক না কেন উহাতে কেবল নূতন ভোগের সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক কর্মেরই অনন্ত দিক আছে। মনে মনে ভোগ করিয়া যেমন ভোগ নাশ হয় আবার মনে মনে ভোগ করিয়া তেমনই নূতন ভোগের সৃষ্টি হয়। এইজন্যই ত বলা হয় যে, সর্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। ঐরূপ করিতে করিতে যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভোগ হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে উহাতে ভোগ কাটিয়া গেল। ইচ্ছাপূর্বক যে ভোগ করা হয় উহা হইতেই নূতন সংস্কার সৃষ্ট হয়।

ইহার পর আবার অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আজ প্রথম কথা উঠাইয়াছিলেন তাঁহাকে দেখাইয়া মা বলিতে লাগিলেন—"বাবা যখন ইষ্ট মূর্ত্তি দেখার কথা তুলিয়াছিল তখন একটা কথা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আবার ঐ কথাটা আসিয়া পড়িতেছে। এক সময় এ শরীরের কাছে বাক্‌দেবীর প্রকাশ হইয়াছিল। সে নিজকে প্রকাশ করিয়া বলিল 'আমি বাক্‌দেবী'। শক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশ হয় তাহাও বাক্‌দেবীর প্রকাশ। তোমরা শব্দ ব্রহ্ম বল না? শিব, কৃষ্ণ এগুলিও শব্দ; ইহাদেরও আলাদা আলাদা প্রকাশ হইতে পারে। আবার ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী যাহাকে বলা হয় তাহারও প্রকাশ হইতে পারে। এক একটি করিয়া আলাদা ভাবে প্রকাশ; আবার এক থাকিয়াও আলাদা প্রকাশ; এই দুইই হইতে পারে।"

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী। ইহাকেই ত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলা হয়।

মা। অচিন্ত্য ভেদাভেদ কি?

শাস্ত্রী মহাশয়। ভেদ আবার অভেদ যাহা চিন্তা দ্বারা ধরা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। হাঁ, যাহা চিন্তা বা বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না। এক হইল, একত্বের প্রকাশ। এখানে খণ্ড খণ্ড বলিয়া কিছু নাই। আবার একত্ব থাকা সত্ত্বেও আলাদা প্রকাশ হইতে পারে। এগুলি বিভিন্ন অবস্থার কথা। ইহার মধ্যে কোনটি বড় বা কোনটি ছোট সে কথা কিছু বলা হইতেছে না। যেরূপ হয় শুধু তাহাই বলা হইতেছে। আবার এমনও হয়, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা তিনি বলিয়াই অনুভূত হয়। খণ্ড খণ্ডও তিনি, আবার অখণ্ডও তিনি। যা কিছু সব একমাত্র তিনিই।

আজ যে মাকে পূজা করা হইল সেই কথা উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন, "এক সময় ছিল যখন এ শরীর যদি কেহ ফুল মালা দিত তবে শরীর পুড়িয়া গেলে বা শরীরে হুল ফুটাইলে যেরূপ জ্বালা যন্ত্রণা হয় সেইরূপ হইত। আবার কেহ এ শরীরের পায়ে ফুল ইত্যাদি দিলে, বিদ্যুৎ স্পর্শ করিলে শরীরে যেমন ধাক্কা লাগে সেইরূপ পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এক ধাক্কা লাগিয়া শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত। আবার একসময় ছিল যখন এ শরীর কেহ নমস্কার বা পূজা করিলে এ শরীরও তাহাকে পূজা এবং নমস্কার করিত। উহা না করিয়া উপায় ছিল না এবং যে ঐ পূজা বা নমস্কার করিত তাহারও পূজা বা নমস্কার না লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। আবার অনেক সময় এ শরীর ঐসব পূজা শুধু দ্রষ্টা রূপে দেখিয়াই যাইত। উহাতে গ্রহণ বর্জ্জনের কোন ভাবই থাকিত না।

"আজও এ শরীরকে পূজা করা হইয়াছে। (যে মহিলাটি পূজা করিয়াছেন তাঁহাকে দেখাইয়া) এ শরীরকে নানা ভাবে সাজাইয়া কত ফল ও মিষ্টি দ্বারা ভোগ দিল এবং আরতি করিল। তখন ইহার এই শরীরের প্রতি ভাবটা ছিল এই যে, এ শরীরের বাহিরে সীতামূর্ত্তি এবং অন্তরে রাম। এই ভাব হইতেই সে এ শরীরকে পূজা ও আরতি করিল। এ শরীরকে ভোগ দিবার জন্য বড় একটা থালায় সন্দেশ সাজাইয়া রাখিয়া ছিল, কিন্তু ভুলে উহা আমার মুখে না দিয়াই এ যখন কর্পূর জ্বালাইয়া আরতির যোগাড় করিতেছিল তখন আমি দেখিলাম যে এ আমাকে সন্দেশ না দিয়াই সব শেষ করিয়া দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। সে ত সত্য কথাই। ইচ্ছাপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা করা যায় উহা ত পাপই। যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেমন স্বপ্নে, যদি কোন ভোগ হইয়া যায় তবেই বলা যায় যে উহাতে ভোগ কাটিয়া গেল। ভোগ বাসনা লইয়া থাকিলে তাহাতে ভোগই সৃষ্টি হয়। বাসনা কি? বাস বা স্থিতি স না অর্থাৎ ভগবানে স্থিতি না। ভগবান ভিন্ন তুমি যে চিন্তা বা স্থিতি লইয়া থাক না কেন উহাতে কেবল নূতন ভোগের সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক কর্মেরই অনন্ত দিক আছে। মনে মনে ভোগ করিয়া যেমন ভোগ নাশ হয় আবার মনে মনে ভোগ করিয়া তেমনই নূতন ভোগের সৃষ্টি হয়। এইজন্যই ত বলা হয় যে, সর্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। ঐরূপ করিতে করিতে যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভোগ হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে উহাতে ভোগ কাটিয়া গেল। ইচ্ছাপূর্বক যে ভোগ করা হয় উহা হইতেই নূতন সংস্কার সৃষ্ট হয়।

ইহার পর আবার অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আজ প্রথম কথা উঠাইয়াছিলেন তাঁহাকে দেখাইয়া মা বলিতে লাগিলেন—"বাবা যখন ইষ্ট মূর্ত্তি দেখার কথা তুলিয়াছিল তখন একটা কথা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আবার ঐ কথাটা আসিয়া পড়িতেছে। এক সময় এ শরীরের কাছে বাক্‌দেবীর প্রকাশ হইয়াছিল। সে নিজকে প্রকাশ করিয়া বলিল 'আমি বাক্‌দেবী'। শক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশ হয় তাহাও বাক্‌দেবীর প্রকাশ। তোমরা শব্দ ব্রহ্ম বল না? শিব, কৃষ্ণ এগুলিও শব্দ; ইহাদেরও আলাদা আলাদা প্রকাশ হইতে পারে। আবার ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী যাহাকে বলা হয় তাহারও প্রকাশ হইতে পারে। এক একটি করিয়া আলাদা ভাবে প্রকাশ; আবার এক থাকিয়াও আলাদা প্রকাশ; এই দুইই হইতে পারে।"

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী। ইহাকেই ত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলা হয়।

মা। অচিন্ত্য ভেদাভেদ কি?

শাস্ত্রী মহাশয়। ভেদ আবার অভেদ যাহা চিন্তা দ্বারা ধরা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। হাঁ, যাহা চিন্তা বা বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না। এক হইল, একত্বের প্রকাশ। এখানে খণ্ড খণ্ড বলিয়া কিছু নাই। আবার একত্ব থাকা সত্ত্বেও আলাদা প্রকাশ হইতে পারে। এগুলি বিভিন্ন অবস্থার কথা। ইহার মধ্যে কোনটি বড় বা কোনটি ছোট সে কথা কিছু বলা হইতেছে না। যেরূপ হয় শুধু তাহাই বলা হইতেছে। আবার এমনও হয়, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা তিনি বলিয়াই অনুভূত হয়। খণ্ড খণ্ডও তিনি, আবার অখণ্ডও তিনি। যা কিছু সব একমাত্র তিনিই।

আজ যে মাকে পূজা করা হইল সেই কথা উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন, "এক সময় ছিল যখন এ শরীর যদি কেহ ফুল মালা দিত তবে শরীর পুড়িয়া গেলে বা শরীরে হুল ফুটাইলে যেরূপ জ্বালা যন্ত্রণা হয় সেইরূপ হইত। আবার কেহ এ শরীরের পায়ে ফুল ইত্যাদি দিলে, বিদ্যুৎ স্পর্শ করিলে শরীরে যেমন ধাক্কা লাগে সেইরূপ পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এক ধাক্কা লাগিয়া শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত। আবার একসময় ছিল যখন এ শরীর কেহ নমস্কার বা পূজা করিলে এ শরীরও তাহাকে পূজা এবং নমস্কার করিত। উহা না করিয়া উপায় ছিল না এবং যে ঐ পূজা বা নমস্কার করিত তাহারও পূজা বা নমস্কার না লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। আবার অনেক সময় এ শরীর ঐসব পূজা শুধু দ্রষ্টা রূপে দেখিয়াই যাইত। উহাতে গ্রহণ বর্জ্জনের কোন ভাবই থাকিত না।

"আজও এ শরীরকে পূজা করা হইয়াছে। (যে মহিলাটি পূজা করিয়াছেন তাঁহাকে দেখাইয়া) এ শরীরকে নানা ভাবে সাজাইয়া কত ফল ও মিষ্টি দ্বারা ভোগ দিল এবং আরতি করিল। তখন ইহার এই শরীরের প্রতি ভাবটা ছিল এই যে, এ শরীরের বাহিরে সীতামূর্ত্তি এবং অন্তরে রাম। এই ভাব হইতেই সে এ শরীরকে পূজা ও আরতি করিল। এ শরীরকে ভোগ দিবার জন্য বড় একটা থালায় সন্দেশ সাজাইয়া রাখিয়া ছিল, কিন্তু ভুলে উহা আমার মুখে না দিয়াই এ যখন কর্পূর জ্বালাইয়া আরতির যোগাড় করিতেছিল তখন আমি দেখিলাম যে এ আমাকে সন্দেশ না দিয়াই সব শেষ করিয়া দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি উহাকে সন্দেশ দেখাইয়া বলিলাম যে ঐ মিষ্টি আমাকে দেওয়া হয় নাই।" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মা আবার বলিলেন, "এখন যে পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করা হয় তাহা যে হাসি খেলা হিসাবেই লওয়া হয় তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না। এইরূপ পূজা দেখিয়া কেহ কেহ বলে, "দেখ, পূজা পাইয়া ইহার কেমন আনন্দ। কেমন হাসি হাসি মুখে এ পূজা গ্রহণ করিতেছে।" পূজা দেখিয়া কে কি মনে করিবে তাহা আমি জানি। কখন কি বলিবে তাহাও আমি জানি। কিন্তু তাহা সত্বেও আমি সকলের সহিত হাসি মুখে কথা বলিয়া যাই।"

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। মায়ের আহারের তাগিদও আসিয়াছে। মা এইবার উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও চলিয়া আসিলাম।

ধ্যান ও জপের বিশেষত্ব

১৯শে ফাল্গুন, শনিবার (ইং ৩।৩।৫১)

আজ বেলা ৩টার সময় মা এলাহাবাদে চলিয়া যাইবেন। সেখানকার ভক্তরা আগামী রবিবার নামযজ্ঞ করিবে তাই তাহারা মাকে লইয়া যাইতেছেন।

বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা হলঘরেই ছিলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত কথা বলিতে বলিতে মা ধ্যান ও জপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন, "ধ্যান অপেক্ষা জপই ভাল। অবশ্য জপের সহিত ধ্যানও চলিতে পারে। তবে জপ প্রধান বলিয়া ইহাকে জপই বলা হয়। জপ একটি ক্রিয়া। তোমরা জাগতিক ক্রিয়ার মধ্যে আছ বলিয়া উহার সঙ্গে জপ করিয়া গেলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কম। এইরূপ জপ করিতে করিতে জপের মধ্যেই ধ্যান আসিয়া যাইতে পারে, জপের মধ্যে মন যখন আপনা আপনি নিবিষ্ট হইয়া পড়ে তখন উহা স্বাভাবিক ধ্যানে পরিণত হয় এবং ইহাতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু ক্রিয়াশূন্য ধ্যান অনেক সময় ক্ষতিকর হয়। লোকের বিষয়ের দিকে যে গতিটা থাকে উহাকে দমন করিয়া যখন ধ্যানে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া যায় তখন কোন কারণে যদি ঐ ধ্যান বাধা পড়ে তাহা হইলে শরীরের উপর একটা আঘাত আসিয়া পড়ে। কারণ ধ্যানের সময় মনের একটা সূক্ষ্ম গতি হয়; কোন কারণে ঐ গতির মধ্যে বাধা পড়িলেই শরীরের উপর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। শিশুরা যখন ঘুমাইয়া পড়িতে থাকে সেই সময় যদি তাহাদিগকে ধাক্কা দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা যেমন চমকিয়া উঠে, ধ্যানে বাধা পড়িলেও ঐরূপ একটা ভাব হয় যাহা শরীরের এবং মস্তিকের পক্ষে খারাপ। অবশ্য তাঁহার পরশ লাগিয়া যে ধ্যান হয় তাহাতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ঐভাবে সকলের ত ধ্যান হয় না। মনটা যখন একাগ্র হইতে যাইতেছে, ঐ একাগ্র মনের পরশ লাগিয়াই অধিকাংশ লোক ধ্যানের আনন্দে ডুবিয়া যায়। এই অবস্থায় যদি বাধা উপস্থিত হয় তবে যে আঘাতের কথা বলিলাম তাহা শরীরের উপর আসিয়া পড়ে এবং অনেক সময় ইহাতে মাথাও খারাপ হয়। সেইজন্য কেবল জপ বা জপ প্রধান ধ্যানই ভাল।

আজ মা চলিয়া যাইবেন বলিয়া বেলা ১১।টার সময়েই মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে মা তখনই উঠিয়া পড়িলেন।

২১শে ফাল্গুন, সোমবার (ইং ৫।৩।৫১)

আজ বেলা ১০।টার সময় মা এলাহাবাদ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। পাটনা হইতে সুধীরবাবু প্রভৃতিও আসিয়াছেন। সোলন হইতে রাজা সাহেব আসিয়াছেন। দিল্লী এবং কলিকাতা হইতে কেহ কেহ আসিয়াছেন।

বিকাল বেলা সুধীরবাবু ভাগবত পাঠ করিলেন। পাঠের সময় পাটনার আর একটি ভদ্রলোক, যিনি পাঠকের নিকট বসিয়া আর একখানা ভাগবত হাতে নিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ শুনিতেছিলেন, হঠাৎ যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার হাত হইতে পুস্তকখানা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি নিজেও কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছিলেন এমন সময় আর একজন আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যতক্ষণ পাঠ হইয়াছিল ততক্ষণ তিনি কতকটা অজ্ঞান অবস্থায়ই ছিলেন। পাঠ শেষ হইলে মায়ের নির্দ্দেশ মত তাঁহাকে চত্বরের উপর ধারে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন দেখি যে ঐ ভদ্রলোকটি উঠিয়া বসিয়াছেন এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। নীচে হলঘরে কীর্তন হইতেছিল। ভদ্রলোককে বলিতে শুনিলাম যে তিনি হলঘরে যাইতে সাহস পাইতেছেন না কারণ ঐখানে গেলে তাঁহার আবার বিকালের অবস্থা হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন। ভদ্রলোকটি পাটনা কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যে শরীরের এইরূপ অবস্থা হয় ইহা কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়?"

ভদ্রলোক। তাহা ত মনে হয় না, কারণ যখন কাজ করি বা রাস্তায় যখন সাইকেলে চড়িয়া যাই তখন ত কখনও এরূপ হয় না। তখন এরূপ হইলে ত বিষম বিপদ হইত। যাহাতে শরীরের অবস্থাটা ঐরুপ না হয় সেই ইচ্ছাটাই তখন প্রবল থাকে।

মা। ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠের সময় তোমার শরীরের ঐরূপ অবস্থা হউক এরূপ বোধহয় তোমার ইচ্ছা হয়?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ।

মা। শরীরের ঐরূপ অবস্থা হইতে কি আনন্দ পাও?

ভদ্রলোক। হাঁ।

মা। আমি তোমাকে বলিতেছি যে তুমি শরীরের ঐরূপ অবস্থা হওয়ার জন্য ইচ্ছা করিও না বা উহা হইতে আনন্দ লাভ করিতে চেষ্টা করিও না। অবশ্য ভগবানের কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করিতে পার, "হে ভগবান, তোমার আনন্দময় প্রকাশটা আমার ভিতর হউক।" কিন্তু তিনি তোমার শরীরের কোন একটা অবস্থা করিয়া দিয়া যে তোমাকে আনন্দ দিবেন এরূপ ইচ্ছা বা প্রার্থনা করিতে নাই। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নাম, তাঁহার স্মৃতি লইয়া পড়িয়া থাকা। উহাতে শরীরের বা মনের কি কি পরিবর্তন হয় সেদিকে মোটেই লক্ষ্য না করা উচিত। চল নীচে গিয়া কীর্তন শুনা যাক। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লও যে কীর্তন শুনিয়া তোমার শরীরের কোনই বিকার হইবে না।

এই বলিয়া মা ভদ্রলোককে লইয়া হলঘরে গেলেন। যতক্ষণ কীর্তন হইল ভদ্রলোকটি স্থিরভাবে বসিয়া বসিয়াই উহা শুনিলেন। দেখিলাম যে মায়ের উপদেশ পালন করিতে ইনি সমর্থ হইয়াছেন। কীর্তন ও মৌন শেষ হইলে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

সুধীরবাবু বলিলেন, "শাস্ত্র এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময় আমাদের একটা ধারণা থাকে যে শাস্ত্রের একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে এবং ঐ অর্থই মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়; কারণ শাস্ত্রের অর্থও অনন্ত প্রকারের হইতে পারে। কাজেই শাস্ত্র পাঠ করিতে গিয়া কেহ যদি নিজের ভাব অনুসারে উহার কোন অর্থ করিয়া লয় তবে উহা যে তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা যাইতে পারে।" ইহা বলিয়া সুধীরবাবু এক ব্রাহ্মণের গল্প বলিলেন যিনি মন্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝিতেন না, এমন কি ঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণও করিতে পারিতেন না তবুও পূজাদির সময় তাঁহার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইত।

হীরু। এরূপ শুনা যায় যে মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারিত না হয় তবে উহা দ্বারা কোন ফল হয় না।

সুধীরবাবু। উহাও সত্য। মন্ত্র ঠিক ঠিক উচ্চারিত হইলে উহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়। আবার মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারিত না হয়, কিন্তু উহার সঙ্গে যদি ভাব থাকে তবে ঐ ভাব দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

মা। (হীরুকে) এক হইল, মন্ত্র ঋষিবাক্য বলিয়া ইহার শক্তি আলাদা এই বিশ্বাস করিয়া মন্ত্র ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া। আর এক হইল, ভাব দ্বারা পূজা করা। সত্যি যদি ভাবের প্রকাশ হয় তবে উহার ফল ত আলাদা হইবেই। কিন্তু সেরূপ যদি ভাব না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে তবে নিজের খুশীমত যে কোন ভাব মন্ত্রের উপর চাপাইয়া গেলে চলিবে না। লক্ষ্যটি যদি সর্বদা ভগবানের দিকে থাকে তাহা হইলে ভগবদ্ ভাবের প্রকাশ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ভগবানকে বাদ দিয়া শুধু ভাব লইয়া বিলাস করিলে চলিবে না।

তাহা ছাড়া তোমরা শব্দ ব্রহ্ম বল, অক্ষর বল। অক্ষর কি? যাহা ক্ষয় হয় না। কাজেই ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকিলে যে কোন শব্দ হইতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে।

এই সব বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ৯।।টা বাজিয়া গেল। সকলের আহারের সময় হইয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে হলঘর হইতে বাহির হইয়া চত্বরের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মা চত্বরের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামী শঙ্করানন্দের সহিত পাটনার প্রফেসারের সম্বন্ধে কি যেন আলোচনা করিলেন। কথাগুলি খুব নীচু গলায় বলিতেছিলেন দেখিয়া আমি আর কাছে গেলাম না, কিন্তু একটু পরেই মা আবার কাছে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা আট প্রকার সাত্বিক বিকারের কথা বল না? অশ্রু, কম্প ইত্যাদি একটি একটি করিয়া ক্রম বিকাশের পথে চলিয়াও লক্ষ্যে পৌছান যায়, আবার লক্ষ্যে পৌছিয়াও এক সময়ে ঐগুলি পাওয়া যায়। ক্রম বিকাশের পথে যে অশ্রু, কম্প ইত্যাদি প্রকাশ হয় লক্ষ্যে পৌছিয়া আবার যখন বিলোমক্রমে পূর্বাবস্থায় আসা যায় তখন বুঝিতে পারা যায় যে দুইয়ের মধ্যে অবস্থার কত পার্থক্য। কিন্তু অনেকেই প্রথম অবস্থাকে শেষের অবস্থা বলিয়া ভুল করে। অনেকে যেমন সাধারণ ঘুমকে সমাধি বলিয়া ভুল করে। সেইরূপ কোন অশ্রু কম্পগুলি সাত্বিক ভাব হইতে হয় এবং কোন গুলি সাধারণ ভাব মাত্র তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না।"

আমি। আমি শুনিয়াছি যে অনেকে সাধন করিতে গিয়া জোর করিয়া অশ্রু কম্প ইত্যাদি ভাব আনিতে চেষ্টা করে। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের মনের এমন একটা দুর্বল অবস্থা হয় যাহার ফলে তাহারা আর তাহাদের ভাবকে দমন করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। এগুলি সাধন অবস্থার কথা। এভাবেও সাধনা চলিতে পারে। আমি ভগবানের জন্যই কেবল কাঁদিব এইভাবে চলিতে চলিতে একদিন হয়ত ভগবানের প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে কোন একটা ভাব লইয়া চলিলেই একদিন হয়ত তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে।

শিবরাত্রি উৎসব

২২শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ৬।৩।৫১)

আজ শিবচতুর্দ্দশী। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ সকাল সকাল আশ্রমে গেলাম। মা হল ঘরেই ছিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি অনেকেই ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দকেও ঐখানে দেখিলাম। তিনি কাহারও প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্বোপদেশ দিতেছিলেন। দলে দলে লোক ফুল ও মালা লইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিল। মায়ের আসনখানি ফুল, ফল ও মালাতে ভরিয়া যাইতেছিল। উদাস মাঝে মাঝে আসিয়া ওগুলি সরাইয়া লইতেছিল। কিন্তু উহা করিলে কি হয়? দেখিতে না দেখিতেই আবার আসনটি ফুল ফলে স্তূপাকার হইয়া যাইতেছিল।

সন্ধ্যার পরও আবার ঐ দৃশ্য। দলে দলে লোকে আসিয়া মাকে পূজা ও আরতি করিতেছিল। শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে আশ্রমে শিব পূজার আয়োজন হইয়াছে। একটা বিষয় সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে যে কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলেই উহা বিরাট আকার ধারণ করে। আজিকার ব্যাপারও ঐরূপ হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় শিব পূজার আয়োজন হইয়াছে—প্রথমতঃ অন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে স্বয়ম্ভু ও বিশ্বনাথের পূজা। ইহা করিবেন যোগেশ (ব্রহ্মচারী) দাদা। দ্বিতীয়তঃ ঐ মন্দিরের বারান্দায় একটি বড় শিবলিঙ্গ সাময়িক ভাবে বসান হইয়াছে। কন্যাপীঠের মেয়েরা এই শিবের পূজা করিবেন। গঙ্গার ধারে চত্বরের উপর আরও দুইটি শিবলিঙ্গ রাখা হইয়াছে। উহা আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ এবং মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের জন্য। একটি ছেলেদের এবং অপরটি মেয়েদের জন্য। এতদ্‌ব্যতীত বিল্ববৃক্ষের নীচে যে শিবলিঙ্গকে ঢাকা হইতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে সেখানেও পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পূজা করিবেন ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত। সকলগুলি শিবলিঙ্গকে ফুলের মালা দিয়া সাজান হইয়াছে এবং প্রত্যেকের সম্মুখেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রে ফল ও মিষ্টি দ্বারা সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের বসিবার জন্য চত্বরের উপরে একটি চন্দ্রাতপ টানাইয়া উহার নীচে শতরঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১২টার পূর্ব পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে দুই প্রহরে দুইবার পূজা গেল। রাত্রি পৌনে বারটার সময় মা ভক্তগণসহ বিশ্বনাথ দর্শনে গেলেন। বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা মাকে শিবচতুর্দ্দশীর দিন রাত্রিতে একবার মন্দিরে গিয়া দর্শন দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। ঐদিন মন্দিরে বিশেষ ভিড় হইবে বলিয়া মা আপত্তি জানাইলেও তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, আপনার জন্য ঐখানে ভিড় থাকিবে না।" তৃতীয় প্রহরের পূজার সময় মা যাহাতে উপস্থিত থাকেন এই অনুরোধই বার বার করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কথা দিয়াছিলেন বলিয়াই এত রাত্রে ভক্তগণসহ বিশ্বনাথ মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলেন। ইঁহারা মন্দিরে পৌঁছিলে পাণ্ডাগণ মাকে ভক্তগণ সহ মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন। যদিও এরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে মায়ের জন্য ঐ মন্দিরে কোন ভিড় থাকিবে না কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না, কারণ মায়ের সঙ্গেই ভক্তদের এক প্রকাণ্ড ভিড় ছিল। যাহা হউক রাত্রি ১২।।টার সময় মা সদলবলে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার নিকট শুনিতে পাইলাম যে বিশ্বনাথ মন্দিরে ভিড়ের চাপে মায়েরও প্রাণান্তকর অবস্থা হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ দর্শনের পর বোধহয় পাণ্ডাদের মধ্যে কাহারও কথায় মা মন্দিরের উত্তর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিলে হঠাৎ বিপরীত দিকে ধাবিত দুইটি জনস্রোতের মাঝখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়া যান। মা বলিলেন, "ঐ অবস্থায় পড়িয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে কোনদিকেই এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এ শরীরের উপর এমনভাবে লোকের চাপ আসিয়া পড়িতে লাগিল যে যাহাতে মনে হইল যে এ শরীর বোধহয় ঐখানে পড়িয়া যাইবে। তখন আমি কমলকে (ব্রহ্মচারী) ডাকিয়া বলিলাম, "কমল আমি যে পড়িয়া যাইতেছি।" সেও আর কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া তাহার দুইখানি হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। এখন এ শরীরের এমন একটা ভাব হইল যে এ শরীর যেন ইন্দুরের মত সকলের কাঁধের এবং মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিভাবে যে কমলের হাত ধরিয়া এ শরীর এই ভিড়ের উপর দিয়া আবার বিশ্বনাথের মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং সেখান হইতে মন্দিরের দক্ষিণ দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহা যেন কেহ বুঝিতে পারিল না। মন্দিরের বাহিরে আসিয়াই মন্দিরের মধ্যে আমাদের দলের যে সকল লোক ছিল তাহাদিগকে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে বলিলাম। তাহারাও তাহাই করিল। তখন কমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কমল, তুমি কেমন করিয়া এত বড় শরীরটাকে এই ভিড়ের উপর দিয়া তুলিয়া আনিলে?" কমল বলিল, "আমার ত কোন ভার বোধ হয় নাই। কতকগুলি তুলার যেরূপ ওজন হয় তোমাকে তুলিয়া আনিতে আমার সেইরূপ বোধ হইয়াছিল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। এই সব ব্যাপার যখন হয় তখন রবিবাবু এবং খুকুনীদিদিও মায়ের কাছে ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতেও এই ঘটনার বিবরণ শুনিলাম। আমাদের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে মা আজ নিজ বিভূতি বলেই ঐ ভিড়ের চাপ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তাহা না হইলে ঐ অবস্থা হইতে মাকে রক্ষা করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না।

যাহা হউক মা ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের তৃতীয় প্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। পূর্ব পূর্ব প্রহরের পূজার সময় আশ্রমে হট্টগোল ছিল বলিয়া আমরা যেন পূজার গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; কিন্তু এইবার এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রহরে যে ভাবে পূজা হইল উহার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য বাস্তবিকই অপূর্ব। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কেবল আমাদের আশ্রমখানিই বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল করিতেছে। এই আলোরাশি গঙ্গাবক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার উপর সহস্র খণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া এক নয়নাভিরাম শোভা বিস্তার করিয়াছে। মা দোতলার উপরে মেয়েদের পূজার কাছে বসিয়া আছেন। মেয়েরাও শিবলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র পাঠ এবং ডমরু বাদ্য সহকারে ধূপ দীপ দ্বারা শিবলিঙ্গকে আরতি করিতেছে। এদিকে চত্বরের উপরেও একই সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পূজা চলিতেছে। চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল ধূপ গুগ্ গুলের গন্ধে আমোদিত। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই দেবাদিদেবের পূজা চলিতেছে। কেবল তাঁহারই স্তুতিগান কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীগণ পূজা শেষ করিয়া এবার গান ধরিল। আজ সারারাত্র তাহারা এইরূপই করিয়া আসিতেছে, প্রহরের পূজা শেষ হইয়া গেলেই তাহারা ভজনগান করিয়া আসিতেছিল। সমস্বরে তাহারা গাহিতে লাগিল—

"হর হর মহাদেব শম্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে"।

তাহাদের এই মধুর সঙ্গীত নৈশগগনে কি যে সাত্ত্বিক ভাবের মদিরা ঢালিয়া দিয়া চলিল যাহাতে শ্রোতামাত্রই অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই সময় মা উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া চত্বরের উপর বসিলেন। তাঁহার মুখখানাও হাস্যে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়। আমরা মুগ্ধ নেত্রে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম আর কানে সুধাবর্ষণের মত ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"হর হর মহাদেব শম্ভো কাশী রিশ্বনাথ গঙ্গে"।

এইভাবে রাত্রি ৪।।টা বাজিয়া গেল। কাশীতে আজ তিন বৎসর যাবৎই শিবচতুর্দ্দশী ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি কিন্তু এবার যে আনন্দ পাইলাম তাহার তুলনা নাই। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যেই ইহা উদ্‌যাপিত্ হইল বলিয়াই ইহা বোধহয় এত মনোরম। আমরা যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ মাকে লইয়া রাত্রি যাপন করিলাম আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন রাত্রি কাটিয়া গেল। ক্ষুৎ পিপাসার যেন কোন ভাবই আমাদের ছিল না। চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা পাঠ হইল। কমলাকান্তদাদাই উহা পাঠ করিলেন। ইহার পর মাকে আমরা বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলে মা উঠিয়া ভিতরে গেলেন। যাইবার পূর্বে আমাদিগকে বলিয়া গেলেন, "তোমরা যাহারা আজ উপবাসী আছ কাল সকালে এখানে আসিয়া পারণ করিও"। আমরাও মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২৩শে ফাল্গুন, বুধবার (ইং ৭।৩।৫১)

আজ সকালবেলা গঙ্গাস্নান করিয়াই আশ্রমে গিয়া ফল মিষ্টি দিয়া পারণ করিয়া আসিলাম। পরে আবার ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। কিন্তু মা আজ হলঘরে আসিলেন পৌনে এগারটার সময়। কিছুক্ষণ গীতাপাঠ হইল। ইহার পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ঠিক ঠিক মত যদি ধ্যান না হয় তবে উহার জন্য সাধকের অনেক সময় মৃগীরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা আমাদের সত্যানন্দের (Mr. Petit) বেলায় দেখা গিয়াছে। জপও যদি ঠিক মত না হয় তাহা হইলেও নিদ্রার অভাবে মাথা গরম ইত্যাদি হয়। ইহাও একটি মহিলার বেলায় দেখা গিয়াছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হইল এই যে, যাহারা ভাবের পথে সাধনা করে অর্থাৎ অশ্রু, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব ভাবনার দ্বারা আনিতে চেষ্টা করে তাহাদের বেলায়ও কি মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা যায়?

মা। এই যে জপ ও ধ্যানের খারাপ ফলের কথা বলিলে ইহা কিরূপে হয় জান? সাধারণতঃ লোকে ভোগ বাসনা লইয়া থাকে এবং উহা পূরণ করিতে তাহারা যে সব ভোগের কার্য্য লইয়া থাকে তাহাতে তাহাদের মনের গতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে। যদিও সকলে একজাতীয় ভোগের পিছনে ছুটাছুটি করে না; কিন্তু তাহাদের মনের গতিটা কতকটা একরূপ। তোমরা এইসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকদিগকে ভোগের পিছনে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াও তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে কর।

লোকের যেমন ভোগের দিকে একটা গতি আছে আবার তাহারা যাহাতে ভগবানের দিকে যাইতে পারে সেজন্যও তাহাদের মধ্যে একটা ভগবৎ শক্তির ধারা আছে। লোকে হয়ত ঐ শক্তি ধারণ করিতে পারে না কেন না তাহারা হয়ত উহার প্রতি বিমুখ হইয়া আছে। তাহাদের ধরিবার পাত্রটি উপুড় করিয়া রাখিয়াছে অথবা ঐ শক্তি ধারণ করিয়াও উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শক্তি যে তাহাদের মধ্যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য তোমরা বলিতে পার যে, যে শক্তির বলে তোমরা ভোগবাসনা পূর্ণ করিতেছ উহাও ত ভগবৎ শক্তিই। কিন্তু তোমাদের দ্বৈতভাব আছে বলিয়া ভোগবাসনার শক্তি এবং আধ্যাত্মিক পথে চলার শক্তিকে ভাগ ভাগ করিয়া বলা হইতেছে।

এখন আধ্যাত্মিক পথে চলার যে শক্তি তোমার মধ্যে আছে, উহা যদি ভোগবাসনার শক্তির সমান সমান হয় তবে আর তোমার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইবে না। তুমি ভোগের ভির দিয়াও ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে চলিতে চলিতে তাঁহার পরশ পাইয়া যাইবে এবং এই পরশ পাইলেই তোমার ঐ পথে চলিবার আনন্দ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে।

আবার আধ্যাত্মিক শক্তি যদি প্রবল থাকে তাহা হইলেও উহা ভোগবাসনার শক্তিকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া তোমাকে আধ্যাত্মিক পথে চলিবার সুবিধা করিয়া দিবে। এ ক্ষেত্রেও তোমার মধ্যে বিশেষ কোন বিকৃত ভাব দেখা যাইবে না। কিন্তু ভোগের আসক্তি যদি প্রবল থাকে তবে উহা জোর করিয়া দমন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চলিতে গেলে কি হয়? না, উহা তোমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া তোমার বায়ুকে এমন উগ্র করিয়া তোলে যাহার জন্য তোমার মধ্যে একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ পায়। বিকৃতি কি? না, বিষয়ের কৃতি বা কার্য্যই হইল বিকৃতি। তুমি হয়ত বায়ু প্রবল হওয়ার দরুণ কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নামই করিয়া যাইতেছ এবং ইচ্ছা করিয়া উহা বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কিন্তু ঐ নাম করার রকমটাই লোকের নিকট বিকৃত বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ তুমি ভগবানের নাম করিলেও লোকে উহাকে ভগবানের নাম করা বলিয়া মনে করে না। এজন্য হয়ত কেহ কেহ তোমার উপর অত্যাচার করিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। আবার কেহ কেহ হয়ত তোমার প্রতি অনুকূল ভাবাপন্নও হয়। তাহারা হয়ত বলে, "আহা! যে ভাবেই হউক এ ত ভগবানের নামই করিতেছে।" তাই দেখিতেছ তোমার ভিতরের বিরুদ্ধে শক্তির দ্বন্দ্বের জন্য লোকে তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী কেহ মিত্রভাবাপন্ন কেহ বা শত্রুভাবাপন্ন হয় এবং তাহাদের আচরণও তাহাদের ভাব অনুযায়ী হয়। জপ করিতে গিয়া অনেক সময় লোকের যে মাথা খারাপ হয় তাহা এই ভাবেই হয়। তবে মনে রাখিও যে মাথা বিকৃত হওয়ার জন্য যদি কেহ অনবরত ভগবানের নামই করিতে থাকে তবে উহার সুফল কিন্তু নষ্ট হয় না। যদিও সুফল এ জীবনে প্রকাশ নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা যে থাকিয়া যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেহান্তে যখন আবার নূতন দেহ ধারণ করা যায় তখন ঐ সুফলগুলি প্রকাশ হইতে থাকে। মৃত্যু ত আর কিছুই নয় শুধু কাপড় বদলান মাত্র।

ধ্যানের বেলায়ও কিন্তু এই ভাবেই বিকৃত অবস্থা উপস্থিত হয়। ধ্যানের লক্ষ্য থাকে নিজের মধ্যে এক শান্তভাব প্রতিষ্ঠা করা। কেহ হয়ত এই শান্তভাব আনিতে গিয়া ভ্রূ মধ্যে ধ্যান করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে লোকের সাধারণ সরল দৃষ্টি থাকে না, কারণ ভ্রূ মধ্যে ধ্যান করিবার সময় চক্ষুর মণি দুইটিও ঐখানে আসিয়া পড়ে। উহার ফলে চক্ষের নাড়িগুলি বক্র হইয়া যায়। যদি সাধকের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির জোর বেশী থাকে তবে ঐ বক্রতা তাহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। উহার কুফল ঐ শক্তিই অনেকটা কাটিয়া দেয়; কিন্তু ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি যদি প্রবল না হয় তবে জোর করিয়া ঐরূপ ধ্যান করার ফলে লোকের মাথাধরা, মাথা খারাপ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া তোমরা যাহাকে হিষ্টেরিয়া রোগ বল তাহাও কতকটা এই জাতীয় অবস্থা হইতেই হয়। যদি কোন একটা স্থিতি লাভ করা কাহারও উদ্দেশ্য হয় এবং উহাতে যদি কোন কারণে বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ বাধা হইতেই ঐ রোগ দেখা যায়। আমি কয়েকটি হিষ্টেরিয়া রোগীকে দেখিয়াছি যাহাদের ঐ রোগ হওয়ার কারণ ইহাই। একবার এ শরীরটা বিদ্যাকূটে গিয়াছিল। সেখানে এ শরীরের এক আত্মীয়া, যে এই শরীরকে 'নাতনী' বলিয়া ডাকিত, তাহার ১৫।১৬ বৎসরের এক মেয়ে এই শরীরকে দেখিবামাত্র বিকল হইয়া পড়িল। তাহার শরীর অশ্রু, কম্প ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া লোকেরা ঐগুলিকে সাত্ত্বিক লক্ষণ মনে করিয়া খুব আশ্চর্য্য বোধ করিল। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই এ শরীরের আসিল না। যখন বিদ্যাকূট ছাড়িয়া আসি তখন এ শরীরের ঐ আত্মীয়া আসিয়া বলিল, "নাতনী", তুমি ত চলিয়া যাইতেছ, মেয়েটার যে মাঝে মাঝে অশ্রু, কম্প ইত্যাদি অবস্থা প্রকাশ পায় ইহার কি হইবে? তবে কি এ আর ইহার স্বামীর ঘর করিতে পারিবে না?" ঐ কথা শুনিয়া আমার খেয়াল হইল যে ঐ মেয়েটিকে কাছে আনিয়া কিছু বলি। ইহার পূর্বে কিন্তু এরূপ কোন খেয়াল হইয়াছিল না। যাহা হউক মেয়েটিকে কাছে আনিয়া তাহাকে চুপে চুপে বলিলাম, "তুমি শীঘ্রই তোমার স্বামীর নিকট হইতে পত্র পাইবে।" এই কথা শুনামাত্র তাহার অশ্রু কম্প ইত্যাদি লক্ষণ বন্ধ হইয়া গেল। স্বামীর নিকট হইতে পত্র না পাইয়াই কিন্তু তাহার ঐ অবস্থা হইয়াছিল। মেয়েটিকে কি বলিলাম তাহা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করা হইল না। সকলে মনে করিল যে মা যেন কি মন্ত্র বলিয়া মেয়েকে ভাল করিয়া দিলেন। (সকলের হাস্য) এখানে ত দেখিতে পাইতেছ যে মেয়েটি যে স্থিতি লাভ করিতে চাহিয়াছিল তাহা লাভ করিতে না পারিয়াই তাহার হিষ্টেরিয়া জাতীয় রোগ দেখা দিয়াছিল।

আরও একটি মেয়েকে জানিতাম যাহার মাঝে মাঝে ফিট হইত। আমি তাহাকে কাছে ডাকিয়া গোপনে বলিয়াছিলাম, "এইরূপ ফিট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া কি ভাল? ফিটের মধ্যে তোমার কাপড় চোপড় ঠিক থাকে না। আর ঐ অবস্থায় লোকে তোমাকে দেখে। আবার ইহার জন্য তুমি যে কোন স্থানে পড়িয়া গিয়া শরীরে আঘাত পাইতে পার। তারপর এই ফিটের ভাব যখন আরও গভীর হইবে তখন তোমার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার যদি কিছু গোপনীয় কথা থাকে তাহাও ফিটের মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। এইভাবে তাহাকে বুঝাইয়া তাহার মনের জোর বাড়াইতে বলিয়াছিলাম। ফলে কিন্তু তাহার ফিট ভাল হইয়া গিয়াছিল। লোকে মনে করিল যে আমি শুধু কথা বলিয়াই রোগীকে ভাল করিয়া দিলাম। (সকলের হাস্য)। পরে আমি এক ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে হিষ্টেরিয়া রোগ ভাল করিবার ইহাও একটা উপায় নাকি। সে উহা স্বীকার করিয়াছিল।

যাক্ এখন তোমার প্রশ্নে আসা যাক্। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে ভাবসাধনায়ও মৃগীরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ হয় কি না। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ভাবসাধনায়ও ঐ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে এবং পূর্বে যে সকল কারণের কথা বলিয়াছি ইহার কারণও তাহাই। তবে ভাবসাধনার বিপদ এই যে এখানে মনের উপর সহজেই আঘাত লাগিয়া যায় এবং এই ভাবসাধনার ফলে যদি একবার বিকৃত ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে তবে উহা দূর করিতে বেগ পাইতে হয়। এই অবস্থায় বেশীদিন চলিলে মনের এমনি একটা অবস্থা হয় যে উহা বদলান একেবারেই সম্ভব হয় না। এখানে অবশ্য মনে করিতে হইবে যে তাহার জীবনের গতিটা এইভাবেই বোধহয় নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেইজন্য ইহা আর বদলান গেল না। কারণ যে যাহা ভোগ করিবার জন্য শরীর ধারণ করিয়াছে তাহাকে ত তাহা ভোগ করিতে হইবেই এবং ইহাই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

কাজেই জপই বল, আর ধ্যানই বল বা ভাবের সাধনাই বল সকল ক্ষেত্রেই যদি গুরুর আদেশ এবং উপদেশ মানিয়া চলা যায় তবেই বিপদের আশঙ্কা নাই। কারণ তিনি তোমার অবস্থা অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার পক্ষে যাহা অনুকূল তাহাই ত উপদেশ দিবেন।

এক ভদ্রলোক। মাতাজী, আপনি যে বলিলেন যে আমরা সুখ দুঃখ যাহা ভোগ করি তাহা আমাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের জন্য। কিন্তু ইহা বুঝিব কেমন করিয়া?

মা। সকল কর্মেরই ত ফল আছে, ইহা ত দেখিতে পাও। ক্ষুধার সময় আহার করিলে, উহার ফল হইল তৃপ্তি। যে কর্মই কর না কেন উহার ফল হইবেই হইবে। কাজেই সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করিতেছ উহা যে প্রারব্ধ কর্মের জন্য তাহা আর বুঝিতে কষ্ট কি?

ভদ্রলোক। কিন্তু উহা যে আমার পূর্ব কর্মের ফল তাহার প্রমাণ কি?

মা। প্রমাণ দিবে কে? তুমি ছোটবেলায় যে সব কাজ করিয়াছ তাহা কি সমস্তই তোমার মনে আছে? কোন জন্মের কোন কর্মের ফলে যে তুমি দুঃখ পাইতেছ তাহা বলিবে কে? তবে অবশ্য প্রমাণের অবস্থাও আছে। তুমি কে তাহা যখন তোমার নিকট প্রকাশ হইবে তখনই তুমি জানিতে পারিবে যে লোকে সুখ, দুঃখ নিজের কর্মানুযায়ী ভোগ করে।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। মাকে আহারের জন্য ডাকা হইলে মা উঠিয়া পড়িলেন। আজ দুপুরে আমরা আশ্রমেই প্রসাদ পাইলাম।

বিকালবেলা দুইখানি বজরা নৌকা ভাড়া করিয়া মাকে লইয়া সকলে গঙ্গায় বেড়াইতে গেল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। নৌকার উপর পাঠ ও কীর্তনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কুমারবাবু পাঠ করিলেন। কিছুক্ষণ কীর্তনও হইল। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৭।। টা।

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ISBN-81-89558-01-3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi